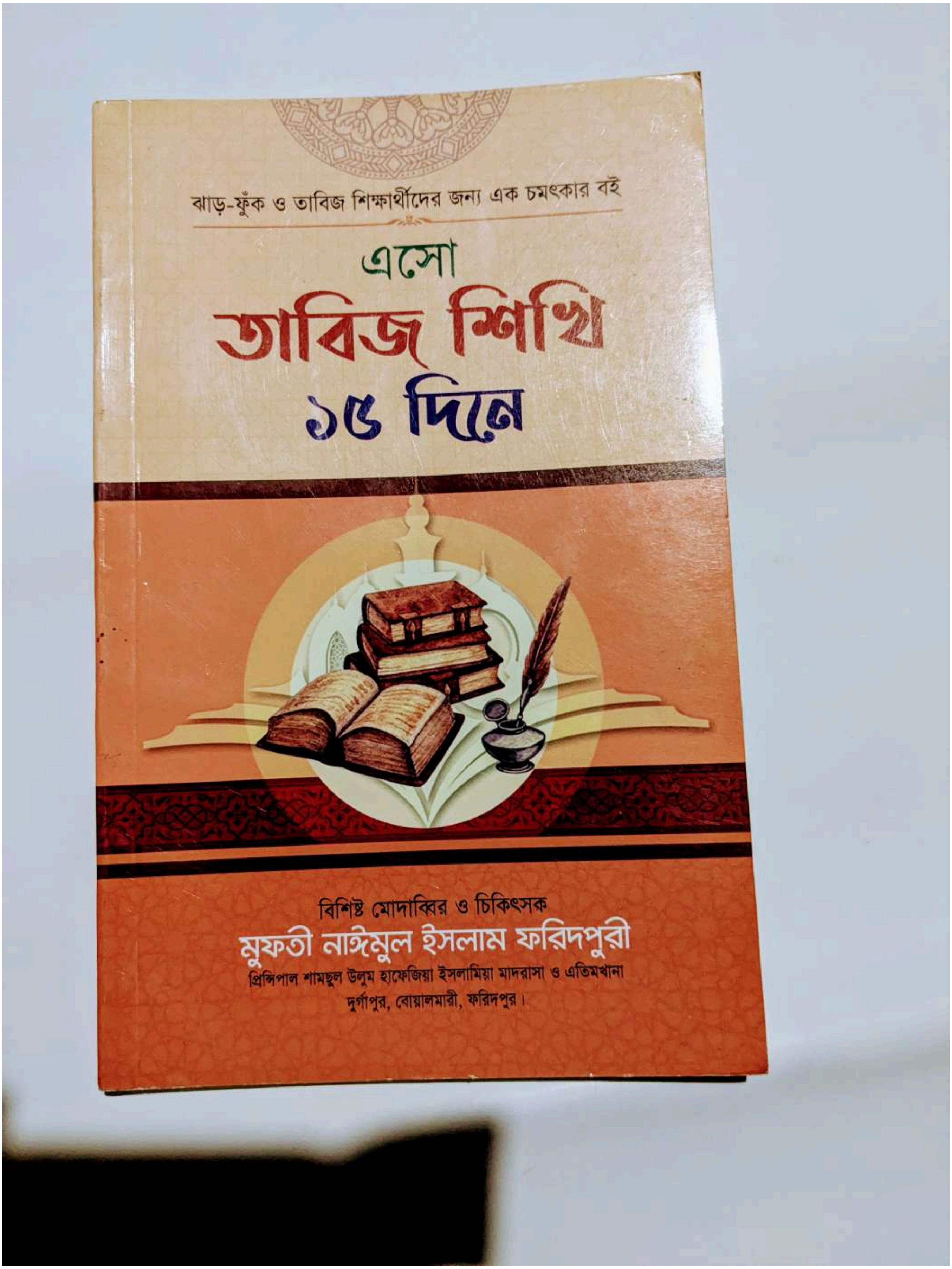

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ শিক্ষার্থীদের জন্য এক চমৎকার বই
এসো
তাবিজ শিখি
১৫ দিনে
বিশিষ্ট মোদাব্বির ও চিকিৎসক
মুফতী নাঈমুল ইসলাম ফরিদপুরী
প্রিন্সিপাল শামছুল উলুম হাফেজিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা
দুর্গাপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রারম্ভিকা

الحمد لله الذى خلق الانسان والجن من الطين والنار والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه أجمعين

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে ভালো মন্দ বুজার তাওফিক দান করেছেন। আর এদের মধ্য থেকে যারা অন্যকে কষ্ট দিবে তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা এদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন সমস্ত রোগের ঔষধ, আর তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন দুআ পড়লে কি বিপদ থেকে হেফাজত থাকতে পারবো। তাই আমাদের সর্ব প্রথম কাজ হলো, আল্লাহ তা'য়ালার নবী (সা.) এর শিখানো দুআগুলোর উপর আমলে অভ্যস্ত হওয়া। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে মাসনুন দুআগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

এই বইটা কেমন হতে যাচ্ছে?

আমি অনেক দিন ধরে তদবীর জগতে কাজ করি। আল-হামদুলিল্লাহ সেই সুবাদে আমাকে অনেকেই চেনে। এর মধ্যে একদিন আমার মনের মধ্যে উদয় হলো যে, আমি অনলাইনে তদবরের কোর্স করালে অনেক হক পন্থি উলামায়ে কেরাম, তদবীর শিক্ষা করবে এবং মানুষদেরকে সহীহ চিকিৎসা দিবে। এই বিষয় মাথায় রেখে শুরু হয়, প্রতি এক মাস পর পর অনলাইনে তদবীরের ক্লাস আল-হামদুলিল্লাহ উলামায়ে কেরাম সাড়াও দেন অনেকেই। চলতে থাকে ক্লাস, আর আপনারা সকলে জানেন যে, ক্লাসে সব বিষয় মন খুলে আলোচনা হয়। যা বইতেও অনেক সময় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন কোর্সটা এতো চমৎকার হয়েছে যে, তা আমাকেও বিমুগ্ধ করেছে। আমাদের এই ক্লাসে যারা অংগ্রহণ করতো তাদেরকে নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে একটি গ্রুপ খুলা হতো, যেখানে সকলে তাদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতো। একদিন গ্রুপে দেখলাম যে, একজন লিখেছে যে, উস্তাদের ক্লাসের আলোচনা আমি লিখে দিলে কেমন হয়? সকলে এক বাক্যে বলছে যে অনেক ভালো হয়। কিছু দিন পরে দেখলাম যে, সে খাতায় হাতে লিখে একেক পৃষ্ঠা পিকচার আকারে দিচ্ছে, আমি দেখলাম যে, এতে সকলের

তেমন ফায়দা হবে না। তাই গ্রুপে ভয়েস দিলাম ক্লাসের সব বিষয় নিয়ে অতি শীঘ্রই আসছে, এসো তাবিজ শিখি ১৫ দিনে, নামে একটি বই, এর মধ্যে আমার অভিজ্ঞতার যতো কথা মনের মধ্যে জমে ছিলো সব আলোচনা করে দিয়েছি। যা আমার পূর্বে লিখিত কোন বইতেই ব্যক্ত করা হয় নাই।

প্রথম দিনের ক্লাস

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে তদবীর শিক্ষা কোর্সের প্রথম দিনে আমরা সকলে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি।

আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, আমরা যখন কোন জ্ঞান কারো কাছ থেকে শিখতে ইচ্ছা করবো, তখন আমাদের সর্ব প্রথম কাজ হলো তার সম্পর্কে ভালো ভাবে জানা। তাই আমি আজ আলোচনা করবো কয়েকটি বিষয় নিয়ে।

১. আমার পরিচয় সম্পর্কে আমি কে?
২. কি ভাবে তদবীর জগতে আসলাম
৩. তদবীর কিভাবে শিখলাম?

আমি মুফতী নাঈমুল ইসলাম বাড়ি ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে। আমার পিতার নাম মুহা. আঃ রহমান মোল্যা, আমরা পাঁচ ভাই আমি তাদের মধ্যে সবার ছোট। ছোট বেলাতেই পড়া-লেখার জন্য গ্রামের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয় কিন্তু পড়া-লেখা তেমন পারতাম না বিভিন্ন ঝামেলায় এক সময় পড়া-লেখা বন্ধ হয়ে যায়, কুরুবুল বুলুগ যখন, তখন আমার বাংলা শেখার প্রতি খুব আগ্রহ হয়, আমাদের পাশের বাড়িতে ছিলো এক মাস্টার, যিনি ঐ মাদ্রাসায় আগে চাকরী করেতেন, এখন মাদ্রাসা কোন কারণে বন্ধ তিনি মসজিদে আসতেন তাই একদিন তাকে বল্লাম আমি আপনার কাছে বাংলা পড়তে চাই, তিনি আমাকে বললেন ভালো কথা, তুমি একটি আদর্শ লিপি বই ক্রয় করে নিয়ে আসবা তোমাকে আমি বাংলা শিখিয়ে দিবো। আমি তার কথা মতো বই কিনে আনলাম, তিনি দু-একদিন শিয়ে আর সময় দিলো না আমি একা একা ঘরে বসে বাংলা শিখার জন্য চেষ্টা করতে থাকলাম এক সময় সফল হলাম তবে যে সমস্ত বন্ধুরা বাংলা পারে তাদের থেকে কিছু সহযোগীতা নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। এবার খিয়াল হলো আরবী শিখবো, তাই শুরু করলাম ভোর মক্তবে যাওয়া গ্রামের সব ছেলে-মেয়েরা তখন মক্তবে পড়তে যাইতো,ফলে ভালোই মজা হচ্ছিল, ধীরে ধীরে পড়া-লেখাও পারতেছিলাম, এক পর্যায়ে কুরআন শরীফ ধরলাম। এরপর আমাদের মাদ্রাসায় এক আলেম আসলেন নাম তার মাঃ মাসুম বিল্লাহ

তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, তার চেষ্টার ফলেই আজ আমি আমার নামের শুরুতে মুফতী বসাই, মানুষে সম্মান করে। তিনি আমাকে জোর করে ধরে মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি একজন তদবীর কারী ছিরেন, এখানে আসার পর তার ভালো একটা পজিসন হলো তদবীর জগতে। তাই তিনি তদবীর করার জন্য বিভিন্ন বাড়িতে জায়তেন। আর ছাত্রদের মধ্যে আমি একটু বড় ছিলাম, তাই তিনি আমাকে তার খাদেম হিসাবে বিভিন্ন বাড়িতে নিয়ে যায়তেন। আর তার এই তদবীর করা দেখে আমি ধীরে ধীরে তদবীরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। শুরু হয় উস্তাদের তদবীর বই লুকিয়ে লুকিয়ে পুড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করে রাখা। এভাবেই চলতে ছিলো, তখন কিন্তু আমি মক্তবে পড়ি।

হারিকেন চালান যেভাবে শিখলাম

একদিন এক ছাত্রের ট্রাংক থেকে দশ টাকা হারিয়ে যায়, সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার, হুজুর বাড়িতে গেছে। ইশার নামাযের পরে যার টাকা হারিয়েছে, সে একটা কাশার বদনা বের করে আমাকে বলে যে ভাই, এই বদনা চালান দিয়ে দেখবো যে, কে আমার টাকা চুরি করেছে। আমি বল্লাম কিভাবে চালান দিতে হয় আমি তো জানি না, সে বলল আমি জানি, বল্লাম চলো তাহলে দেখি, হুজুরের রুমে মাদ্রাসার বড় কয়েকজন প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এবার বল্লাম কি ভাবে চালান দিতে হয় আমাকে তা বলো, সে আমাকে বলল সবার নাম লিখতে হবে, তারপর ঐ নামগুলো বদনার মধ্যে দিয়ে দুইজনে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা উচু করে ধরতে হবে। আর এক জনে সূরা ইয়াছিন পড়তে হবে। যদি ঐ নামগুলির মধ্যে চোরের নাম থাকে তাহলে বদনা ঘুরবে, আর যদি চোরের নাম না থাকে তাহলে ঘুরবে না। আচ্ছা বিষয়টা বুজেছি, তারপর সবাইকে বল্লাম যে, তোমরা দুই রাকাত নফল নামায পড়ো, ফলে আমরা সবাই দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, এখলাসের সাথে বসে কাজটি শুরু করলাম। এদিকে সূরা ইয়াছিন পড়ার দায়িত্ব নিলাম আামি, ফলে চিন্তা করলাম যে, আমার পরিহিত লুঙ্গি পাক আছে কি না? তাই হুজুরের একটি লুঙ্গি পরলাম,অতঃপর শুরু করলাম কাজ, নামগুলো দিয়ে যখন সূরা ইয়াছিন পড়া শুরু করলাম, অল্প কিছু পড়ার সাথে সাথে বদনা ঘড়ির কাটার মতো ঘুরা শুরু করল, দেখে আশ্চার্য্য হলাম। এবার এই নামগুলোকে দুই ভাগ করে, এক ভাগ বদনার মধ্যে দিয়ে পড়ি ঘরে না, আবার অপর ভাগ দিয়ে পড়ি ঘুরা শুরু করে। এবার যে ভাগ দিলে ঘরে, তার

এক একটি নাম দিয়ে পরিক্ষা শুরু করলাম আশ্চার্য্যের বিষয় হলো, কারো নামে ঘোরে না, এক জনের নামে ঘোরে। সবাই তো বলল যে,এই ছেলেই টাকা চুরি করেছে, একে এখনই বেধে রাখবো। তখন শীতের মৌসুম চলে, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আসলে আমরা যা করেছি তা সত্য না মিথ্যা জানি না। তাই সবাইকে বল্লাম এখন অনেক রাত হয়েছে সবাই ঘুমিয়ে পড়ো সকালে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সকালে আমি উঠার আগেই ছেলেরা তাকে বলল যে, তুমি টাকা চুরি করেছো, বদনা চালান দিলে, তোমার নাম উঠেছে। সে আমার আমার কাছে এসে বলল, ভাই আমি টাকা নিয়েছি ঠিক কিন্তু আমি চুরি করি নাই। বল্লাম কিভাবে নিলি তাহলে? সে বলল, ভাই আমি ঘরে গেছি. গিয়ে দেখি ওর ট্রাংক এর পাশ দিয়ে দশ টাকা নোকের কোণা বের হয়ে রয়েছে, আমি ধরে টান দিছি আর বের হয়ে গেছে, ফলে আমি নিয়ে গেছি। আমার চুরি করার কোন ইচ্ছাই ছিলো না। এই কথা শুনে ভালোই আনন্দ পেলাম যে, তদবীর জগতের একটি বিষয় সফল হয়েছি। শনিবার উস্তাদ মাদ্রাসায় আসলেন, এ খবর তিনি শুনে তেমন কিছু আমাদের বললেন না, আল- হামদুলিল্লাহ বিষয়টায় সফল ভালো লাগলো তবে এভাবে করা ঠিক কি না তা কিন্তু তখন জানি না।

দ্বিতীয় বার বদনা চালান দেওয়ার ঘটনা

উক্ত ঘটনার পরে আমরা সবাই বিষয়টা ভুলে গিয়ে পড়া-লেখায় মনোযোগী হলাম। এর কিছু দিন পরে গ্রামের এক বাড়ি থেকে কিছু টাকা হারিয়ে যায়, উস্তাদের কাছে তারা জানতে চায় যে, কে এই টাকা নিয়েছে? ফলে উস্তাদ আমাকে চালান দিতে বলে। আমরা আগের নিয়মে চালান দেই,ফলে এক জনের নাম আসে, আমরা তার নাম বলে দিলে, শুরু হয় দুই পরিবারে ঝগড়া, এক পর্যায় যার নাম বলা হয়েছে সে বলে যে, আমি পান আনার জন্য তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখি কোন লোক নাই। চিন্তা করলাম একটি পান নিয়ে যাই, পান আনতে গিয়ে দেখি পাশে টাকা রাখা, শয়তানের ধোকায় টাকাগুলো আমি নিয়ে আসি। যদিও পরে জানতে পারি যে, এভাবে চোর নির্নয় করা বৈধ না। সে স্বীকার করায় এই কাজ ভালো ভাবে শিখার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়, ফলে চলতে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে উস্তাদের বইগুলো অধ্যায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখে রাখা ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর বিষয় প্রথম তদবীর দেওয়ার ঘটনা

আমি তখন মিঝান জামা'য়াতে পড়ি, আমার সেজো ভাই আমাকে বলেন যে, তার এক বন্ধুর বোন, স্বামীর সংসারে খুবই বিপদের মধ্যে আছে। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না? আমি বললাম ব্যবস্থা আছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর নাম লাগবে। সে তাদের নাম এনে দেয় আমাকে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর প্রয়োগ করি, কিছু দিন পরে সংবাদ আসে যে, তার স্বামী পরিপূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। এ কথা শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। এই কাজের প্রতি উদ্ধিপনা আরো বেড়ে গেলো। তাকে যে তাবিজ দিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা তাবিজ ছিলো গাছে ঝুলিয়ে বাধার জন্য, কিছু দিন পরে ঐ তাবিজটা যে ডালে বাধা ছিলো ক্যারেন্টের লোকেরা সে ডালটি কেটে দেয়। ফরে আবার শুরু হয়, স্ত্রীর প্রতি নির্যাতন, আমাকে সংবাদ দিলে আমি আবার সেই তাবিজটি লিখে দেই এরপর থেকে আল-হামদুলিল্লাহ তারা সুখেই সংসার করতেছে।

বিজ্ঞ উস্তাদের সান্নিধ্যে কিছু দিন

আমাদের গ্রামের মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ হন, মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব, যার বাড়ি আমাদের গ্রামেই। তিনি বিজ্ঞ আলেম ছিলেন ও অভিজ্ঞ মুদাব্বির ছিলেন। আমি তখন গ্রাম থেকে একটু দূরে একটি মাদ্রাসায় পড়া-লেখা করতাম, প্রতিদিন ক্লাস শেষ করে বাড়িতে চলে আসতাম। মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে এসেই তার রুমে গিয়ে বসে থাকতাম, রোগীর বেশি চাপ হলে, তদবীর লিখার কাজে তাকে সহযোগীতা করতাম, বাড়ি বন্ধের তদবীর লিখে দিতাম। কোন বাড়ি বন্ধ দিতে হলে, তিনি আমাকে তার সাথে যায়তেন। এভাবে চলতে চলতে একদিন তার রোগীর বিশাল চাপ, এর মধ্যে গ্রামের এক মহিলাকে জিনে ধরেছে, তাকে হুজুরের কাছে নিয়ে আসছে, রোগীর সাথে গ্রামের অনেক মহিলা ও যুবক ছেলেরা এসেছে। হুজুর আমাকে বললেন যে, নাঈম! দেখোদি তার কি সমস্যা? আমি হুজুরের মতো করে তাকে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ পাঠ করা শুরু করার সাথে সাথে জিন এসে হাজির হলো, তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় করে দিলাম। ফলে গ্রামে আলোচনা শুরু হলো যে, নাঈম জিন ছাড়িয়ে দিয়েছে। শুনে ভালোই লাগতেছিল, আর আরো জানার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল।

নতুন এক রোগীর ঘটনা

এভাবে চলে যায় কয়েক বছর, আমি তখন ফরিদপুরের চরকমলাপুর মাদ্রাসায় শরহে বেকায়ায় পড়া-লেখা করি। একদিন ছুটিতে বাড়িতে এসে, গ্রামের মাদ্রাসায় ঘুরা-ফেরা করছি, এক মহিলা মাদ্রাসায় এসে বলল যে, মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেব কি মাদ্রাসায় আছে? আমি বল্লাম মনে হয় বাড়িতে আছে, কল করলাম কিন্তু হুজুর ধরলো না, আমি বল্লাম যে, আপনাদের কি সমস্যা হয়েছে? সে বলল যে, আমার ছেলে গত তিনদিন ধরে কথা বলতে পারে না। আমি বল্লাম তার জিনের সমস্যা হয়েছে। তাকে নিয়ে আসেন আমি দেখে দিচ্ছি, তারা বলল যে, আমরা আব্দুস সালাম সাহেবকে দেখাবো, তার কাছ থেকে পরিক্ষা করে দেখবো যে, তার জিনের সমস্যা, না ডাক্তারী সমস্যা? আমি বল্লাম ঠিক আছে তাহলে তার বাড়িতে যান, এর মধ্যে আমি হুজুরকে আবার কল দিলাম, হুজুর এবার রিসিফ করলেন, আমি বল্লাম মাদ্রাসায় রোগী আসছে, তিনি বললেন বসতে বলো আমি আসতেছি, কিছু সময়ের মধ্যে হুজুর আসলেন, আর জিন হাজির করার তদবীর দিলেন এরপর হুজুর বলতেছিলেন যে, তোমার নাম কি? কিন্তু সে কথা বলতেছিলো না। এটা দেখে আমরা কয়েক জন বন্ধু মাদ্রাসার পিছনে ঘুরতে যাই, আধা ঘন্টা পরে ফিরে এসে দেখি, হুজুর ডালিমের ডাল দিয়ে মারতেছে, আর নাম বলতে বলছে কিন্তু রোগী কোন কথা বলতেছে না। আমি আশ্চার্য্য হয়ে বল্লাম যে, হুজুর! কি হয়েছে? হুজুর সাদা মনের মানুষ ছিলেন, বললেন যে, ভিতরে জিন আছে কিন্তু কথা বলতেছে না। আমি বল্লাম হুজুর আমি একটু দেখি, হুজুর বললেন দেখো, আমি সূরা জিনের প্রথম থেকে রহাকা পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে যখন রোগীর মুখে মারা শুরু করলাম, সাথে সাথে রোগী আমার পা ধরে বলতে শুরু করলো যে, হুজুর আমার ভুল হয়ে গেছে আমি চলে যাচ্ছি। যাহোক মোট কথা সফল হলাম, তদবীর সম্পর্কে জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো, মোট কথা আকাবিরদের বই পড়লে আপনি বিভিন্ন বই থেকে বিভিন্ন অবিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

আমার এক উস্তাদকে সাপে কামড় দেওয়াকে কেন্দ্র করে আমার যে উন্নতি হলো

মানুষের স্বপ্নের শেষ নাই, সবাই সব উন্নতি করতে চায়, আমিও সেই লক্ষ্যে, জালালাইনে ভর্তি হলাম জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদ্রাসা শিবচর, মাদারীপরে। এক দিন আমাদের রুমের হুজুরকে সাপে কামড় দিলো, সারা মাদ্রাসায় সংবাদ

দেওয়া হলো, কে সাপের বিষ নষ্ট করতে পারে? আমি বল্লাম আমি পারি। এর থেকে মাদ্রাসার সবাই জানলো যে, আমি তদবীর করতে পারি। আমাদের জামাতের যারা মসজিদে ইমামতি করতো, তাদের মসল্লিদের কোন সমস্যা হলে আমাকে নিয়ে যেতো, আমিও আগ্রহের সাথে যেতে থাকলাম, আর নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকলাম। শুরু হলো রোগী দেখার অধ্যায়, যখনই কোন স্থানে বেধে যেতাম, আমার উস্তাদ মাওঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে কল দিতাম, আর তিনি সমস্যাগুলোর সমাধান বলে দিতেন। এভাবে ঐ মাদ্রাসায় কাটলো ২ বছর।

দাওরা পড়ার জন্য গেলাম হাটহাজারীতে

দাওরা পড়ার জন্য চলে গেলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায়। পড়া-লেখা চলতেছিল গুরুত্ব সহকারে, কিভাবে যেনো আমার পাশে থাকা ছাত্ররা জেনেছে যে, আমি তদবীর করি, আসা শুরু হলো রোগী, যে টাকা পাচ্ছি তা দিয়ে আমার খরচ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে ভোলার এক ছাত্র ভাই বলল যে, আমাদের বাড়িতে জিনের বিশাল সমস্যা আপনাকে নিয়ে যেতে চাই, আমি রাজি হলাম, পরের দিনই চলে গেলাম ভোলার মনপুড়া থানাতে। রোগী দেখে আসলাম, হলো নতুন অভিজ্ঞতা। এ বছর কয়েক বার সফর হলো ভোলাতে।

ইফতা পড়লাম শামছুল হক ফরিদপরী (রহ.) এর মাদ্রাসায় নিয়ত ছিলো এ বছর আর রোগী দেখবো না

দাওরা শেষ হলো, ইফতায় ভর্তি হলাম শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর মাদ্রাসা গওহরডাঙ্গায়, ভালো ভাবেই পড়া-লেখা করতেছিলাম। নিয়ত ছিরো এ বছর আর কোন রোগী দেখবো না। কিন্তু হুজুরের সাথে ফতোয়া লেখার জন্য বসি, যারা ফতোয়া নিতে আসে, তারা তদবীর জগতের আরো বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে, হুজুর বলে আপনি অমুকের কাছে যান, অমুকের কাছে যান কিন্তু তারা বলে যে, আমরা তার কাছে গেছিলাম তেমন ফায়দা হয় নাই। কিন্তু তারা যে সমস্যার কথা বলে, তা স্বাভাবিক সমস্যা দূর করা অতিসহজ, তবে ভয়ে বলি না যে, আমি এর চিকিৎসা করতে পারি। একদিন সাহস করে একজনকে হুজুরের সামনে বলেই ফেল্লাম যে, আপনার তো জিনের সমস্যা আপনি ভালো ভাবে চিকিৎসা করলে ভালো হরে যাবেন। হুজুর বলল তুমি কি এই কাজ পারো? আমি বল্লাম-জি হুজুর, আমি তো এই কাজটিই ভালো পারি। সে আসলো চিকিৎসা দিলাম, এবার ইফতার ছাত্ররা আমাকে ধরলো,

আমি কিভাবে শিখেছি কিভাবে এই কাজ শিখা যায়? আমি তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। শুরু হলো আবার রোগী দেখার কাজ, এবার বড় বড় রোগী দেখা শুরু করলাম , আল্লাহ তা'য়ালা বড় বড় সমস্যার সমাধান আমার দ্বারা করাতে থাকলেন। এই কাজ করতে গিয়ে যখনই বাধাগ্রস্থ হতাম সাথে সাথে উস্তাদের সাথে পরামর্শ করতাম। এভাবেই কেটে গেলো ইফতার বছর।

মাদ্রাসায় খেদমত ও সারা দেশে সফর শুরু

ইফতা বর্ষের ফায়নাল পরিক্ষার আগেই খেদমত ঠিক হলো, কুশলী মাদ্রাসা টুঙ্গিপাড়া গোপালগাঞ্জে। মাদ্রাসায় পড়ানোর পাশাপাশি রোগী দেখার লক্ষ্যে সফর শুরু করলমা সারা বাংলাদেশে। আর হতে থাকলো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি লিপিবদ্ধ করলাম আমার প্রথম বই,, **আমি জিনের সাথে কথা বলেছি,**যা সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়লো উৎসাহিত হয়ে লিখলাম আরো বই,, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল। তদবীরের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম চাকরী ছেড়ে দেওয়ার, আর রমজানেই চাকরী ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে করলাম মহিলা মাদ্রাসা ও দায়িত্ব নিলাম আমার সেই গ্রামের মাদ্রাসার, যেখান থেকে আমার উঠে আসা। আর এই পথ চলার পথে, যথাসাধ্য চেষ্টা করি আকাবিরদের পদঙ্ক অনুসরনের, বাকি জীবন যেনো হকের পথে লেগে থেকে চলতে পারি এই দোআ সকলের কাছে।

দ্বিতীয় দিনের ক্লাস

গত কাল আমি নিজের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজ আলোচনা করবো,

(১) তদবীর আমরা কেন শিখবো?

(২) তদবীর জগতে যে ভয় রয়েছে তা কিভাবে দূর করবো

(৩) মুদাব্বির সকাল-সন্ধা কি আমল করে নিজে ও তার পরিবারকে হেফাজত করবে তা নিয়ে।

তদবীর এটা ইসলামের শুরু থেকে চলে আসছে, অনেক সাহাবায়ে কেরাম দুআ-দুরুদ লিখে যারা পড়তে পারতো না, তাদের শরীরে ব্যবহার করার জন্য দিতেন এবং ঝাড়-ফুঁক করতেন এটা ইতিহাসের কিতাব থেকে পাওয়া যায়। এখন কথা হলো আমরা কেনো তদবীর শিখবো? কয়েকটি কারণে তদবীর শিখবো।

১. মানুষকে শিরিক থেকে বাচাঁনো।

২. প্রতারণা থেকে হেফাজত করা ও সঠিক চিকিৎসাকে বাচিয়ে রাখা।

কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা যার কাছেই চিকিৎসা শিখতে যাই, সেই আমাদেরকে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে এ জগৎ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। উদারণ স্বরুপ বোজেনঃ আপনার গ্রামে যে, তদবীর করে তাকে যদি বলেন যে, হুজুর আমি তদবীর শিখতে চাই আমাকে শিখিয়ে দিন, সে আপনাকে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে এ জগৎ থেকে সরিযে দিবে। বলবে তোমার পড়া-লেখা শেষ হোক তারপরে আসবে, নাহলে বলবে তোমার বয়স হয় নাই অথবা আপনাকে বিভিন্ন ভয়ের কথা শুনিয়ে দিবে, যাতে আপনার আর কাজ করার আগ্রহ না থাকে।

এর কারণ, খোজার আমি একটু চেষ্টা করেছিলাম, তাতে যা আমার বোজে এসেছে তা হলো, আসলে সে আপনাকে কি শিখাবে, আপনি যদি বলেন আমি জিন হাজির করা শিখতে চাই, সেতো সূরা ফাতেহা দ্বারা জিন হাজির করে। যাদু নষ্ট করার উপায় শিখতে চাইলে, সে যদি বলে আমি

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

দ্বারা যাদু নষ্ট করি তাহলে আপনারও তেমন তার প্রতি আস্থা আসবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, অনেকে চায় না যে, সে যে এলাকাতে কাজ করে সে এলাকাতে আরেকজন মুদাব্বির তৈয়ের না হোক। এই সমস্ত কারণেই আমার মনে হয় কেউ কাউকে তদবীর শিখাতে চায় না।

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়ঃ- এই জগতকে ভয় দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে, আপনি যখনই আপনার কোন আপন জনকে বলবেন যে, আপনি তদবীর শিখে মানুষের খেদমত করবেন, তখন সে আপনাকে বাধাগ্রস্থ করবে, বিভিন্ন ভয়ানক গল্পের মাধ্যমে, যার ফলে এই জগতে শুরু থেকেই কাজ করেছে অল্প সংখ্যক উলামায়ে কেরাম,এই কারনেই এ জগতকে দখল করে আছে অসাদু প্রতারক চক্র, যারা মানুষদেরকে ধোকাতো দিচ্ছেই, আর যে তদবীরগুলো শরীয়াতে বৈধ না, তাও তাদের শরীরে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

একটি ঘটনা

প্রতারণার বহু ঘটনা আমার জানা আছে, তার মধ্য থেকে যদি আমি বলতে যাই তাহলে সর্বপ্রথম যে ঘটনাটা আমার মনে আসে সেটা হলো, আমি

২০১৪ সালে রোগী দেখার লক্ষ্যে ভোলা জেলার মনপুড়াতে যাই, রাতে বসে আছি কাজ শেষ করে, এক বৃদ্ধ মহিলা এসে বলে যে, হুজুর আমার একটা ছেলে মাছ ধরার জন্য নদীতে গিয়েছিল,হঠাৎ করে ঝড় হওয়ার কারণে নৌকা ডুবে যায়, ৬ জন ছিলো নৌকাতে এক জন ব্যতিত আর কারো কোন খবর নাই। এক মুদাব্বিরের নিকট গিয়ে ছিলাম সে বলেছে যে, আমার ছেলে বেচে আছে, এক দিপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাকে জিনের মাধ্যমে আনতে হবে ১৫ হাজার টাকা লাগবে, ৩ দিনের মধ্যে আপনার ছেলে ফিরে আসবে, আর যদি না আসে আপনাকে ১৪ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হবে, তারা চিন্তা করলেন, এক হাজার টাকায় আর কি হবে যদি ছেলে ফিরে আসে, দিলেন তাকে টাকা কিন্তু ৩ দিন তো দূরের কথা ৩০ দিন হয়ে যায় ছেলের কোন খবর নাই। আর টাকাও ফেরত দিচ্ছে না ঐ প্রতারক কবিরাজ।

আমি বল্লাম আপনারা এমন বিশ্বাস কেনো করেন? তারা বলল যে , অনেক বছর আগে একটা নৌকা এভাবে ডুবে যায়, তার প্রায় ১২ বছর পর, একদিন একটা নৌকা একটা দিপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তারা শুনতে পায় যে, কে যেনো ঐ দিপ থেকে এদেরকে ডাকতেছে, তারা প্রথমে ভয়ে যেতে যায় না। তারপর সবাই মিলে সাহস করে ঐ দিপের কাছে যায় গিয়ে দেখে এক লোক শরীরে পোষাক নাই চুল দাড়ি সব বড় বড় হয়ে গেছে, তিনি বলেন যে, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। আমি অমুকের ছেলে অমুক, ১২ বছর ধরে আমি এই দিপে ঘাষ পাতা খেয়ে বেঁচে আছি, আর প্রতিদিন পাহারা দেই যে, কবে এ স্থান দিয়ে মানুষ যাবে আর আমি বাড়িতে ফিরতে পারবো। তারপর সে তার বাড়িতে ফিরে আসে, এরপর থেকে যখন কেই নৌকা ডুবে মারা যায়, তখন তার পিতা মাতা মনে করে যে, আমার সন্তান হয় তো কোন দিপে আছে। এই আশা রাখা তো ভুল না কিন্তু ভুল হলো, এই আশাকে পুজি বানিয়ে মানুষের টাকা হাকানোর রাস্তা বানিয়েছে এই অসাধু করিবাজগণ।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন বই লেখার কাজ করতেছিলাম, হঠাৎ বিদেশী নাম্বার থেকে কল আসলো, রিসিফ করার সাথে সাথে ছালাম দিয়ে বললেন, আমি আমেরিকা প্রবাসি, আমার শারীরিক সমস্যা আছে, আপনি একটু পরিক্ষা করে দেখেন কি সমস্যা আমার? আমি বল্লাম জি আপনি আপনার নাম ও পিতা-মাতার নাম দিন, সে নাম দিলো আমি পরিক্ষা করে বল্লাম যে, তার জিনের সমস্যা আছে। সে বলল হুজুর এর চিকিৎসা করতে কতো টাকা লাগবে? আমি বল্লাম পাঁচ

হাজার টাকা হলে চিকিৎসা করা যাবে, হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা চিকিৎসা করলে সমাধান করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সে বলল আর কোন টাকা লাগবে না? আমি বল্লাম না আর কোন টাকা লাগবে না। সে বলল কি বলেন হুজুর আমি এক চিকিৎসকের নিকট থেকে বহু দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছি। এখন আমার আবার বেশি সমস্যা দেখা দিছে তাই আমি তাকে কল করে আমার সমস্যার কথা জানালে তিনি পরিক্ষা করে বল্লেন যে, আমার এখন অনেক বড় সমস্যা দেখা দিছে এর চিকিৎসা করতে নাকি দেড় লাখ টাকা লাগবে। আমার এখন এতো টাকা নাই বলে আমি চিকিৎসা করতে পারতেছি না, তাই আপনাকে কল দিলাম।

এখন আপনি ভেবে দেখেন যে তদবীরকারীরা মানুষের বিপদকে পুজি করে কেমন ব্যবসা তারা করতেছে।

জিনের চিকিৎসা করতে কি আর লাগে কতোটা সময় বা তাকে দেওয়া লাগে। তার বিল যদি হয় দেড় লাখ টাকা তাহলে মানুষ যবে কোথায়।

পরিবারের সমস্যা হবে এই চিন্তায় তদবীর করেন না?

এখন কথা হলো ভয় হয় যে আমার বা আমার পরিবারের কোন সমস্যা হয় যদি, এই কারণে আপনি তদবীর করেন না। এর থেকে বড় আফছোস এর আর কোন বিষয় হতে পারে না। কারণ আপনি লক্ষ করেন যে, প্রতিটি অঞ্চলে কারা তদবীর করে, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আপরিনও তেখুন, ঐ সমস্ত মহিলারা তদবীর করে যারা পর্দা করে না, নামায পড়ে না, পাক পবিত্র থাকে না, গান বাদ্য যার অন্তরে গেথে আছে, সে মানুষের জিনে ছাড়ায়, যাদু নষ্ট করে ঝাড়-ফুঁক করে তথা সমস্ত প্রকারের রোগী সে দেখে তার কোন সমস্যা হয় না, তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হয় না। কি এমন আমল সে, পড়া-লেখা না করেই জেনে গেলো যা আপনি এতো বছর পড়া-লেখা করেও জানেন না। মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসে, তখন আপনি বলেন যে, আমি তো তদবীর করি না আপনি অন্য কারো কাছে যান । সে যদি বলে আসে পাশে কে ভালো চিকিৎসা করে আপনি বলে দেন অমুক মহিলা বা কবিরাজ তদবীর করে আপনি তার কাছে যেতে পারেন এর থেকে আর বড় আফছোস এর বিষয় কি হতে পারে।

কি তদবীর ঐ সমস্ত মহিলারা বা কবিরাজগণ দেয় চলুন একটু জেনে নেই

আমি যখন কুশলী মাদ্রাসায় খেদমত করি, তখন আমাকে একটি মহিলা মাদ্রাসার জিম্মাদারী নেওয়ার জন্য বলা হয়, তখন আমি ঐ জিম্মাদারী কবুল করি, তখন লক্ষ্য করি যে, ঐ বাড়ির মহিলা তদবীর করে, তার স্বামী আলেম প্রবাসে থাকতো আমরা যাওয়ার কিছু দিন পর সে বাড়িতে আসে, মনে রাখার কথা হলো তার স্ত্রী কিন্তু কোন পড়া-লেখা জানে না। আমি একদিন ঐ আলেমের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে ছিলাম, এক পর্যায়ে তদবীরের কথা উঠলো, সে বলল হুজুর আমার স্ত্রী এমন আমল করছে যে, হাজার হাজার জিন তার বশে চলে এসেছে, সে কি তদবীর করবে না করবে এ সব ঐ জিনে বলে দেয় আমি বল্লাম মাশাআল্লাহ তাহলে তো অনেক বড় আল্লাহ ওয়ালা আপনার স্ত্রী, তো কি ধরণের তদবীর দেওয়ার জন্য বলে জিনে আপনার স্ত্রীকে? সে বলল যে, এক রাতের মধ্যে আমার বিল্ডিন এর ভিতর অনেক গুড়ো গুড়ো মাটি জিনে উঠিয়ে দিয়েছে, যে কোন রোগের জন্য ঐ মাটি ব্যবহার করলে সে রোগ থেকে মানুষ মুক্তি পায়, আমি বল্লাম তাই নাকি? তাহলে তো ঐ মাটি আমার দেখা দরকার, সে বলল ঘরে চলেন আপনাকে দেখাবো, আমি তার সাথে ঘরে গিয়ে দেখলাম যে উই পুকায় ঐ মাটিগুলো উঠিয়েছে আর তারা মনে করেছে যে এটা জিনে দিয়েছে। আর তারা ভুলে গেছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন যে,

من تعلق تميمة فقد أشرك

যে তামীমা ঝুলালো সে শিরক করলো। তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জালের কাঠি, গাছের ডাল, মাটি ইত্যাদি জিনিস তদবীর হিসাবে শরীরে ব্যবহার করা। আর কি বলবো একদিন ফজরের আজানের পর নামাজের জন্য কেবল উঠতেছি, তার এক ছেলের স্ত্রী আমাদের রুমের সামনে এসে কান্না করে বলতেছে যে, হুজুর! একটু বের হন, আমার ছেলে মরে গেলো, তাড়াতাড়ি পাঞ্জামীটা পরিধান করে গেলাম তাদের বাড়ি, গিয়ে দেখি ঐ তদবীরকারী মহিলা তার নাতিকে কলে করে বসে আসে, আর নাতীর খেচুনি উঠতেছে বার বার, কি করা যায় দ্রুত তার কানে সাত বার আজান দিলাম, আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে সাথে সাথে ছেলেটির খেচুনি উঠা বন্ধ হয়ে গেলো। এবার ঐ বাচ্চার মা বলতেছে সারা রাত এই জিনকে দূর করার জন্য আমার শাশুড়ি শলা, পিছা ও জুতা দ্বারা পিঠিয়েছে, ফলে কমেতো নাই আরো

বেড়েছে। আমার বাচ্চাটা কতো কষ্ট পেয়েছে। শলা, পিছা, এগুলো এক ধরণের ঝাড়ু গ্রামে এর দ্বারা ঘর পরিস্কার করা হয়।
কি বলবো আফছোস এর কথা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া একটি উপজেলাতে তিনটি দাওরা হাদিস মাদ্রাসা অথচ ঐ অঞ্চলে কাউকে সাপে কাটলে তাকে নিয়ে যেতে হয় এক হিন্দুর বাড়িতে বিষ বের করার জন্য, তারা যে শর্তে বিষ বের করে, আপনি একশত টাকা ও এক পিয়ালা দুধ মনোশা মুর্তির সামনে দিয়ে আসবেন তার পরে, সে আপনার বিষ বের করে দিবে। কতো বড় আফছোস এর বিষয় কিন্তু তার পরেও কোন আলেম দাড়ায় নাই, যে হাত উচু করে বলবে যে, আমি সাপের বিষ নামাতে পারি আমার কাছে আপনারা আসবেন।

যে কাজ করলে জিনেরা ও শত্রুরা আপনার ও আপনার পরিবারের কোন ক্ষতি করতে পারবে না

(১) আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা
(২) সকাল-সন্ধার দুআগুলো পাঠ করা
(৩) মনোবল সব সময় ঠিক রাখা

মুদাব্বিরের জন্য সকাল-সন্ধার আমল

এই আমলগুলো করতে হবে এই নিয়তে যে, সওয়াব তো আছেই পাশা পাশি মনোভাব এইরুপ রাখবেন যে, এই আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যকে মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন।
আর এই আমল করলে আপনি ও আপনার পরিবার তো হেফাজতে থাকবে, পাশা পাশি এর মাধ্যমে আপনার একটা পরিচিত জিন জগতে হবে, অনেক জিন আপনাকে চিনবে। তাতে লাভ হবে এই যে, আপনি তদবীর করতে গেলে জিনেরা আপনাকে ভয় পাবে এবং কোন দূরের রোগীকে জিনে ধরলে আপনি যদি ফোনে বলেন যে, আমি অমুক বলছি তুমি রোগী ছেড়ে চলে যাও, আশা করা যায় অনেক জিন এই কথাতেই চলে যাবে।

প্রথম ৪০ দিনের আমল তদবীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ৪০ দিন

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্ব সহ আদায় করতে হবে।
(২) ওয়াজিব, সুন্নাত, আওয়াবিন এশরাক ছাড়া যাবে না।

(৩) হালাল-হারাম, মাহরাম- গায়রে মাহরাম প্রভিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) জেদ ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করতে হবে।

(৫) জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় মাসনুন দোয়া মুখস্ত করে আমলে পরিনত করতে হবে।

(৬) মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে।

(৭) আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক করতে হবে।

নিম্ন লিখিত আমলগুলো গুরুত্ব সহ আদায় করতে হবে।

(১) সকাল- সন্ধা সূরা এখলাস, ফালাক, নাস তিন বার করে পাঠ করবে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۝

বাংলা উচ্চারণ : কুল হুওল্লাহু আহাদ- আল্লাহুস সমাদ- লাম এলিদ ওলাম ইউলাদ - ওলাম একুল লাহু কুফওন আহাদ -

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۝

বাংলা উচ্চারণ : কুল আ'উজু বিরব্বিল ফালাক- মিন শারি্র মা খলাক- ওমিন শারি্র গাসিকিন ইজা ওক্বব- ওমিন শারি্রন নাফ্ফাছাতি ফিল উ'ক্বদ- ওমিন শারি্র হাসিদিন ইযা হাসাদ-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۝ مَلِكِ النَّاسِ۝ اِلٰهِ النَّاسِ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۝ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۝

বাংলা উচ্চারণ : কুল আ'উজু বিরবিন নাস- মালিকিন নাস- ইলাহিন নাস- মিন শারি্রল ওসওয়াসিল খন্নাস- আল্লাযী ইওসভিসু ফী সুদুরিন নাস- মিনাল জিন্নাতি ওন্নাস-

(২) ফজরের পরে সূরা ইয়াসিন, মাগরীবের পর ওয়াকিয়া, ইশার পরে সূরা মুল্ক ও মুয্যাম্মিল পাঠ করবে ।

(৩) প্রতিদিন এক পারা কুরআন শরীফ পাঠ করবে ।

(৪) নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা একবার পাঠ করবে ।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন গদাবিহি ও ইকাবিহি ও শার্‌রী ই'বাদিহি ওমিন হামাঝাতিশ শায়াতীনি ওআ'যুবিবকা রব্বি আয় এহদুরুন

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা দশ বার পড়তে হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.

বাংলা উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওলহামদুলিল্লাহি ওলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু আকবার ওলা হাওলা ওলা কুউওতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আ'জীম, হুওল আওআলু ওল আখিরু ওজ্জহিরু ও বাতিনু বিইয়াদিহিল খয়ের ইহই ওইয়ুমীতু ওহুও আ'লা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর ।

এই দু'আর ফযীলত: নবী কারীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ সকাল-সন্ধা দশ বার পড়বে, প্রত্যেক বার পড়ার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তার আমল নামায় দশটি নেকী লেখে দিবেন, দশটি গোনাহ মাফ করে দিবেন, দশটি দরজা উঁচু করে দিবেন। সেই দিনে সে শয়তানের অনিষ্টতা হতে এবং সমস্ত অপছন্দনীয় জিনিস হতে রক্ষা পাবে।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা এক বার পড়তে হবে।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ اللَّاتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمَانُ.

বাংলা উচ্চারণ : আউ'জু বিওজহিল্লাহিল কারীম ওবিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতিল লাতী লা ইযাভিঝু হুন্না বার্‌রুউ ওলা ফাজের মিন শারি্র মা এনঝিলু মিনাস সামাই ও শারি্ও এ'রুজু ফিহা ও শারি্ও মা জারাআ ফিল আরদি ও শারি্ও মা এখরুজু মিনহা ওমিন ফিতানিল লায়লি ওন্নাহারি ইল্লা তারিকায় এতরুকু বিখয়রিন ইয়া রহমান ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল ক্বদরের রাতে হুজুর (সঃ) এক অবাধ্য জ্বীনকে দেখতে পেলেন, সে একটি

আগুনের কুলীটি হাতে নিয়ে রাসুল (সঃ) কে খুঁজছে। আমি তখন রাসুল (সঃ) এর সঙ্গে ছিলাম, আর তিঁনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে। রাসুল (সঃ) তখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। রাসুল (সঃ) যতই তিলাওয়াত করতে ছিলেন জ্বীনটি ততই আগুনের কুলীটি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছিল। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে এমন কিছু কালিমা শিখিয়ে দেব? যা পড়া মাত্রই এ জ্বীনটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে এবং আগুনের কুলীটি নিভে যাবে। তখন জিবরাঈল (আঃ) উক্ত দু'আটি শিখিয়ে দিলেন। রাসুল (সঃ) দূ'আটি পড়া মাত্রই সে জ্বীনটি উপুড় হয়ে পড়ে গেলো এবং তার আগুনের কুলীটি নিভে গেলো।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা দশ বার বা একশত বার পড়তে হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

বাংলা উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ওহুও আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর ।

ফযীলত: নবী করীম (সঃ) বলেন: যে ব্যক্তি এই দু'আটি সকালে পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আঃ) এর সন্তান হতে একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব পাবে এবং তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে, তার দশটি মর্যদার স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐ দিন সে সন্ধা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সন্ধায় পড়ে, তবে সকাল পর্যন্তও সে ঐ মর্যদার অধিকারী হবে।

নিম্ন লিখিত দু'আটি সকাল-সন্ধা তিন বার পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

বাংলা উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদুর্‌রু মা'য়াসমিহি শায়উন ফিল আরদি ওলা ফিস সামাই ওহুওস সামী'য়ুল আ'লীম।

ফযীলত: নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা এই দু'আ তিন বার পাঠ করবে, সে সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে হেফাজত থাকবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) পড়ার পওে নিম্নলিখিত দু'আটি তিন বার পড়বে। দু'আটি এই:-

اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ عَلَيَّ رِزْقِيْ اَللّٰهُمَّ عَطِّفْ عَلَيَّ خَلْقَكَ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْهُ عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ لِغَيْرِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ওসি্‌স' আ'লায়য়া রিজকী আল্লাহুম্মা আত্তিফ আ'লাইয়া খলক্বকা কামা সুন্তা ওজহী আ'নিস সুজুদি লিগয়রিকা, ফাসুনহা আ'ন জিল্লিস সওয়ালি লিগয়রিকা বি-রহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন ।

সকাল-সন্ধা একশত বার يَا رَزَّاقُ (ইয়া রজ্জাকু) পাঠ করবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করবে।

সকাল-সন্ধা একশত বার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (লা হাওলা ওলা কুউওতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিইইল আ'জীম) পাঠ করবে।

জুমার ফরজ নামাযের পরে নিম্নলিখিত দু'আটি ৭০ বার পাঠ করবে। দু'আটি এই:-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(আল্লাহুম মাকফিনী বি-হালালিকা আ'ন হারামিকা ওাগিনিনী বি-ফালিকা আ'ম্মাস সেওয়াকা।)

সকাল-সন্ধা একশত বার يَا بَارِئُ (ইয়া বারীউ) পাঠ করবে।

নিম্নের দুআটি সকাল-সন্ধা একবার পাঠ করবে ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ. وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

(আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা খলাক্কানী ওআনা আ'বদুকা ওআনা আ'লা আ'হদিকা ও ওআ'দিকা মাস তাতয়াতু আ'উজুবিকা মিন শার্‌রি মা সনায়া'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়া আবুউ লাকা বিজামবী ফাগফির লী ফাইন্নাহূ লা এগফিরুজ্জুনুববা ইল্লা আনতা।

এ আমলগুলো যে ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিক করবে, সে এর ফায়দা নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

নিম্ন লিখিত মঞ্জিল সকাল-সন্ধা পাঠ করতে হবে।

মঞ্জিল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۝

(সূরা ফাতেহা)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۝ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى
مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

(সূরা বাকারা ১-৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

(সূরা বাকারা ১৬৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا
نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۝ لَآ اِكْرَاهَ فِي
الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

(সূরা বাকারা ১৫৫-১৫৭)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ
اَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۚ وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ وَ ارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ۝

(সূরা বাকারা ২৮৪-২৮৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ
قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(সূরা ইমরান ১৮)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(সূরা ইমরান ২৬-২৭)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اُدْعُوْا

رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

(সূরা আ'রাফ ৫৪-৫৬)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ
الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

(সূরা বনী ইসরাঈল ১০-১১)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ
اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৯)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَالصَّآفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا
السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ
الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ
طِيْنٍ لَازِبٍ.

(সূরা সাফ্ফাত ১-১১)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

(সূরা আর রহমান ৩৩-৪০)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ هُوَ اللهُ
الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا
إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(সূরা হাশর ২১-২৪)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا
سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالٰى
جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا.

(সূরা জিন ১-৪)

অতঃপর সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস এবং নিম্নের আয়াত পড়বে

أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ
السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ.

(সূরা বাকারা ১৬-১৯)

ফযীলত: ফাজায়েলে আমলের গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) এর পরিবারের সকলেই দৈনিক মঞ্জিল পাঠ করতেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর উছিলায় জ্বীন জাতি ও মানুষ জাতির যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। এটি তাদের পরিক্ষিত আমল। উক্ত মঞ্জিল পড়ে জ্বীনগ্রস্ত রোগীকে দম করলে জ্বীন পালায়ন করবে, এবং পানিতে দম দিয়ে তা যেস্থানে ছিটিয়ে দিবে, সেস্থানে জ্বীন ও শয়তান থাকতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ । ইহার আরো অনেক ফজিলত রয়েছে, যা আমেল ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দ্বিতীয় ৪০ দিনের আমল

আল্লাহ তা লার সিফাতি নাম يَاخَافِضُ (ইয়া খাফিদু) প্রতিদিন তিন হাজার একশত পচিশবার পাঠ করবেন। এ ভাবে মোট ৪০ দিনে এক লাখ পচিশ হাজার বার পাঠ করতে হবে। এটা খুবিই গুরুত্ব পুর্ণ আমল কখনও যেন বাদ না যায়। চল্লিশ দিন শেষ হলে, তারপর থেকে আজীবন ১০০ বার করে পড়তে থাকবে, আর প্রথম ৪০ দিনের আমল সারা জীবন পড়তে থাকবেন। আর তদবীর সম্পর্কে ভালো আলেমদের লেখা বই গুলো অধ্যায়ন করবেন। যেমনঃ- বেহেস্তী জেওর নবম খন্ড, আমালিয়াতে কাশমীরী, তাবিজাতে রুহুল্লাহ, আমালিতে কুরআনী, তাবিজের কিতাব (চরমনাই) থেকে লেখা, নাফেউল খলায়েক, আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল, এ গুলো বেশি বেশি অধ্যায়ন করবেন। আর মনের সাহস বাড়ানো জন্য আমার ইউটুব চ্যানেলটি দেখবেন (চ্যালেনের নাম তদবীর জগৎ)

তদবীর শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় ২১ দিনের আমল

নিম্নলিখিত আয়াতটি প্রতিদিন ১১ শত বার পাঠ করবেন। এভাবে ২১ দিন করবেন। ২১ দিন পর থেকে প্রতিদিন তিন বার করে পাঠ করবেন। এভাবে আজীবন করে যাবেন। এর পর থেকে যখন আপনি হাজিরা দেখতে ইচ্ছা করবেন, তখন নাবালেগ ছেলের নখের উপর কালো কালী মেখে আতর লাগিয়ে আয়াতটি পাঠ করে বাচ্চার উপর ফুঁক দিবেন, ফলে ঐ বাচ্চার নখের মধ্যে ঐ আয়াতের মুয়াক্কিল এসে হাজির হবে এবং আপনি যা তাকে দেখতে বলবেন সে তা দেখে আপনাকে বলবে। আয়াতটি এইঃ-

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

পরিবারের লোকেরা যদি কুরআন পড়তে পারে তাহলে তাকে সকাল-সন্ধা মুঞ্জিলের আমল করতে দিবেন। তাহলেই আশা করা যায়, তারা যাবতীয় ফেতনা থেকে হিফাজত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমলগুলো এই কারণে করবেন, কারণ হলো, আপনি যখন তদবীর করা শুরু করবেন তখন জিন তো আপনার শত্রু হবে, পাশা পাশি যারা আগে থেকে তদবীর করতো তাদের তো রোগী কুমে যাবে, ফলে তারা আপনার বড় শত্রু হয়ে দাড়াবে এবং চেষ্টা করবে আপনাকে ক্ষতি করার জন্য।

আর আপনার পরিবারের যারা পড়তে পারে না বা যারা ছোট তাদের জন্য নিম্নের দুআটি লিখে রুপার মাদুলিতে ভরে কোমরে ব্যবহার করতে দিবেন। দুআটি এইঃ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَاللهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

এই আমলগুলো যদি পূর্ণ আস্থার সাথে করে, আমি আশাবাদি তার ও তার পরিবারের কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আমি পরিপূর্ণ ভাবে তদবীর করা শুরু করেছি জালালাইন এর বছর থেকে এই পর্যন্ত আমার এবং আমার পরিবারের কারো কোন সমস্যা হয় নাই। আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশা করি বাকি জীবন কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লামহ।

তবে বিভিন্ন ভয়ানক রোগী দেখার পরে অনেক সময় এমন হয়েছে যে, জিনেরা পাথর এনে রোগীকে দেখিয়ে বলেছে যে, এই পাথর নিয়ে যাচ্ছি এটা নাঈম সাহেবের মাথায় মেরে দিবো আর নাঈম সাহেব মারা যাবে, ফলে আমাদের কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

একটি ঘটনা

২০১৬ সালের কথা, আমি রোগী দেখার জন্য ঢাকা যাবো, মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে অটোতে উঠেছি, এর মধ্যে আমার ইফতার এক সাথী ভাই আমাকে কল করে বললেন যে ভাই, ঘটনা তো একটা ঘটে গেছে! বল্লাম কি হয়েছে? সে বলল, গতকাল আমাদের মাদ্রাসার মিঝান জামাতের হাফেজ একটি ছেলেকে জিনে ধরে, ফলে আমরা গ্রাম থেকে একজন মুদাব্বির আনি। সে জিনকে হাজির করে, তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই রোগীর কাছে কেনো আসছো? সে বলে যে, আমি তো একে কষ্ট দিতে আসি নাই, আমি আসছি, এই মাদ্রাসার একজনকে মারার জন্য, মুদাব্বির জিজ্ঞাসা করলো তুমি কাকে মারতে আসছো? সে বলল, আমি যাকে মারতে আসছি তার পিতা ভালো তাবলীগ করে, তার ছেলেকে মারতে আসছি, আমার বন্ধু বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, আমার পিতাই তো ভালো তাবলীগ করে, তাহলে কি সে আমার কথা বলছে? আমি মুদাব্বিরকে ভালো ভাবে জিজ্ঞাসা করতে বল্লাম, সে জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমি যাতে মারতে আসছি, তার নাম মুফতী মাঞ্জুর, সে তার বন্ধু নাঈম এর সাথে মিলে আমার এক বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। আমি অনেক দিন ধরে এদেরকে খুজতেছি, আর আজ পেয়ে গেছি, ওর আর কোন রক্ষা নাই। এরপর মুদাব্বির আমাকে তার কাছে মাফ চাইতে বললে, আমি নিরুপায় হয়ে তার কাছে মাফ চাই, সে অনেক বার মাফ চাওয়ার পরে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে কিন্তু সে বলেছে যে, তোকে তো মাফ করে দিলাম কিন্তু নাঈমকে ছাড়বো না।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ এই তিনটি আমলকি এক সাথে করতে হবে? না আলাদা আলাদা করতে হবে?

উত্তর ঃ আলাদা আলাদা করতে হবে তথা একটা শেষ হওয়ার পর আরেকটি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমরা যারা একবার আমল করেছি তারা কি আবার করতে পারবো?

উত্তর ঃ নতুন করে করতে পারবেন কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্ন ঃ আমরা যারা তদবীর করি আগে থেকে তারা কি এই আমল শুরু করলে তদবীর করা বন্ধ রাখতে হবে?

উত্তর ঃ না তদবীর করা বন্ধ করতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ আমল শুরু করার পর যদি কোন একদিন ছুটে যায়, তাহলে কি আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে?

উত্তর ঃ ঐ দিনের আমল কাজা করে নিলে হবে তবে মনে রাখার কথা হলো ইচ্ছাকৃত ভাবে যেনো কাজা না হয় বা অলসতার কারণে যেনো কাজা না হয়।

প্রশ্ন ঃ আমলের মধ্যে কিছু আছে যে, একশত বার পাঠ করতে হবে, কোনটা লেখা আছে যে, দশ বার পাঠ করতে হবে, কম বেশি হলে কি কোন সমস্যা?

উত্তর ঃ এই নির্ধারিত সংখ্যা আমি হাদিস থেকে পেয়েছি, কম বেশি করলে আপনি যে ফজিলাতের কথা লেখা হয়েছে তা পাবেন না।

প্রশ্ন ঃ আপনার বই এর সিরিয়াল অনুযায় পড়তে হবে, না আগে পরে হলে, কোন সমস্যা আছে কি না?

উত্তর ঃ আগে পরে পড়লে কোন সমস্যা নাই তবে সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে।

তৃতীয় দিনের ক্লাস

আমরা প্রথম দিনে তা'য়ারুফ ও দ্বিতীয় দিনে, একজন মুদাব্বির সে নিজে ও পরিবারকে হেফাজত করার জন্য কি আমল, আজীবন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ আমরা মনে করি যে, আপনারা আমল করে তদবীর করার জন্য যোগ্য হয়ে গেছেন। এখন আপনি কিভাবে তদবীর লিখবেন, কারণ হলো এটা কোন ঔষধ না যে, যেভাবে মন চায় সেভাবে রোগীকে দিয়ে দিলাম আর রোগী ফায়দা পেলো, বরং এটা একটা ওসায়েল মাত্র এর নিজের কোন পাওয়ার নাই। জমিনে যে আছে সে যতো বিনয় হবে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ততো এর মধ্যে পাওয়ার আসবে। তাই তদবীর লিখার জন্যে আকাবিরগণ কিছু আদব লিখেছেন, আমরা সেগুলোকে ফলো করলে তদবীরে বেশি উপকার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

তদবীর লিখার আদব

১. অযু বা গোসল করে শরীর পাক-পবিত্র করবে।
২. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবে।
৩. পাক-পবিত্র স্থানে বসবে।

৪. তাবীজ লেখার সময় কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না।
৫. তাবীজ লেখার সময় কোনো গায়রে মাহরামকে নিজের কাছে থাকতে দিবে না।
৬. প্রস্রাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায় তাবীজ লিখতে বসবে না।
৭. জাফরান কালির সাথে গোলাপ জল মিশিয়ে তাবীজ লেখা ভাল।
৮. তাবীজ লেখা শুরু করার সময় কয়েক বার দুরুদ শরীফ ও একশত বার يَابَارِئُ পড়বে।
৯. রোগী, চিকিৎসক ও অবিভাবকের বিশ্বাস রাখতে হবে যে,রোগারোগ্যের ও ফলাফলের মালিক এক মাত্র আল্লাহ তা য়ালা। চিকিৎসক ও ঊষধ অছিলা মাত্র । আর মুদাব্বীরগন তদবীর করার সময় নিম্নের আয়াতটি পাঠ করবে ও অর্থ উপলব্ধি করবে।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

আয়াতের অর্থ : আপনি পবিত্র! আমরা কোন কিছু জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতিত। নিশ্চই আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।

কিছু কথা

প্রত্যেক জগতে প্রশিদ্ধতা অর্জন করার কিছু কৌশল আছে, যে তা ভালো ভাবে আয়ত্ব করবে তার প্রশিদ্ধতা ততো বেশি হবে। যেমন ধরুণ হোমিও জগৎ, এখানে আপনার প্রশিদ্ধতার একটা নিয়ম হলো, আপনি যখন পড়া-লেখা শেষ করে চিকিৎসার জন্য বের হবেন, তখন শিক্ষক আপনাকে শিখাবে যে, ভালো কিছু ঊষধ ক্রয় করে বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রী রোগী দেখবে ও ফ্রীতে ঊষধ দিবে, এতে দেখা যাবে তারা ভালো উপকার পেয়ে আপনার তথ্য বহু মানুষকে তারা দিবে।

তদ্রুপ তদবীর জগতে যে, প্রশিদ্ধতা অর্জন করতে চায়, তার জন্য তদবীর লিখার আদব ফলো করার বাহিরে আর কোন উৎকৃষ্ঠ উপায় আছে বলে আমার জানা নাই। আপনি যখনই কোন রোগীর তদবীর লিখা শুরু করবেন সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম يَابَارِئُ একশত বার পাঠ করে লেখা শুরু করবেন এর বরকতে এই রোগীর মধ্যে একটি তাসির পড়বে সে আরো দশজনের কাছে আপনার ভালো তথ্য দিবে যার ফলে, যে অঞ্চল থেকে সে এসেছে সে অঞ্চলে আপনার বহু রোগী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই আমলটি আমার কর্মকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে।

রোগ পরিক্ষা করার নিয়ম

রোগ পরিক্ষা নিয়ে আলোচনার পূর্বে কিছু কথা, মানুষেরা সাধারণ কোন বিপদ নিয়ে আমাদের কাছে আসে না। যখন তারা ডাক্তার দেখিয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, আর কোন উপায় থাকে না, টাকাও শেষ তখন নিরুপায় হয়ে আসে আলেমের কাছে যে, দেখি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই মহা বিপদ থেকে রক্ষা করে কি না? তাই আপনার উচিৎ যখন আপনার কাছে রোগী আসবে,তখন তাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া তার কথাগুলো গুরুত্বসহকারে শোনা তাকে তার সব কথা বলার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। কারণ হলো মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন সে মনের দিক থেকে অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়, এই দুর্বলতা ঊষধ বা চিকিৎসা দ্বারা দুর করা যায় না। এটা দূর হয় ভালো কথা, ভালো আচারণ, ভালো ব্যবহার, তাকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি এর মাধ্যমে। তাই আপনি তাকে খুবই গুরুত্ব দিবেন আর তার মনোবল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন।

যদি আপনার আচারণটা এমন হয়

রোগী আসলো আপনি লেখার কাজে ব্যস্ত বা মোবাইলে কিছু দেখতেছেন বা কথা বলতেছেন মোবাইলে, আর তাকে বললেন যে, আপনার কি সমস্যা বলেন? এই আচারণ দ্বারা রোগীর মনোবল ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, তার আস্থা অর্জন করা যায় না। এই ব্যবহার করে তাকে চিকিৎসা দিলে তাতে তার তেমন উপকারও হয় না।

১.প্রথমে একটি কাগজের চার কোণে বড় চার ফেরেশতার নাম লিখে, তা ভাঁজ করে হারিকেনের উপরে রাখবে। অত:পর সূরা ইয়াছিন শুরু থেকে ২৭ নম্বর আয়াত তথা- بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ পর্যন্ত পাঠ করে হারিকেনের উপর ফুঁক দিবে। অত:পর দু'জন ব্যক্তি শাহাদাৎ আঙ্গুল দ্বারা হারিকেনকে উঁচু করে ধরবে। আর আমেল মনে মনে বলবে, হে আল্লাহ যদি অমুকের জ্বীন বা মানুষের ক্ষতি থাকে, তাহলে তুমি হারিকেনকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে বার বার বলতে থাকবে। যদি ক্ষতি থাকে তাহলে অবশ্যই হারিকেন ঘুরবে। আর যদি ক্ষতি না থকে তাহলে হারিকেন ঘুরবে না।

২.কালো সূতা নিয়ে রোগীর কপাল হতে পা পর্যন্ত মেপে কেটে ফেলবে, অত:পর একবার দুরুদ শরীফ, সাত বার সূরা ফাতিহা, একবার আয়তাল কুরসী এবং সাতবার এই দু'আ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَيُوْشٍ مَقْشٍ فَرَحْمَاشٍ مِيْعَاشٍ شَاقِيْشٍ مَاشٍ
اَبُوْشٍ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

পড়ে ফুঁক দিয়ে মাফ দিয়ে দেখবে যে, সূতা ছোট হয়, না বড় হয়। যদি এক আঙ্গুল ছোট হয়, তাহলে দৈত্য দানবের সমস্যা। যাকে আমরা দেও বলে জানি। আর যদি দুই আঙ্গুল ছোট হয়, আসিবের সমস্যা, আর যদি তিন আঙ্গুল ছোট হয়, তাহলে যাদুর সমস্যা, আর যদি চার আঙ্গুল ছোট হয়, তাহলে উম্মুস সিবইয়ান মনে করবে। আর যদি এক আঙ্গুল বড় হয়, তাহলে মানুষের নজর লেগেছে। আর যদি দুই আঙ্গুল বড় হয়, তাহলে কাফেরদের নজর লেগেছে। আর যদি তিন আঙ্গুল বড় হয়, তাহলে বাতাস লেগেছে। আর যদি চার আঙ্গুল বড় হয়, তাহলে জ্বর মনে করবে। আর যদি ছোট-বড় না হয়, তাহলে শারীরিক সমস্যা মনে করবে।

উম্মুস সিবইয়ান কাকে বলে?

মুদাব্বিরদের ভাষায় এমন কিছু দুষ্ট মহিলা জিনকে বলা হয়, যারা সারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ায়, যখন কোন বাচ্চাকে, তার পিতা মাতা ব্যতিত একা দেখতে পায়, তখন সে ঐ বাচ্চার মা অথবা খালা ইত্যাদি এর আকৃতি ধারণ করে ঐ বাচ্চাকে দুধ পান করায়, ফলে ঐ বাচ্চার খেচুনী উঠা শুরু হয়। এটা একটা ভয়ানক রোগ যা কোন বাচ্চার হলে, তাকে বাচানো অনেক কঠিন হযে যায় এরুপ কোন বাচ্চার হলে করণীয় হলো অতিদ্রুত তাকে ডাক্তারী এবং তদবীরি চিকিৎসা দিতে হবে। এরুপ যারই হবে তাকে নরমল করার একটা সহজ উপায় সহলো, তার বাম কানে সাত বার আজান দিবে। আশা করা যায় অতিদ্রুত সে নরমল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, এক বার সুলাইমান (আ.) এই দুষ্ট মহিলা জিনকে ডেকে ছিলেন, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তুমি কি কি ক্ষতি মানুষের করো? সে বলে ছিল যে, আমি যে বাচ্চার দিকে নজর দেই, তাকে কবরে পৌছে দেই, আর আমি কার দিকে নজর দিয়েছি, তা বুজার উপায় হলো, আমি যে বাচ্চার দিকে নজর দেই, সে চোখ বন্ধ করে কান্না করে কিছু সময় পর পর তার চেহারা লাল বর্ণের হতে থাকে, তার পেট বড় হতে থাকে আর তার বাকি শরীর শুকনা হতে থাকে, এরুপ অবস্থা কারো হলে, তোমরা বুজবে যে, তার উম্মুস সিবইয়ানের সমমস্যা হয়েছে।

আর এই সমস্যা অনেক সময় বড়দেরও হতে পারে, তা কেনো হয় তা যদিও আমার এখনও ভালো ভাবে জানা নাই, তবে যতটুকু বুজে আসে, তাহলো অনেক সময় আমরা নবীজি (সা.) এর শিখানো পন্থায় না ঘুমানোর ফলে, স্বপ্নে আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস খাওয়ানো হয় এর ফলে আমাদের এই সমস্যা হতে পারে।

৩. রোগীকে আশন করে বসিয়ে নিম্নের আমলটি প্রয়োগ করবেন সাতবার সূরা ফাতেহা পড়ে রোগীকে দম দিবে। সাতবার আয়াতুল কুরসী পড়ে রোগীকে দম দিবে। সাতবার সূরা কাফিরুন পড়ে রোগীকে দম দিবে। সাতবার সূরা এখলাছ পড়ে রোগীকে দম দিবে। সাতবার সূরা ফালাক পড়ে রোগীকে দম দিবে। সাতবার সূরা নাস পড়ে রোগীকে দম দিবে। এইভাবে দম দেওয়ার পর জিনের আছর হলে রোগী ক্ষিপ্ত হবে, যাদু হলে একটু কমে যাবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হবে না। শারীরিক ব্যাধি হলে একভাবে থাকবে।

চোখ দর্পণ

উপরের নিয়মে রোগীকে বশিযে ঐ সূরাগুলো পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁক দিবেন, তারপর নিম্নের দুআটি একবার পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁক দিবেন, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনি ভালো ভাবে দেখেন যে, আপনার চোখের সামনে কি দেখা যায়? কোন মানুষ, কোন প্রাণী বা কোন বাড়ি-ঘর অথবা কোন তাবিজ, যদি সে কোন প্রাণী দেখতে পায় তাহলে তার জিনের সমস্যা, আর যদি সে মানুষ দেখতে পায়, তাহলে তার মানুষর ক্ষতি আছে, আর যদি কোন বাড়ি দেখতে পায়, তাহলে ঐ বাড়িতে হয়তো কোন তাবিজ আছে, না হলে ঐ বাড়িতে জিন আছে যারা এই রোগীকে ক্ষতি করতেছে। দুআটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهٗ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাগহুম্মা আনজিরনা মা দর্‌রাহু ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়ইন কাদির. রোগী পুরুষ হলে।

আল্লাহুম্মা আনজিরনা মা দার্‌রাহা ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর, রোগী মহিলা হলে।

চোখ দর্পণ সম্পর্কে কিছু কথা

আমাদের বইতে চোখ দর্পণ এর নিয়ম শিখে যদি আপনি দুই বা তিনটা রোগীর উপর প্রয়োগ করে মনে করেন যে, আমি চেষ্টা করলাম হলো না

কেন? হুজুর করে হয় আর আমি করলে হয় না, কারণটা কি? হুজুর কি অন্য কিছু দিয়ে করে? আবার আমরা ইউটুবে অনেককে চোখ দর্পণ করতে দেখি। আসলে ইউটুব হলো একটা জাল, তা হতে পারে ধোকার জন্য বা হতে পারে কোন কাজের প্রতি উৎসাহিত করার, কারণ হলো আমরা প্রতিদিন অনেক রোগী দেখি, সব রোগীর ভিডিও কি আমরা প্রকাশ করি? করি না। কারণ হলো আমাদের যে রোগীর চিকিৎসাটা ভালো হয়, সেটা আমরা ইউটুবে প্রচার করি, মানুষকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, তদ্রুপ ভাবে চোখ দর্পণ আমলেও সকলে দেখতে পায় না, যারা দেখতে পায় না তাদের ভিডিও আমরা প্রচার করি না। যারা দেখতে পায়, তাদের ভিডিও আমরা প্রচার করি। এই আলোচনা দ্বারা আমি বুজাতে চেয়েছি যে, সবাই দেখতে পাবে না, আর নতুন নতুন করতে গেলে আরো একটু সমস্যাতো বেশি হবেই, তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না তাহলেই সমাধান হবে, আর আপনি সফল হবেন।

৪.রোগীর নাম ও তার মায়ের নামের হরফের সংখ্যা বের করে এবং যে দিন রোগ নির্ণয় করবে, সেই দিনের হরফের সংখ্যা বের করে, এক সাথে যোগ করে, ৪ দ্বারা ভাগ করবে। অবশিষ্ট ১ থাকলে আসিবের দোষ, ২ থাকলে মানুষ বা জ্বীনের বদ নজর মনে করবে। ৩ থাকলে শারীরিক রোগ মনে করবে। অবশিষ্ট না থাকলে যাদু মনে করবে। মনে রাখতে হরে, সব সময় এর দ্বারা সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে না। আর যদি কারো পরীক্ষা করার পরে রোগ মনে হয় অথচ সে সুস্থ, তবে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

বাংলা বর্ণ মালার সংখ্যা নাম্বার

ক=২১	খ=২২	গ=২৩	ঘ=২৪	ঙ=২৫
চ=৩১	ছ=৩২	জ=৩৩	ঝ=৩৪	ঞ=৩৫
ট=৪১	ঠ=৪২	ড=৪৩	ঢ=৪৪	ণ=৪৫
ত=৫১	থ=৫২	দ=৫৩	ধ=৫৪	ন=৫৫
প=৬১	ফ=৬২	ব=৬৩	ভ=৬৪	ম=৬৫
র=৭১	ল=৭২	স=৭৩	হ=৭৪	ক্ষ=৭৫
অ=২৫	ই=৩৫	উ=২৫	এ=৩৫	ও=৭৩

আরবী উর্দূ বর্ণ মালার সংখ্যা নাম্বার

ا=١	ط=٩	ف=٨٠	ذ=৭০০
ب=٢	ي=١٠	ص=٩٠	ض=٨٠٠
ج=٣	ك=٢٠	ق=١٠٠	ظ=٩٠٠
د=٤	ل=٣٠	ر=٢٠٠	غ=١٠٠٠
ه=٥	م=৪০	ش=٣٠٠	پ=١٢
و=٦	ن=٥٠	ت=٤٠٠	ٹ=١٣
ز=٧	س=٦٠	ث=٥٠٠	ڈ=١٤
ح=٨	ع=٧٠	ح=٦٠٠	ژ=١٥

তবে মনে রাখতে হবে ৫নং পরিক্ষা দ্বারা শুধু ধারণা অর্জিত হবে, তাই বলতে হবে, সম্ভাবত এই সমস্যা আছে।

আজ আর একটি আলোচনা করবো

আলোচনাটি হলো মুরাকাবা নিয়ে মুরাকাবা আকাবিরদের থেকে প্রমাণিত, মুরাকাবা এর অনেক শর্ত রয়েছে যা নিয়ে সুফিবাদে ধীর্ঘ গবেষণা হয়। আর এই মোরাকাবা দিয়ে তদবীর জগতে অনেক কাজ অতি সহজে করা সম্ভব। যারা যতো নবীজি (সা.) এর পন্থায় চলবে, সুন্নাতের পাবন্দী করবে, তারা ততো মুরাকাবা দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারবে। তাই সব তদবীরে ভালো ফায়দা হওয়ার জন্য মূল শর্ত হলো, আমলী জেন্দেগী গড়ে তোলা।

মুরাকাবা করার নিয়ম

যে কোন নামাযের পর জায়নামাযে আসন করে বসে খুব কাকুতী মিনতীর সহীত, কয়েক বার দূরুদে ইব্রাহীম পাঠ করে, সূরা ফাতেহা একবার, আয়াতুল কুররছি একবার,

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ
بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ
الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ

رُسُلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۗ وَ اغْفِرْ لَنَا ۗ وَ
ارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝
أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.

সাত বার

لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

১১ বার পাঠ করে চোখ বন্ধ করে পাঠ করতে থাকবে

اَللّٰهُمَّ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهٗ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ফলে আপনার চোখের সামনে হয়তো মানুষের আকৃতি ভেসে আসবে, তাহলে মনে করবেন যে, রোগীর মানুষের ক্ষতি, আর যদি প্রাণীর ছবি ভেসে আসে, তাহলে মনে করবেন যে, তার জিনের সমস্যা, আর যদি কালো কালো দাগ ভেসে আসে, তাহলে মনে করবেন যে তার যাদুর সমস্যা ।

আর এই মুরাকাবার মাধ্যমে আপনি জিনকে জবাই করতে পারবেন, বন্ধি করতে পারবেন, যাদু নষ্ট করতে পারবেন, আরো বহু কাজ আপনি করতে পারবেন যা ধীরে ধীরে আপনি নিজেই বুজতে পারবেন।

কিভাবে জিন জবাই বা বন্ধি করবেন?

আপনি মুরাকাবায় বসে যখন প্রাণীর আকৃতি দেখতে পাবেন, তখন তো বুজবেন যে, তার জিনের সমস্যা আছে, এখন আপনি মাটিতে হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল ঘুরাতে থাকবেন, আর নিয়ত করবে যে, আমি তাকে বন্ধি করতেছি, ফলে আপনি দেখতে পাবেন যে, জেল খানা আপনার সামনে আসবে, তার দরজা খুলে যাবে, আর আপনি তাকে তার মধ্যে দোআ দুরূদ এর মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিবেন। আর এই পন্থা যদি কারো শরীরে জিন ভর করা থাকে, তাহলে ফায়দা একটু কম হবে, কারণ হলো জিন শরীরে ভর করা থাকলে তাকে বন্ধি করা ও জবাই করার ভিন্ন পন্থা রয়েছে।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ হারিকেন দ্বারা রোগ পরিক্ষা করার জন্য হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ না জ্বালিয়ে রাখতে হবে না এবং তার মধ্যে তেল থাকাও জরুরী না।

প্রশ্ন ঃ অক্ষরের মান দ্বারা রোগ পরিক্ষা করার ক্ষেত্রে আরবী অক্ষর ও বাংলা অক্ষর এর মান উভয়টা দ্বারা কি পরিক্ষা করবো?

উত্তর ঃ যে কোন একটি দ্বারা পরিক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ চার ফেরেস্তার নাম লিখে যে হারিকেনের উপর দিতে হয়, তা কি প্রতি রোগীর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে হবে?

উত্তর ঃ না একবার লিখে অনেক রোগীর জন্য ব্যবহার করা যাবে।

চতুর্থ দিনের ক্লাস

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী যে, আমরা চতুর্থ দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি,গতকাল আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার মধ্যে একটা ছিলো মুরাকাবা এটা তদবীর জগতের জন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা, এটা ব্যবহার করা তোলারাশি দ্বারা কাজ করা থেকে ভালো। আমরা রোগ পরিক্ষা করার আলোচনা এ পর্যন্ত শেষ করলাম। এখন মনে করেন যে, আপনার পরিক্ষায় ধরা পরলো যে, তার জিনের সমস্যা আছে। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ কি?

কাজ হলো, প্রথমে রোগীর কথার মাধ্যমে বোজা যে, তার শরীরে জিন হাজির হবে কি না? কারণ হলো, যদি পরিক্ষায় বোজা যায় যে, জিনের সমস্যা, তাতে তার শরীরে কি সমস্যা হচ্ছে, সেটা জেনে নেওয়া। কারণ হলো, যে সমস্ত রোগীদের শরীরে জিন ভর করে নাই বরং দূর থেকে সমস্যা করতেছে। সে ক্ষেত্রে রোগীর সাথে যারা আসছে, তাদেরকে বোজানো যে, ভাই জিনে ধরা রোগীর বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে, আর তাদের চিকিৎসাও বিভিন্ন পন্থায় করতে হয়। যাদের জিনের কারণে পেট ব্যথা করে বা শরীর জ্বালা-পোড়া করে বা অন্য কোন সমস্যা হয়, তাদের চিকিৎসার পন্থা হলো, ঐ রোগীকে যে জিনেরা দূর থেকে সমস্যা করতেছে, তাদেরকে মেরে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করতে হয়।

আর যদি রোগীর, বা তার সাথে যারা এসেছে, তাদের আলোচনা দ্বারা বোজা যায় যে, তার শরীরে জিন ভর করেছে, যেমনঃ জিন আসার কারণে সে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল বা পাগলামী করেছে বা উল্টা-পাল্টা কথা বলেছে, তাহলে

বোজা যাবে যে, এই রোগীর শরীরে জিন করার চেষ্টা করলে জিন হাজির হবে। এখন আপনি যাদের দূর থেকে জিনে সমস্যা করতেছে, তাদেরকে যদি বসিয়ে জিন হাজির করার জন্য দুআ -দুরুদ পড়া শুরু করেন এভাবে আজীবন পড়লেও জিন তার শরীরে হাজির হবে না। শুধু আপনি না, সারা দুনিয়ার সমস্ত মুদাব্বির একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও জিন হাজির হবে না। আর এই ভাবে চেষ্টা করার পরে যখন জিন হাজির হবে না, তখন রোগীর সাথে যারা আসছে তারা মনে করবে যে, এই হুজুর তো জিন হাজিরই করতে পারলো না, সে কি আর চিকিৎসা দিবে? মনে হয় বড় কারো কাছে নিয়ে যেতে হবে।
আর যদি বলে যে, সে বেহুশ হয়ে গিয়েছিল, বা উল্টা-পাল্টা কথা বলেছে, তাহলে আপনি যে কোন পরিবেশেই তার শরীরে জিন হাজির করে ছাড়াতে পারেন কিন্তু যদি এমন হয়, তারা বলছে যে, কাল জিন যখন শরীরে আসছে, চার-পাঁচ জন তাকে ধরে রাখতে পারে নাই ভাংচুর করেছে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছিল, সবাই মিলে তাকে ধরে রেখেছি। আর এই রোগীকে আপনার কাছে নিয়ে আসছে, রোগীর মা বা দাদী তথা একজন মহিলা মানুষ তাহলে এই রোগীর শরীরে আপনি এই অবস্থায় জিন হাজির করার চেষ্টা করবেন না। কারণ হলো, এই রোগীর শরীরে জিন হাজির হলে, আপনার উপর আঘাত করার সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, প্রথমে কিছু শক্তিশালী লোক কাছে রেখে জিন হাজির করবেন, পাগলামী করতে গেলে তারা তাকে শক্ত করে ধরবে যাতে সে কাউকে আঘাত করতে না পারে।

একটি ঘটনা

আমার প্রথম বই আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পর আমার গ্রামের মাদ্রাসায় ছিলেন এক আলেম, টুকি-টাকি ঝাড়-ফুঁক সে করে, আমার বইটা দেখে তার ভালো পছন্দ হয়,ফলে সে আমার থেকে একটা বই নেয়, তার কিছু দিন পরে সে তার গ্রামের বিভিন্ন মানুষের কাছে বলছে,যে আমি জিন ছাড়াতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ পারি। তো সে একদিন বাড়িতে গেছে, আর ঐ গ্রামে এক লোককে জিনে ধরেছে, তারা নিরুপায় হয়ে হুজুরের কাছে আসছে যে, আমার একটা ছেলেকে জিনে ধরেছে, হুজুর আপনি একটু আসেন,সে তাদের সাথে যাচ্ছে আর তার মাও তাদের সাথে গেছে যে, আমার ছেলে জিন ছাড়াবে একটু দেখে আছি। সে যখন তাকে সামনে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ পাঠ করেছে, সাথে সাথে

জিন এসে রোগীর শরীরে ভর করেছে, আর হুজুর যখন তার সাথে কথা বলতে গেছে, রোগী হুজুরকে ধরে চার-পাঁচ হাত দূরে ফেলে দিয়েছে। এখন তো তার মাও দেখছে যে, আমার ছেলে কেমন জিন ছাড়ায় আর গ্রামবাসি তো দেখছেই। তাই প্রথম পর্যায় যখন আপনি রোগী দেখবেন,তখন খুব সতর্কতার সাথে রোগী দেখবেন, যাতে আপনার ভয় দূর হয় এবং অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। আর যদি মেয়ে রোগী হয় বা ছোট বাচ্চা হয়, তাহলে কোন সমস্যা নাই। আর এই পাগলা রোগীগুলোর শরীরে জিন হাজির করার পর, তাকে কয়েকজন শক্ত করে ধরে রাখবে, কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে, সে আপনার কথা, শুনতে এমনিতেই বাধ্য হবে। কারণ হলো, যে কোন জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর সে বাঁচ্চা মানুষের হুকুম রাখে, বিশ-ত্রিশ মিনিট শক্তি দেখানোর পর সে এমনিতেই দূর বল হয়ে যাবে।

জিন হাজির করার কৌশল

১. সুস্থাবস্থায় নিম্ন লিখিত তদবীরটি রোগীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করে মুঠ বদ্ধ করে, চার জানু হয়ে এক ঘন্টা বসে থাকলে জিন দুনিয়ার যেখানেই থাকুক না কেনো হাজির হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এই তদবীর দ্বারা ঐ সমস্ত জিন হাজির নাও হতে পারে, যারা কখনও রোগীর মধ্যে প্রবেশ করে নাই বা প্রবেশ করার পরে রোগীকে কিছু জ্বালাতন করে চলে গেছে। তদবীরটি এই:-

٤٨٢

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

জিন আসার আলামত

রোগীকে আসন করে বসিয়ে দুআ- দুরুদ পড়লে কিছু কিছু রোগীর ঘুম ঘুম ভাব হবে, তখন আপনি দুআগুলো আরো তাকিদের সাথে পড়তে থাকবেন, এর কয়েক মিনিটের মধ্যে জিন এসে হাজির হবে। আপনি পরিষ্কার জন্য যে জিন আসছে কি না? রোগীর নাম রোগীর পিতার নাম ও দাদার নাম

জিজ্ঞাসা করবেন, যদি উল্টা বলে, তাহলে বুজতে হবে যে, জিন হাজির হয়ে গেছে। তাকে রোগীর শরীরে বন্ধী করবে, যাতে যেতে না পারে। আর যদি নিজের নাম ও পিতার দাদার নাম সঠিক বলে তাহলে বুজতে হবে যে, এখনও জিন হাজির হয় নাই। যদি জিন হাজি না হয়, তাহলে তাকে এক ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে পারবেন, তবে অবশ্যই মুদাব্বীর রোগীর প্রতি লক্ষ রাখবে। আর ছোট বাঁচ্চাদের শরীরে জিন হাজির করার চেষ্টা কখনও করবেন না, তদবীর ও ঝাড়- ফুঁকের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে সুস্থ করার চেষ্টা করবেন।

কত সময়ে জিন আসবে

অধিকাংশ জিন ৫- থেকে ১০ মিটিরে মধ্যে হাজির হবে। তবে কিছু দুষ্ট জিন আছে, তারা সহজে আসতে চাইনা, তাদর আসতে এক ঘন্টা সময় লাগতে পারে।

কিছু কথাঃ জিন হাজির করানোর জন্য রোগীকে বসানোর পরে যদি দেখা যায় যে, তার বহু পরিমাণে কষ্ট হয়, সে আর বসে থাকতে পারতেছে না। তাহলে আপনি জোর করে তাকে বসিয়ে জিন হাজির করার জন্য চেষ্টা করবেন না। কারণ, এর কারণে অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও হয়ে যায়। আবার অনেক মহিলা আছে, যাদেরকে কয়েকদিন হলো, সিজার করেছে, এখন জিনে আছর করেছে, তো এই অবস্থায় যদি আপনি তার শরীরে জিন হাজির করেন, তাহলে তার সিজারের সিলাইতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এই সমস্ত রেগীদের শরীরে জিন হাজির করার চেষ্টা করবেন না। তদ্রুপ ভাবে যারা গর্ভবতী তাদের শরীরের জিন হাজির করা ভালো না। কারণ হলো, এই জিন যখন শরীরে হাজির হবে, তখন তার শরীরের মধ্যে এক ধরণের ভারাত্ততা ভাব আসবে যার ফলে গর্ভের বাঁচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত রোগীদের জিনকে তদবীরের মাধ্যমে দূরে রাখার চেষ্টা করবে।

একটি ঘটনা

গোপালগঞ্জের এক হাফেজ সাহেব তদবীর বই পড়ে তদবীর করেন, কোন বিজ্ঞ মুদাব্বির থেকে কোর্স করেন নাই এবং কারো সাথে তার ভালো সম্পর্কও নাই। একজন মুরব্বী মহিলাকে তার ছেলেরা নিয়ে আসছে তার কাছে চিকিৎসা করার জন্য, এসে বলছে যে, হুজুর অনেক চিকিৎসকের কাছে নিয়েছি, কেউ জিন হাজির করতে পারে নাই, কষ্ট যাহোক আপনি জিন হাজির

করে ছাড়িয়ে দেন, সে বলছে যে, জিন হাজির করা যাবে কোন সমস্যা নাই। সে রোগীকে বসিয়ে তার ছেলেদেরকে বলেছে যেে জিন যখন হাজির হবে তখন কিন্তু অনেক শক্তি প্রয়োগ করবে, শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। তারা তো সাধারণ মানুষ, মুদাব্বির একটা গামছা রোগীর মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে তাদেরকে ধরে রাখতে বলেছে তারা ধরে রেখেছে, আর রোগীতো একজন মুরব্বী মহিলা নিশ্বাস নিতে পারতেছে না। কিছু সময় ঐ মহিলা শক্তি দিয়ে ছোটার জন্য চেষ্টা করছে, তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, কিছু সময় পর তারা দেখে যে, তার মা আর নাই। এই জন্য আমি বলি আমাদের দায়িত্ব রোগীকে বাচিয়ে রাখা জোর করে একদিনে সুস্থ্য করে দেওয়া না।

জিন হাজির করার দ্বিতীয় পন্থা

নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর মাথায় বেধে চার জানু হয়ে চুপ করে বসে থাকবে এক ঘন্টার মধ্যে জিন এসে হাজির হবে, তবে অধিকাংশ জিন ৪-৫ মিনিটে হাজির হয়ে যাবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

موصى شر	فواقدل	الدلوعو	جدلول
عولوشعر	عوهد	عرحاحدحان	فولعرن
عولوعر	وارعون	عرهووشد	عوف ف ١٢
عدا١٤١و٢	عوف شو	عوحا٢	فواعون

জিন হাজির করার তৃতীয় পন্থা

রোগীকে আসন করে বসিয়ে, হাত মুঠ করে কাধ বরাবর রেখে, চোক্ষু বন্ধ করে বসে থাকবে, আর মুদাব্বীর মুঞ্জিল তথা ৩৩ আয়াত পাঠ করতে থাকবে, আশা করা যায়, জিন এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।

জিন হাজির করার চতুর্থ পন্থা

রোগীকে আসন করে বসিয়ে দুই হাত মুঠ করে কাধ বরাবর রেখে চোক্ষু বন্ধ করে বসে থাকবে, আর মুদাব্বীর নিম্নের আয়াতগুলো তিন বার বরে পাঠ করে রোগীর মুখে ফুঁক দিবে। আয়াতগুলো এইঃ-

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

সূরা নামল ৩০-৩১

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞

সূরা আর রহমান ৩৩-৪০

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۞ يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۞ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۞ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۞

সূরা জিন ১-৪

জিন হাজির করার পঞ্চম পন্থা

কতগুলি সুগন্ধি ফুলে নিম্নের দুআ ১১ বার পাঠ করে ১১ বারই দম দিতে হবে। অতঃপর ঐ ফুলের দুই একটি ফুল রোগীকে ঘ্রাণ নিতে দিবে। আর বাকিগুলো একটি একটি করে রোগীর শরীরে নিক্ষেপ করবে আশা করা যায় জিন হাজির হবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتَحُوْنَكَ فَتَحُوْنَكَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُكَ اَلَمَا اَلَمَا صَفْكًا اَلِسًا بَلِسًا طَلَيْسًا طَلَيْسًا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلًا كَهْلًا حَلْهُوْلًا حَلْهُوْلًا مَهْلًا مَهْلًا سَخِيًّا سَخِيًّا شَدِيًّا شَدِيًّا نَبِيْسًا نَبِيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْاَيْمَنِ وَ الْاَيْسَرِ بِحَقِّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ بِحَقِّ عَرْشِ اللّٰهِ وَكُرْسِيِّهٖ

জিন হাজির করার ষষ্ঠ পন্থা

নিম্নের দুআটি লিখে রোগীর সামনে এক ঘন্টা ধরে রাখলে জিন এসে হাজির হবে। দুআটি এইঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ وَبِحَقِّ كهيعص حم عسق وَ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عليهما السلام ابن استفتح استقتح فهرش فهرش قرشت قرشت ابن مابر مابر ما حضروا من جانب المشارق والمغارب ومن جانب الايمن والايسر بحق لا اله الا الله محمد رسول الله

জিনকে রোগীর শরীরে বন্ধী করার উপায়

উপরে উল্লেখিত পন্থাগুলো অবলম্ভণ করলে ইনশাআল্লাহ জিন রোগীর শরীরে হাজির হতে বাধ্য হবে। আর আগে থেকে রোগীর শরীরে জিন হাজির থাকলে, এখন মুদাব্বিরের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ন কাজ হলো তাকে রোগীর শরীরে বন্ধী করে রাখা, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়,জিন হাজির করার কারণে ঐ জিনের শরীরে জালা পড়া শুরু হয় ,যার ফলে সে রোগীর শরীরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়, কিন্তু উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আবার পালিয়ে যায়,তখন তাকে আর হাজির করা যায় না ।

ফলে মুদাব্বীর, জিন যাতে আর না আসে তার জন্য তদবীর প্রয়োগ করে কিন্তু কিছু দিন পর আবার ঐ জিন এসে হাজির হয়, এই জন্য মুদাব্বীর জিন হাজির হওয়ার সাথে সাথে তাকে বন্ধী করার ব্যবস্থা করবে ।

বন্ধী করার কিছু উপায় নিম্নে তুলে ধরা হলো

(১) জিন হাজির হওয়ার সাথে সাথে রোগীর চেহারার সামনে ডান হাতের শাহাদাৎ আঙ্গুল ঘোরাবে আর আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে,এভাবে আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করে রোগীর চেহারায় ফুঁক দিয়ে বলবে, তোমাকে বন্ধী করা হলো, যতো সময় আমি ছেড়ে না দিচ্ছি, ততো সময় তুমি যেতে পারবে না। এভাবে ৩ বার করবে। আশা করা যায় ঐ জিন আর যেতে পারবে না। এটার পন্থা আমার ইউটুব চ্যানেল, **তদবীর জগৎ** থেকে দেখে নিবেন।

(২)পাঁচ হাত কালো সূতা পাকিয়ে ডাবল করবে অথঃপর

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا (١٥) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

২৫ বার পাঠ করে প্রত্যেক বার একটি গিরায় দম করবে। এই সূতা প্রথমে প্রস্তুত করে রাখবে,অতঃপর যখন জিন হাজির হবে, তখন চুপ করে তাড়া-তাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে একটু শক্ত করে বেধে একবার নিম্নের

আয়াত পাঠ করে ঐ সূতার উপর ফূক দিয়ে, যে কোন কাপড় দ্বারা ঐ সূতাকে ঢেকে বেধে দিবে, যাতে রোগী তা স্পর্শ করতে না পারে। এখন এই বন্ধি জিন কোন ভাবেই পালায়ন করতে পারবে না। এমনকি যাদুও আর কাজ করবে না । আয়াতটি এইঃ

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

(৩) রোগীর শরীরে জিন হাজির হওয়ার পর নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে রোগীর বাম হাতের বাজু শক্ত করে চেপে ধরে নিয়ত করবে যে, আমি তাকে ধরেছি সে ছুটতে পারবে না, আশা করা যায় ঐ জিন আর যেতে পারবে না । আয়াতগুলো এই:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৭)

(৪) জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর একটি ছুরি নিয়ে তার উপর আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করে ফূঁক দিয়ে তা দ্বারা দায়েরা দিলে জিন আর যেতে পারবেনা। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

এখন মুদাব্বির কি করবে?

উপরের যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করলে জিন রোগীর শরীরে বন্ধি হয়ে যাবে ইনাশাআল্লাহ। এখন আপনার কাজ হলো ঐ জিনের সাথে কথা বলা। কি বললেন তাকে আপনি? আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তোমার নাম কি কোথা থেকে এসো? হিন্দু না মসলমান? যদি মসলমান হয়, তাহলে তাকে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তির কথা তাকে স্বরণ করিয়ে দিবে। আর এক বান্দাকে কষ্ট

দিলে যে কবিরা গোনাহ হয়, আর একটা কবিরা গোনাহ মানুষ বা জিনকে জাহান্নামে পৌছে দিতে পারে তা তাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া।

আর যদি প্রথম এই জিন রোগীকে আক্রমণ করে থাকে, তাহলে তার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি হিন্দু হয়, আর এই প্রথম রোগীর উপর আক্রমণ করে থাকে, তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া, গ্রহণ করলে তাকে বুজিয়ে দিবে যে, ইসলামে মানুষকে কষ্ট দেওয়া সব থেকে বেশি গোনাহ। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করতে চায়, তাহলে তার থেকে ওয়াদা নিয়ে তাকে বিদায় করে দেওয়া।

আর যদি জিন না যেতে যায় তাহলে তার পিতা-মাতাকে তার মাধ্যমে ডেকে তাদের জিম্মায় একে দিয়ে দেওয়া।

এখন কথা হলো, জিনে যদি বলে যে, আমার পিতা-মাতা এখন আসবে না, তাহলে আপনি ভাব নিয়ে বলবেন যে, দ্রুত ডাকো, না হলে আমি তোমার পিতা-মাতাকে ডাকবো আর আমি যদি ডাকি তাহলে তোমাদের সকলকে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। এরুপ করলে অধিকাংশ জিনই তার পিতা-মাতাকে ডাকবে। আর যদি পিতা-মাতা না থাকে, তাহলে আপনি তাকে শাস্তি দিবেন, না হলে বন্ধি করবেন মোট কথা হলো কিছু তো একটা আমরা করবোই। আর জিন ছাড়ানো একটা কৌশল মাত্র, আর কোন একটা কৌশল অবলম্ভণ করে জিনকে ছাড়াতে হয়।

একটি ঘটনা

২০০৮ সালের কথা, তখন আমি নানুপুর মাদ্রাসায় হিদায়াতুন্নাহু পড়ি আমরা তিন তালায় থাকতাম কিন্তু সমস্যা ছিলো তিন তালায় কোন বাতরুম ছিলো না। প্রস্রাব করার জন্যেও যেতে হতো নিচ তালায় নেমে অনেক দূরে, তাই রাতে কারো প্রস্রাবের প্রযোজন হলে অনেকেই ছাদে যেতো প্রস্রাব করার জন্য। একদিন এক ছেলে প্রস্রাব করার জন্য ছাদে গেছে আর কে জানি ওর পা ধরে ওকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেটি তখন নিরুপায় হয়ে শিরির যে রড ছিল তা টেনে ধরেছে, সে টানে উপরের দিকে আর ও টানে রড ধরে নিচের দিকে, এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মানুষের শব্দ পেয়ে সে ওকে ছেড়ে দিয়েছে আর ও শিরির নিচে পড়ে গেছে। ছাত্ররা গিয়ে ধরে দেখে তার হুশ নাই, মাথায় পানি দেওয়ার পরে হুশ আসছে, কিন্তু কথা বলে উল্টা-পালটা, এখন সবাই ওকে ঘিরে দাড়িয়ে রয়েছে কি করবে কেউ তা বুজতে পারতেছে না। ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলো দুষ্ট ও এসে বলে যে,

এই তুই যাবি না আমি লাঠি আনবো? তখন ও একটু ভালো ভাবে কথা বলা শুরু করে,তখন ঐ ছাত্র ভাই গাছা দিয়ে বলে যে, দাড়া তোরে এখনই শেষ করে ফেলবো ও সাথে সাথে বলে, আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি তবে আগামীকাল আমি আবার আসবো কিন্তু আর আসে নাই।

এই ঘটনা দ্বারা আমি বোজাতে চাচ্ছি যে, অনেক জিনই তাকে ভয় দিলে কোন কৌশল অবলম্ভন করলে সে জিন চলে যায়।

যদি কোন জিন আপনার কথায় তার পিতা-মাতাকে না ডাকে

তাহলে আপনি সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করতে থাকবে আর বলবেন যে, তোর পিতা-মাতাকে ডাক, না হলে আমি ডেকে এনে চরম শাস্তি দিবো,তাহলে সে ডাকতে বাধ্য হবে। আর যদি তাও না ডাকে, তাহলে আপনি রোগীর যে কোন এক হাতের একটা আঙ্গুল বাকা করে শাস্তি দিবেন, তাহলে সে ডাকতে বাধ্য হবে। তবে আঙ্গুল বাকা করার সময় হাতের উপর একটা কাপড় দিয়ে নিবেন, যাতে রোগীর সাথে যারা আছে তারা আপনি তার সাথে কি করছেন তা বুজে কষ্ট না পায়।

এই ভাবে তার পিতা-মাতা তথা মুরব্বিদেরকে ডেকে তাদের হাতে এই জিনকে দিয়ে দিবেন, প্রথমেই জিনকে মেরে ফেলবেন না। কারণ এটা কোন বিজ্ঞ মুদাব্বিরের কাজ হতে পারে না যে, আপনি জিন হাজির করার সাথে সাথে তাকে বোতলে বন্ধি করবেন বা জবাই করে ফেলবেন।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ আমি মাওলানা কাউসার বলছি, আজ একটা রোগীর শরীরে জিন হাজির করার জন্য যখন দুআ-দুরুদ পড়া শুরু করলাম, সে সাথে সাথে হাসতে শুরু করল, কিন্তু তার হুশ আছে তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলে তার নাম সব ঠিক বলে, আবার হাসে মুখ বাকা করে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা জবাই করতে গেলে জবাই হয় না, বন্ধি করতে গেলে বন্ধি হয় না কি করতে পারি?

উত্তরঃ এইরুপ রোগী কয়েক ধরণের হয়ে থাকে, কেউ আছে যে, ভালো আছে হঠাৎ করে হাসতে থাকে, এতো জোরে জোরে হাসতে থাকে যে, এইরুপ আগে কখনো সে করে নাই।

এটা আবার দুই ধরণের, **একঃ** মহিলাদের বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার কয়েক দিন পরে এই সমস্যা দেখা দেয়। এদেরকে ডাক্তারি চিকিৎসা করাই ভালো।

দুইঃ যাদের হঠাৎ করে এই সমস্যা দেখা দেয়, তাদের পরিপূর্ণ অবস্থা শুনতে হবে তার শর্দি হতো কি না? কষ্টকাঠিন্য আছে কি না? মহিলা হলে তার হায়েয কতো দিন বন্ধ রয়েছে?

যদি এই সমস্যাগুলো তার থাকে বা যে কোন একটা থাকে তাহলে তাকে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা দিতে হবে। এই রোগের আলোচনা সামনে আসবে। আর যদি এই কারণগুলো তার মধ্যে না থাকে, বরং হঠাৎ করেই এই অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে তাকে জিনের চিকিৎসা ও যাদুর চিকিৎসা দিলে কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এদের শরীরে জিন হাজির করতে ইচ্ছা করলে জিন কিন্তু হাজির হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবে না, হাজার চেষ্টা করলেও ফায়দা হবে না।

আর যদি রোগীর অবস্থা এমন হয় যে, তার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করলে, তার হাসি আসে বা কান্না আসে বা মুখ বাকা হয়ে যায় অথবা বিদ্রুপ আচারণ করে, তাহলে এদের শরীরেও অন্য রোগীদের মতো জিন হাজির করে কথা বলা সম্ভব না। এদের জন্য চিকিৎসাটা একটু কঠিন, তাই এদের জন্য জিনকে মেরে ফেলার তদবীর, যাদু নষ্ট করার তদবীর, আর শরীর বন্ধের শক্তিশালি তদবীর প্রয়োগ করবে। এভাবে তিন থেকে ৬ মাস চলতে থাকবে, তাহলে আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। আর কারো যদি এমন হয় যে, তদবীর প্রয়োগ করলে কমে কিন্তু পরিপূর্ণ সুস্থ্য হয় না এদের চিকিৎসা দুই বছর প্রর্যন্ত করতে থাকবে। এদের যে, তদবীর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সামনে আলোচনা করা হবে।

প্রশ্নঃ জিন হাজির করার তদবীর কি প্রতি রোগীর জন্য আলাদা আলাদা লিখতে হবে, না এক বার লিখে অনেক রোগীর জন্য ব্যবহার করা যাবে?

উত্তরঃ একবার লিখে আপনি অনেক রোগীর জন্য ব্যবহার করতে পারবেন।

পঞ্চম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আজ আমরা পঞ্চম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি, গতকাল আমরা জিন রোগীর শরীরে হাজির করার পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা আলোচনা করবো জিন রোগীর শরীরে হাজির হওয়ার পর আমরা কি করবো? যদি সে শরীর থেকে না যেতে চায় তো আমরা কি করবো? আর যদি সে নিজের শক্তি দেখাতে চায় তাহলে আমরা কি করবো?

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে কথা হলো, যারা নতুন মুদাব্বির, কেবল তদবীর জগতে কাজ করা শুরু করেছেন, এ অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধরুণঃ আপনি জিন হাজির করার পর তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় করতে চাচ্ছেন, আপনি তাকে বললেন যে, তুমি রোগী ছেড়ে চলে যাও, সে বলল যে আমাকে তো বন্ধি করে রেখেছেন মুক্ত করে দেন, তখন তাকে কিভাবে মুক্ত করতে হয় তাতো কেউ শিখায় না,এরুপ একটা বিপদে পড়েছিলাম আমি।

একটা ঘটনা শোনাই আপনাদেরকে

আমার দাওরার বছর ২০১৪ ইং ভোলাতে রোগী দেখার জন্য দ্বিতীয় সফর, এক বাড়িতে সমস্যা তারা বাড়িতে থাকতে পারতেছে না। বাঁচ্চা কান্না করে, একেক জন ভয়ানক জিনিস দেখে ভয় পাচ্ছে, আমি বললাম যে, ব্যবস্থা আছে একটা তোলারাশির ব্যবস্থা করতে হবে (মনে রাখার কথা তোলারাশি দ্বারা চিকিৎসা করা কোন নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা না এই বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) তারা একটা তোলারাশি ছেলে আনলো, ছেলেটার ব্যবহার খুব সুন্দর, তাকে যখন আয়না হাতে দিয়ে দুআ-দুরুদ পড়া শুরু করলাম, কয়েক মিনিট পরেই তার চেহারা লাল হয়ে গেলো,আমাকে বলল তার ভাষায়, আমাকে কেনো ডেকেছিস? তার ভাবে বুজা যাচ্ছিল যে, সে আমাকে আঘাত করবে, আমি চেয়ারে বসা ছিলাম উঠে দাড়ালাম, যাতে সে আমাকে আঘাত করলে আমি তাকে প্রতিহত করতে পারি। আমি আমার ভাষাকে নরম করে বললাম, জনাব আমরা আপনাকে ডেকেছিলাম এই বাড়িতে কি সমস্যা আছে এটা দেখার জন্য, সে বলল তুই দেখ, আমি বল্লাম ঠিক আছে, আমি দেখতেছি, তমি যাও, সে বলল, আমি বন্ধি হয়ে আছি আমাকে মুক্ত করে দেও, তখন তো আমি একজন নতুন মুদাব্বির জিনকে মুক্ত কিভাবে করতে হয় তাতো জানি না। কি করা যায় এমনিতেই সে ঝামেলা করতেছে, আবার যদি বুজতে পারে যে, আমি মুক্ত করতে পারি না তাহলে তো মহাবিপদ, তাই সূরা নাস, ফালাক, সূরা এখলাস পাঠ করে লাঠি দ্বারা মাটিতে তিনটা দাগ দিয়ে বললাম, তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি তুমি চলে যাও, ফলে সে চলে গেলো। আবার তার আচারণ স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

যা বুজাতে চেয়েছি, স্বাভাবিক নিয়ম হলো, জিনকে রোগীর শরীরে হাজির করে তার সাথে কথা বলে তাকে বিদায় দিলে সে চলে যায়, তাকে বিদায় করার জন্য আলাদা কোন দুআর প্রয়োজন হয় না। তবে কখনও এইরুপ

সমস্যা হতে পারে, যদি হয়, তখন সূরা নাস, ফালাক, এখলাসকে কাজে লাগাতে পারেন।

জিন চলে যাওয়ার পরে রোগী বেহুশ হয়ে গেলে কি করবেন?

আপনি জিনের সাথে কথা বলার পর তাকে বিদায় করে দিলেন, এখন রোগী বেহুশ হয়ে গেলে কি করবেন?

মনে রাখার কথা হলো, কিছু কিছু রোগী আছে, যারা জিন চলে যাওয়ার পরে বেহুশই হয় না, তাদের জন্য তো কোন চিন্তা নাই। আর কিছু রোগী বেহুশ হয় ঠিক কিন্তু এক-দুই মিনিট পর আবার সুস্থ্য হয়ে যায় এদের জন্যেও কোন চিন্তা নাই। কিন্তু কিছু রোগী আছে তারা বেহুশ হলে সহজে হুশ হয় না, তাদেরকে হুশে আনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

করণীয়

তাদেরকে কয়েকটি পন্থায় আমরা হুশে আনতে পারি

(১) সূরা নাছ, ফালাক, আয়াতুল কুরছি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে হুশ ফিরে আসবে।

(২) রোগীর নাক ৩০ সেকেন্টের জন্য বন্ধ করে ধরলে, সে হুশ হয়ে যাবে।

(৩) রোগীর নাম ধরে ডাক দিলে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

আর কিছু রোগী আছে, যারা উক্ত পন্থা অবলম্বন করলেও সুস্থ্য হয় না, তাদের জন্য করনীয় হলো,তাদেরকে আরামে ঘুমানোর ব্যবস্থা করবে এরা আধা ঘন্টা ঘুমানোর পর তাদের হুশ ফিরে আসবে।

যদি জিন আপনার সাধারণ কথায় না যায়

যদি জিনকে আপনি ভালো ভাবে বোজার পরে সে যদি আপনার কথা না বোজে, বা তেড়ামী করে তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো, তাকে আপনি শাস্তি দিবেন, প্রথমে ছোট ধরণের শাস্তি, তারপরে ধীরে ধীরে শাস্তির মাত্রা বাড়াবেন।

জিনকে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম

(১) চেহেল কাফ ৭ বার পাঠ করে শরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে তা দুই শাহাদাৎ আঙ্গুলে মেখে রোগীর পিছন দিক থেকে দুই কানে দিয়ে চেপে ধরে রাখবে। আর কিছু তেল তার নাকে ও চোখের পাতায় দিয়ে দিবে । এতে সে কষ্ট পেয়ে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে।

চেহেল কাফ এইঃ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةٌ كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كَلٍّ تَكَرُّ كَرًّا
كَكَرَّ الْكِرِّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشَكْشَكَةٍ كَلَكَلٍ لَكَ كُلُّكَ كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ
كُرْبَتِهِ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِيْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ

(২) নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে বাম কানে ফুঁক দিবে, এভাবে কয়েক বার করলে সে খুবই শাস্তি পাবে ও আপনার সাথে কথা বলতে বাধ্য হবে। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا
ثُمَّ اَنَابَ

(৩) সূরা জিনের প্রথম থেকে شَطَطًا পর্যন্ত জোরে জোরে পাঠ করে রোগীকে শুনাবে, সে খুবই শাস্তি পাবে ও আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে। আয়াতগুলো এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا
اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ
اَحَدًا ۝ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝ وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ
سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

(৪) নিম্নের আয়াত গুলো পাঠ করে রোগীর বাম কানে ফুঁক দিলে, সে খুবই কষ্ট পাবে ও আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে। এই আয়াতগুলো এতো শক্তিশালী যে, এই গুলো এখলাসের সহিত পাঠ করে পাহাড়ে ফুঁক দিলে পাহাড় সরে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا
تُرْجَعُوْنَ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ
يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

(সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৭)

(৫) উক্ত তদবীরগুলো প্রয়োগ করার পরেও যদি সে কষ্ট না পায়, তাহলে এক বোতল পানিতে সূরা জিন প্রথম থেকে رَهَقًا পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি খুব জোরে রোগীর মুখে মারবে। এতে ঐ জিন খুবই কষ্ট পাবে এবং আপনি তাকে যা বলবেন তা সে করতে বাধ্য হবে।

(৬) মুদাব্বীর নিজের ডান হাতকে রোগীর গলার কাছে নিয়ে আস্তে আস্তে মুঠ করবে,আর আয়াতুল কুরছি পাঠ করতে থাকবে, এতে ঐ জিনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, ফলে তার এমন কষ্ট হবে যে, সে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

(৭) যদি জিন হাজির হওয়ার পর কথা না বলে বা আপনার কথা না শোনে সেক্ষেত্রে রোগীর যে কনো আঙ্গুল ধরে আস্তে আস্তে বাকা করতে থাকবে, তবে লক্ষ্য রাখবে, আঙ্গুল যেনো ভেঙ্গে না যায়, এই পরিমাণ বাকা করবে, যাতে সে ব্যথা পায় এরূপ করলে সে জিন যত শক্তিশালী হোক না কেনো, আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে।

(৮) যদি জিন বেশি অবাধ্য হয় মুদাব্বীরের কথা না শুনতে চায়, তাহলে সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে, উক্ত পানি রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে আশা করা যায় এর বরকতে ঐ জিন মুদাব্বীরের কথা শুনতে বধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। তবে মুদাব্বীরের মনে রাখার কথা হলো জিনেরা যতই আপনাকে ভয় দেখাক না কেন, আপনি কোন ভয় পাবেন না। কারন ওদের ঐ শক্তি এক ঘন্টার বেশি থাকে না। তাই কথার মাধ্যমে, তার অপরাদের কথা, তাকে বোজানোর চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে দেখবেন, সে আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে।

(৯) নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করলে, রোগীর শরীরে পূর্ব থেকেই জিন হাজির থাকলে বা হাজির করলে ঐ জিন কঠিন শাস্তি পেয়ে রোগীকে ছেড়ে পালায়ন করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

(১) যার উপর জিনের আছর হয়েছে, তার জন্য নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে ,কিছু সময় পর পর এরূপ করবে, যত সময় সে রোগীকে ছেড়ে না যায়, আর সাথে সাথে এই আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে।

আয়াতগুলো এইঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

২. অথবা নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে রোগীর মুখে দম দিতে থাকবে। আয়াতগুলো এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ۝ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

(সূরা সাফফাত ১-১১)

৩. অথবা নিম্নের আয়াতগুলো এক টুকরা কাগজে লিখে তা হাতের বাজুতে বেধে দিবে-যত সময় জিন না যায় ততো সময় তাবিজটি বাধা থাকবে। আয়াতগুলো এইঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا.

৪. অথবা সূরা ফাতেহা ,আয়াতুল কুরছি এবং সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে পানিতে দম দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিবে, এতে জিন খুবই কষ্ট পেয়ে চলে যেতে সিকার হবে।

৫. অথবা নিম্নের শব্দগুলো পাঠ করে, রোগীকে ফুঁক দিতে থাকবে যতো সময় সে আপনার কথা না শুনবে। কব্দগুলো এইঃ

الم۔طه۔طسم۔يس۔والقران الحكيم۔حم۔عسق۔ن۔والقلم وما يسطرون

(৬) অথবা সূরা আলাম নাশরহ ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা হাতে নিয়ে রোগীর মুখে জোরে ছিটিয়ে দিবে, এভাবে কয়েক বার করলে সে জেতে বাধ্য হবে।

(৭) অথবা সুরা কাউসার ৭ বার পাঠ করে সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে তা রোগীর কানে ফোটা ফোটা করে ঢালবে এতে জিন খুবই কষ্ট পেয়ে যেতে বাধ্য হবে।

(৮) অথবা নিম্নের লিখিত আয়াত ৩ বার পাঠ করে এক হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়ে তা দ্বরা রাগান্বিত অবস্থয় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করলে জিন শাস্তি পেয়ে পালায়ন করতে বাধ্য হবে। আয়াতগুলি এইঃ-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

(৯) অথবা বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার এবং নিম্নের আয়াত এক বার পাঠ করে রোগীর বাম কানে ফুঁক দিবে। এতে জিন খুব কষ্ট পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। আয়াত এইঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

(১০) আথবা তিন হাত লম্বা পাঁচ টুকরা কাপড় পাকিয়ে পাঁচটি সলিতা বানাবে। অতঃপর প্রত্যেকটির উপর নিম্নের দুআ ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে ,অতঃপর একটিতে সরিষার তৈল মেখে আগুন ধরিয়ে তার নাকে ধোয়া দিবে। তাতে জিন কঠিন শাস্তি পেয়ে পালায়ন করবে। এ ভাবে একটাই সমস্যা দূর না হলে,পাঁচটিই পুড়িয়ে ধোয়া দিবে। তবে সব সময় রোগীর প্রতি খিয়াল রাখবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

(১১) নিম্নের তদবীরটি নতুন কাপুড়ে লিখে,সরিষার তৈলে ভিজিয়ে, আগুনে ধরিয়ে তার ধোয়া রোগীর নাকে দিবে। আশা করা যায়, জিন পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তদবীর টি এইঃ

٧٨٦

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

يا جبرائيل يا دردائيل بحق يا صبور

কিছু কথা

জিনকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককে দেখা যায় যে. তারা নারিকেলের ছুবার সাথে ধুপ দিয়ে আগুণ জ্বালিয়ে নাকে ধোয়া দেওয়া হয়, এটা যদিও জিনকে কষ্ট দেওয়ার একটা পন্থা কিন্তু এতে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করার ফলে, অনেক রোগীর জীবন নাশের কারণ হয়, তাই আমার মতে এভাবে শাস্তি না দেওয়াই ভালো। আবার অনেককে দেখা যায় মরিচ পুড়িয়ে নাকে ধোয়া দেওয়া হয়, যা রোগীর জন্য আরো মারাত্মক। এর থেকে আরো যেই শাস্তিগুলো আছে তা প্রয়োগ করাই ভালো।

একটি ঘটনা

আমাদের পাশের গ্রামে বাড়ি, একটি মেয়েকে তার বাঁচ্চা হওয়ার পরে, একটু কঠিন প্রকৃতির জিনে আছর করে, তার এক আত্নীয়র বাড়ি আমার বাড়ির সাথে মেশা, সেই সুবাদে তারা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি জিনকে হাজির করে তার সাথে বহু সময় ব্যয় করার পরে, যে কোন কৌশলে হোক তাকে আমি রোগী থেকে সরিয়ে দেই, তারপরে সে তার মেয়েকে দুধ খাওয়ায় স্বাভাবিক মানুষের মতো হেটে সবার সাথে বাড়িতে যায়। আমি তখন গোপালগঞ্জে চাকরী করি, চাকরির খাতিরে চলে যাই, পরে ঐ জিন তাকে আবার আক্রমণ করে, আমি যেহেতু গ্রামের এই জন্য তারা আমার প্রতি আস্থাশীল না হয়ে, তারা তাকে কোন কবিরাজের কাছে নিয়ে যায়, সে জিনকে ছাড়াতে না পেরে ধুপ ও মরিচ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার নাকে ধোয়া দেয়। ধোয়া সে নিতে চায় না, আর সে দেওয়ার জন্য বল ঈশ্বয়োগ করে, এভাবে জোরা জোরি করতে করতে তার মুখ-হাত অনেক জায়গা পুড়ে যায়,

এর ফলে সে এমন দূর্বল হয় যে, সে আর হেটে বাড়িতে আসতে পারে না। বাড়িতে আনার পর আর সুস্থ্য হয় না। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে, তারা নিরুপায় হয়ে আমাকে আবার কল দিয়ে সব ঘটনা বলে,শুনে আমি খুবই মর্মাহত হলাম। কিন্তু আসার আর সুজোগ হয় নাই। তার কিছু দিন পরেই মেয়েটা মারা যায়।

এই জন্য ভাই সবার কাছে আকুল আবেদন জিন শরীরে থাকলেও মানুষ বেচে থাকে কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন যেনো আপনার শাস্তির কারণে রোগী মারা না যায়।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ কিছু লোককে দেখা যায় যে, তারা রোগীকে পচা পানি খাওয়ায়। আবার অনেককে দেখা যায় যে,মুখের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয় এ বিষয় আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আমার অভিজ্ঞতায় একে কোন চিকিৎসা বলে না। কারণ এইরুপ করার কোন আলামত আমি হকপন্থি আকাবিরদের কিতাব থেকে পাই নাই। এটা বলতে পারেন মনগড়া বিষয় আমার মনে যা আসলো আমি রোগীর সাথে তাই করলাম।

প্রশ্নঃ আমাদের কাছে অনেক সময় এমন কিছু রোগী আসে,যাদের শরীরে জিন হাজির করলে তারা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে যে, আমাদেরকে ছাড়াতে পারবেন না এবং এই রোগীকে অনেক মুদাব্বির দেখানো হয়েছে কিন্তু কেউই তাকে ছাড়াতে পারে নাই। এ বিষয় আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আসলে প্রত্যেক জগতে আল্লাহ তা'য়ালা এমন কিছু বিষয় রেখে দেন, যার সমাধান করতে কেউ পারে না। যেমনঃ ডাক্তারি জগতে এমন কিছু রোগী আছে যার সমাধান কোন ডাক্তারের জানা নাই, এর কারণ হলো, সব বিষয়ের সমাধান যদি কারো কাছে থাকে তাহলে তার মধ্যে দাম্ভিকতা আসার সম্ভাবনা থাকে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করে না। ঠিক তদবীর জগতেও কিছু রোগী আছে যার কাছে আমরা অনেকে ব্যর্থ। আর এমন কিছু রোগী থাকবে যাদেরকে আমরা সুস্থ্য করতে পারবো না। এটা হাদিসের ভাষা থেকে বুজে আসে। হাদিসে অনেক জিনের রোগীর জন্য صَرْعٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর সরউন এর শাব্দিক অর্থ মৃগী রোগ, আর এটা দুই কারণে হয় একঃ জিনের কারণে । দুইঃ শারীরিক সমস্যার কারণে। এইরুপ অসুস্থ্যতা নিয়ে এক মহিলা সাহাবীয়া আল্লাহ তা'য়ালার নবীর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মৃগী রোগ আমার জন্য দুআ করেন যেনো আল্লাহ

তা'য়ালা আমাকে সুস্থ্য করে দেন। আল্লাহর নবী বললেন, তুমি কি সুস্থ্য হতে চাও, না এর জন্য সবর করে জান্নাত পেতে চাও, দীর্ঘ হাদিস মোট কথা সে সবর করেছে আর আজীবন সেই রোগ নিয়েই জীবন যাপন করেছে, এই রোগ থেকে মুক্তি পায় নাই।

এই সব রোগীর জন্য আমরা যা করবো

তাহলো জিনকে মেরে ফেলার তদবীর দিবো, যাদু নষ্ট করার তদবীর দিবো, আর আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করতে থাকবো, এর ফলে অনেকে সুস্থ্য হবে, আর অনেকে অসুস্থ্য থেকে যাবে, তবে চিকিৎসার ফলে তারা শারীরিক আরাম পাবে।

প্রশ্নঃ কিছু রোগী পাই আমরা, যাদেরকে শরীরে জিন হাজির করে কষ্ট দিলে বলে যে, আমার কিছু হচ্ছে না। তোমার রোগীরই কষ্ট হবে, এদের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি?

উত্তরঃ আসলে এদের শরীরে জিন হাজির থাকে না। এরা দূর থেকে রোগীর মেধাকে আয়ত্বে নেয়, আর আপনার সাথে কথা বলে। এই জগতে আমি গভেষনা করে যতোটুকু বুজেছি তাহলো, একটা জিন তিন মাইল দূরে থেকেও রোগীর মেধাকে তার আয়ত্বে নিতে পারে। তাই এদের জন্য করণীয় হলো, প্রতি দিন তার কানে আজান দিবে ৭ বার করে, আর যাদু নষ্ট করার তদবীর করতে থাকবে। আর চেহেলকাফ সাত বার পাঠ করে শরিষার তেলে ফুঁক দিয়ে, তা প্রতিদিন শাহাদাৎ আঙ্গুলে মেখে দুই কানের মধ্যে দিয়ে ধরে রাখবে ১০ মিনিক। এভাবে করতে থাকবে ৪১ দিন ইনশাআল্লাহ ফায়দা পাবেন।

প্রশ্নঃ কিছু রোগীর শরীরের ভিতর দিয়ে জিন হাটা-চলা করে, এদের ব্যাপারে আমরা কি করবো?

উত্তরঃ এই সমস্ত রোগীদের জন্য জিনকে মেরে ফেলার শক্তিশালি তদবীর তো প্রয়োগ করবেন, পাশাপাশি প্রতিদিন এক কাপ পানিতে একটু লেবুর রস ও একটু অলিভ অয়েল তেল দিয়ে দুই বার করে খাবে। আর অলিভ অয়েল তেল শরীরে ব্যবহার করতে থাকবে। কারণ হলো, এই জিনগুলো ভাইরাজ এর মতো, তাই এগুলোকে সাবান হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে কিছু দিন করতে থাকলে আশা করা যায় ঐ জিনগুলো মারা যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ আমরা কি লজ্জাতুন নেছা কিতাব থেকে তদবীর করতে পারবো?

উত্তরঃ কিতাবের নাম কি কে লেখক এটা দেখা জরুরী না, জরুরী বিষয় হলো, তাতে কি লেখা আছে যদি কুরআনের আয়াত বা হাদিসের কোন দুআ

অথবা আলেমের আরবীতে লিখা কোন দুআ যার অর্থ ভালো এবং আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম দ্বারা তদবীর হয়, আর তা নাপাক জিনিস দ্বারা লিখতে না বলা হয়, তাহলে তা দিয়ে তদবীর করা যাবে।

প্রশ্নঃ হুজুর ঐ কিতাবের মধ্যে কিছু নকশা আছে, আমরা কি নকশা দ্বারা তদবীর করতে পারবো?

উত্তরঃ তদবীর ব্যবহারের উসূল হলো, যেখানে খাওয়ানো ও ব্যবহারের তদবীর পাওয়া যাবে, সেখানে খাওয়ার তদবীরটাই ভালো, আর যেখানে নকশাও আছে পাশাপাশি দুআও আছে সেখানে দুআটাই ভলো।

ষষ্ঠ দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবনী, আমরা আজ ষষ্ঠ দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে, যারা আমাদের এই ব্যাচে নতুন সকাল-সন্ধার আমল শুরু করেছেন বা যারা করতে মনোস্থ করেছেন, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই সময়টা আপনারা কি করবেন?

কিছু কিতাব মুতালা করার অনুরোধ করছি

বেহেস্তী জেওর নভম খন্ড, আমলিয়াতে কাশমিরি, তাবিজাতে রুহুল্লাহ, জিন জাতির বিশ্ময়কর ইতিহাস, আর আমার লিখিত বই, আমি জিনের সাথে কথা বলেছি, জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ, স্বামী- স্ত্রীর দ্বন্ধে আকাবিরদের আমল, জিনকে বশ করার আমল, এগুলো বাংলা কিতাবের মধ্যে ভালো কিতাব।

উর্দূ কিতাব যারা পড়তে আগ্রহী তাদের জন্য

اسان عملیات و تعویذات، کتاب التعویذات، عملیات عزیزیات، قرانی ایاتوں سے علاج، رجال الغیب، روحانی غسل، روحانی علاج، سورہ یس کی کرشمات، شمس المعارف اردول-

যারা আরবী ভালো বোজেন তাদের জন্য নিম্নের কিতাবগুলো খুবই জরুরী

تسخير الجان لمنفعة الانسان. وقاية الانسان من الجن و الشياطين. الدعاء والمرض. الرقية الشرعية التي يرقي المسلم بها نفسه و اهله. الصحة والمرض. الاعلاج بالقرأن. كتاب الرقى والطب. شمس المعارف. وغيره

গতকাল আমরা জিনকে শাস্তি দেওয়ার কিছু কথা বলেছিলাম কিন্তু শাস্তি দেওয়ার পরেও যদি জিন আপনার কথা না শোনে, রোগীকে ছেড়ে না যায়,

সেক্ষেত্রে করণীয় হলো, হয়তো তাকে বোতলে বন্ধি করতে হবে না হয় তাকে হত্যা করতে হবে।

জিনকে বোতলে বন্ধি করার কোন প্রমাণ আছে কি না?

আসলে এটা একটা এমন কাজ যা করি আমরা কিন্তু কি হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না। তবে এর একটা প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, জিন জাতির বিশ্ময়কর ইতিহাস কিতাবে লেখা আছে, সাহাবায়ে কেরাম এক সফরে ছিলেন, তারা একটি মাটির পাত্র দেখতে পেলেন তার মুখ ঢাকনা দিয়ে আটকানো, তারা যখন তার মুখ খুললেন, তার থেকে ধোয়া বের হচ্ছিল, আর আওয়াজ আসতেছিল যে, হুজুর আমাকে মাফ করে দেন আমি ভালো হয়ে যাবো আমি চলে যাচ্ছি। লেখক বলেন এই পাত্রে সুলাইমান (আ.) জিনকে বন্ধি করেছিলেন,তাই মুক্ত হওয়ার পরে জিন মনে করেছে যে, এখনও সুলাইমান (আ.) আছেন, তাই সে এভাবে বলেছে। এর থেকে বুজে আসে যে, আসলে জিনকে কোন বস্তুর মধ্যে আটকে রাখার সম্ভব।

আর আমরা যারা তদবীর করি তারা তো এর পত্যক্ষ্যদর্শি, আমরা এমন অনেক রোগী পাই, যাদের জিনগুলোকে আমরা বোতলে বন্দী করে রাখি, তারপরের দিন আবার জিন এসে ঐ রোগীর উপর হাজির হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে না বন্দি করা হলো তুমি কিভাবে আবার আসলে? সে বলে আমি তার ভাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছি। কারণ আমার ভাইকে বন্দি করা হয়েছে, তাকে না ছাড়লে আমি রোগীকে মেরে ফেলবো। এই জিনের কথপতন দ্বারা বুজা যায় যে জিনকে বন্দি করা যায়।

আমরা জিনের চিকিৎসা দুই ভাবে করি

১. যেহেতু জিন একটা প্রাণী তার প্রাণ আছে, তাহলে তার ভয়ও আছে, তাই আমরা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করি, সে ভয়ে আর রোগীর কাছে আসে না।

২. আমরা তাকে বন্দি করি।

কিভাবে করি এটা? করার পন্থা হলো, যখন আমরা জিনকে বন্দি করার জন্য তার মুখের সামনে বোতল নিয়ে দুআ-দুরুদ পড়ে বোতলের মুখ আটকাই তখন দুই সুরাত, হয়তো যে জিন কষ্ট দিচ্ছে সে বোতলে বন্দি হইছে, না হয় আমাদের এই আচারণ দেখে ভয়ে পালিয়েছে, কারণ সে যেহেতু গায়েব জানে না তাই সে মনে করবে যে, কতোজনকেই না বন্দি করেছে হয়তো আমাকেও বন্দি করবে। এই ভয়ে সে আর আসবে না।

জিনকে বোতলে বন্দি করার নিয়ম

জিন' যদি কয়েক বার ওয়াদা করে যে, সে আর রোগীর কাছে আসবে না। অতঃপর আবার আসে এবং রোগীকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতে থাকে, তো সেক্ষেত্রে প্রথমে তার পরিবারের কাউকে ডেকে, তার কাছ থেকে ওয়াদা নিবে এই ভাবে যে, সে বলবে আমাদের এই লোককে আমি নিয়ে যাচ্ছি, এর পরে সে আর এই রোগীর কাছে আসবে না। যদি সে আসে, তাহলে তাকে বন্দী করলে বা হত্যা করলে, আমাদের কেউ এর প্রতিশোদের জন্য আসবে না। এরুপ ওয়াদা করার পরে যদি আবার আসে, তাহলে তাকে বন্দী করে রাখবেন।

(১) জিন রোগীর শরীরে হাজির করার পর কিছু সময় তার তার সাথে কথা বলবে এবং কতো জন তার সাথে তা জানার চেষ্টা করবে অতঃপর একটি বোতল নিয়ে মুখটি খুলে রোগীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রথমে ৩ বার আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে অতঃপর বলবে

اُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

তিন বার বলে মাথায় হালকা করে থাবা দিবেন, অতঃপর নাক বন্ধ করে ধরবেন ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ট, তারপর ছেড়ে দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে দিবেন। তবে মুখ বন্ধ করার সময় এই আয়াতটি وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ পাঠ করবেন তাহলে অন্য জিনরা তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।

(২) মুদাব্বীর একটি কাগজে জাফরান,কালি দ্বারা নিম্নের দুআটি লিখবে, অতঃপর তা একটি বড় বোতলের মধ্যে ঢুকাবে, অতঃপর তা রোগীর মুখের কাছে ধরবে, মুদাব্বীর একবার আয়াতুল কুরছি, একবার ফালাক ও নাস পাঠ করে বোতলের মুখে ফুঁক দিবে,অতঃপর বোতলটি ধরে উঠালে তা অত্যন্ত ভারী মনে হবে। এতে বুজতে হবে যে ঐ দুষ্ট জিন বোতলে আশ্রয় নিয়েছে, এমতাবস্থায় বোতলের মুখ বন্ধ করে দিবেন তার পর তা মাটির মধ্যে নিরাপদ স্থানে পুতে রাখবে, জিনটি মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্তায়ই জীবন কাটাবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بولاقيش قنوشا نفسهما ابن الملك احضروا واجيبوا داعي الله طائفين بالفوس والوتر والخائت من اليوم الساعة س لا عمله س لا له ع ١١ ووال من لا عمل هو صفال

জিনকে মেরে ফেলার উপায়

অনক সময় জিনকে বোতলে বন্দি করলেও রোগী সুস্থ্য হয় না। আবার সে মুদাব্বিরের কথাও শোনে না। সেক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে তাকে জবাই করে দিতে হয়।

(১) আয়াতুল কুরছি তিন বার পাঠ করে, মুদাব্বীর তার নিজ হাতে ফুঁক দিয়ে, ছুরির মত করে তার গলায় জবাই করার নিয়তে চারাবেন, আসা করা যায় এর বরকতে ঐ জিন মারা যাবে।

(২) জিনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা ফাতেহা,সূরা ফালাক, সূরা নাছ, আয়াতুল কুরছি,সূরা তারেক পূর্ন একবার, সূরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত তথা لو انزلنا الى اخر ও সূরা সফফাত পূর্ন পাঠ করে রোগীর কানে ফুঁক দিবে এর বরকতে ঐ জিন মারা যাবে ইনশাআল্লাহ ।

(৩) জিনের তদবীর করার সময় বা জিনকে শাস্তি দেওয়ার সময় অনেক জিন যাদু টোনা করে, যার ফলে মুদাব্বীরের তদবীর আর কাজ করে না। এরুপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে কিছু থুথু দিলে ঐ যাদু টোনা নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর নিম্নের দুয়াটি কাফনের কাপড়ে বা সাদা কাগজে লিখে বাদামের তৈল হলে ভাল ,না হয় শরিষার তৈলে ভিজিয়ে ইষ্টিল বা লোহার চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে রোগীর নাকে ধোয়া দিতে বলবেন, আশা করা যায় এর বরকতে, একটি জিন মারা যাবে এভাবে একটি করে পোড়াবে আর একটি করে জিন মারা যাবে। এই তদবীর দ্বারা যে জিন দুর থেকে বদ নজর করে তারাও মারা যাবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم

(৩) জিন হাজির হওয়ার পর নিজেকে রাগান্বিত করে রোগীর গলার কাছে হাত মুঠ করে ধরে

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

তিন বার পাঠ করেমুঠ ধরে রাখবেন, যত সময় রোগী নড়া চড়া করতে থাকবে ততো সময় ধরে রাখবেন এতে ঐ জিন মরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

জিনকে মেরে ফেলার ক্ষেত্রেও দুই পন্থা থেকে খালি না। হয়তো জিন আসলেই এই পন্থা অবলম্বনের ফলে মারা গেছে অথবা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে যে, আল্লাহ কাকে যেনো হত্যা করে ফেলেছে, আমাকেও না জানি হত্যা করে ফেলে? তাহলে আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয়ে গেছে, তাহলো রোগীকে সুস্থ্য করা আর আমরা তা করেছি।

অনেক রোগী আছে, যাদের জিনকে বোতলে বন্দি করলে বন্দি হয় না। জবাই করলেও জবাই হয় না, আবার রোগীও সুস্থ্য হচ্ছে না। এদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, রোগীর সাথে যারা আছে তাদেরকে বোজানো যে, ভাই সব রোগীর চিকিৎসা একই পন্থায় হয় না। কারো জিন ছাড়িয়ে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যায়, কারো জিন বন্দি করলে রোগী সুস্থ্য হয়ে যায়, আর কারো জিন হত্যা করলে সুস্থ্য হয়ে যায়, আর কারো ক্ষেত্রে এর কোনটাই কাজে আসে না, তখন আপনাদের দায়িত্ব হলো আমরা যা করতে বলি তা গুরুত্ব সহকারে করা, আর আমাদের সাথে যোগাগোগ রাখা আশা করা যায় এই পন্থায় চিকিৎসা করতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে আপনার রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। আর এই সমস্ত রোগীদের জন্য সব থেকে ভালো কাজ করে জিনকে মেরে ফেলার দুই নাম্বার আমল। আর বাকি মেরে ফেলার তদবীর, যাদু নষ্ট করার তদবীর, আর শরীর বন্দের তদবীর তো থাকবেই।

একটা রোগীর ঘটনা

আমার মাদারীপুরের একটা রোগী বয়স বারো তেরো বছর হবে সমস্যা জিন তার শরীরে আসছে, সে আর যায় না, তাকে যাওয়ার কথা বললে সে বলে, আমি তো যেতে চাই কিন্তু যেতে পারি না, আমাকে বেধে রাখা হয়েছে। বার বার চেষ্টা করে যখন তাকে তার শরীর থেকে তাড়াতে পারলাম না। কি আর করার জিনকে মেরে ফেলার দুই নাম্বার তদবীর প্রয়োগ করলাম, ফরে তিন দিন পরেই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থ্য করে দিলেন।

আরো একটি ঘটনা

আমি এক বার একটা রোগী দেখতে ফরিদপুরে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম যে, রোগীর কি সমস্যা? তারা বলল যে, এর বালেগ হওয়ার পর থেকেই জিনের সমস্যা কিন্তু এখন যে সমস্যা রোগীর হচ্ছে, তাহলো সে সারা দিন বাড়ির যতো কাপড় আছে তা ধৌত করতে থাকে। আর বাড়িতে কোন লোক আসলে তাকে গোসল না করে ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না। স্বামী বলতেছিল, হুজুর! সারা দিন অফিসে কাজ করে ক্লান্ত অবস্থায় যখন বাড়িতে আসি শীত আর গরম নাই গোসল না করে ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না, এক মহাবিপদে আছি। যাহোক আমি রোগীকে বসিয়ে জিন হাজির করার দুআ-দুরুদ পাঠ করার সাথে জিন এসে হাজির হলো, তার সাথে অনেক সময় কথা বলার পরে, যে বিষয়টি জানা গেলো, তা হলো, সে এক কবীরাজের কথা বলে যে তাকে পাঠিয়েছে। আমরা তাকে বিদায় করার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু

তাতে কোন উপকার হলো না। ফলে তাকে মেরে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করলাম কিন্তু তাতেও তার কোন উপকার হলো না। এখন আমার চেষ্টা শেষের দিকে কি করবো দিশা পাচ্ছি না, এমন সময় মনের মধ্যে উদয় হলো একটা কৌশল, তা হলো জিনকে মেরে ফেলার ৩ নাম্বার কৌশল, আল-হামদুলিল্লাহ সাথে সাথে ফায়দা হলো রোগীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, রোগী ছাটা-ছাটি করতে শুরু করল বুজলাম যে ফায়দা হচ্ছে, ধরেই রাখলাম কিছু সময় পর রোগী বেহুশ হয়ে গেলো, আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী তারপরে রোগী সুস্থ্য হয়ে গেলো।

জিনকে পুড়িয়ে ফেলার উপায়

যদি কখনও এমন হয় যে, উপরের তদবীর প্রয়োগে কোন উপকার হয় না, তাহলে জিনকে পুড়িয়ে ফেলার তদবীর প্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম পন্থাঃ- এক মজলিসে ধারাবাহিক ভাবে ৩ বার সুরা বাকারা শোনাবে। তাহলে আশা করা যায় ঐ জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি এর দ্বারা রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ্য না হয় ,তাহলে একদিনে পরিপূর্ণ হদরের সাতে পূর্ণ কুরআন শরীফ রোগীকে শোনাবে অথবা কুরআনে যত আজাবের আয়াত আছে তা রোগীকে শোনাবে যত সময় না জিন মারা যায়।

দ্বিতীয় পন্থাঃ- রোগীর কানে ৭ বার আযান দিবে। সূরা সফফাত ,সূরা জিন, সূরা কুফ, সূরা র'য়াদ, সূরা তরেক,৭ বার করে পাঠ করে রোগীকে শোনাবে।

তৃতীয় পন্থাঃ- সূরা বরুজ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে অতঃপর তা রোগীকে পান করাবে ও মুখে ছিটিয়ে দিবে, এতে জিন জ্বলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ পন্থাঃ- সূরা ইয়াছিন ২বার, সূরা জিন ৩বার, পাঠ করে রোগীকে শোনাবে এভাবে মোট এক সপ্তাহ শোনাবে।

পঞ্চম পন্থাঃ- দুরুদে ইব্রাহিম ১১ বার, আয়াতুল কুরছি ১১ বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার, সূরা কাফিরুন ও এখলাস দুনোটাই এক সাথে ১১বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার ,সূরা ফালাক ৩৩বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার, সূরা নাস ৩৩বার,দুরুদে ইব্রাহিম ১১ বার, দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার পাঠ করে রোগীকে শোনাবে ।

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ . يونس/٨١

৩৩ বার, আবার দুরুদে ইব্রাহিম ১১বার পাঠ করে রোগীকে শোনাবে।

দূর থেকে জিনে ক্ষতি করে শরীরে হাজির হয় না এ বিষয় কিছু কথা

এখন কথা হলো, কিছু জিন আছে যারা রোগীর শরীরে ভর করে না কিন্তু দূর থেকে যাদুর মাধ্যমে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এর ফলে রোগীর শরীরে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা হলো, কারো শরীর জ্বালা-পোড়া করে, কারো পেটে বিভিন্ন সমস্যা হয়, যা ডাক্তার দেখিয়ে কোন ফায়দা হয় না কখনো মনে হয় যে, গ্যাসের সমস্যা কিন্ত ঔষধ খেলে কোন উপকার হয় না। আবার কারো দেখা যায়, শরীরে পোকার মতো কি জানি হাটা-চলা করতে থাকে, আবার কারো কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়, অনেকে আবার গান শুনতে পায়, কেউ কেউ আবার যৌন উদ্দিপনা মূলক কথা শুনতে পায়। এইরুপ বহু সমস্যা হয় জিনের কারণে মানুষের, তো এই ধরণের রোগী আসলে আমরা যে তদবীর দিয়ে থাকি তা হলো এইঃ

(১) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর বালিশের মধ্যে রেখে দিবে ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ يَطْرُقُ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا – فَهٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ وَاتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ – فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(২) নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে।

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان و هامة وعين لامة تحصنت بحصن

الف الف ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و صلى الله على النبي واله وسلم

(৩)নিম্নের তদবীরটি লিখে প্রথমটা ব্যবহারের ৭ দিন পর এটা কোমরে ব্যবহার করবে ।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(৪)নিম্নের দুআটি লিখে এক পিচ পানিতে ভিজিয়ে ৩ দিন সকালে খেতে হবে ,এভাবে মোট ২১ দিন। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

এই দুআর ব্যাপারে কিছু কথাঃ এই দুআটি আমার বইতে যখন লিখতে যাই, তখন মন বলে এই দুআর বিষয়েই একটা বই লিখে ফেলি, কারণ হলো আমার মনে হয়, এই দুআটি তদবীর জগতের গ্যাসের ঔষধ অর্থাৎ গ্যাসের ঔষধ যেমন সব রোগীর ক্ষেত্রে ডাক্তার নির্দ্বিধায় লিখে দেয়, তদ্রুপ প্রতিটি মুদাব্বিরেরও জরুরী যে, সে এই দুআটি প্রতিটি রোগীর জন্য নির্দ্বিধায় লিখে দিবে। কারণ এই দুআটি এমন কোন রোগ নাই যার জন্য কাজ করে না। আপনি যে রোগের জন্যই দেন, সে ফায়দা পাবে ইনশাআল্লাহ। যদিও সাত পিচ কাগজে লিখে দেওয়া কষ্টের কাজ কিন্তু আপনার রোগী ভালো হওয়া, আপনার সুনাম সব জাগায় ছড়িয়ে পড়ার জন্য এই দুআর বিকল্প নাই। যে সমস্ত রোগী শত শত মুদাব্বির দেখিয়ে উপকার পায় নাই আপনি তাকে লিখে দেন, দেখবেন কয়েক দিন পরেই আপরাকে কল দিয়ে বলবে যে, হুজুর খুব

আরাম পাচ্ছি। এটা যদিও যাদু নষ্ট করার তদবীর কিন্তু সব রোগের জন্য ভালো কাজ করে। এটা আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেব (দাঃ বাঃ) কে দেখেছি সব রোগীকে দেওয়ার জন্য, কোন সময় ব্যস্ততার কারণে লিখার সময় না হলে, আমাকে বলতো লিখে দেওয়ার জন্য, তখন ছাত্র ছিলাম লিখতে খুব কষ্ট হতো তাও লিখে দিতাম। হুজুরকে লিখে দিতে দিতেই আমার মুখস্থ হয়েছে। আর আপনারা যারা আমাকে ফলো করেন আপনাদেরকে বলি সবাইকে এই দুআ লিখে দিবেন।

(৫) এতে যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে রুপার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اَللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَاللهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ مُحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

(৬) নিম্নের তদবীরটি ২১ পিচ কাগজে বা কাফনের কাপড়ের উপর লিখে প্রতি দিন ১পিচ, শরিষার তেলে ভিজিয়ে ইষ্টিলের চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে নাকের আধা হাত নিচে রেখে নাকে ধোয়া নিবেন ।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায়,রোগীর শরীরে জিন ভর করলে মুদাব্বির কিছু পড়তে গেলে রোগীও কিছু পাঠ করে মুদাব্বিরকে ফুঁক দেয় এক্ষেত্রে আমরা কি করবো?

উত্তরঃ এই সমস্ত জিনকে প্রথমে শারীরিক ভাবে শাস্তি দিবে। যেমনঃ হাতের আঙ্গুল বাকা করে শাস্তি দিতে পারেন, আবার চেহেলকাফ ৭ বার পাঠ করে শরিষার তেলে ফুঁক দিয়ে তা দুই শাহাদাৎ আঙ্গুলে মেখে কানের মধ্যে দিয়ে চেপে ধরতে পারেন। আর এতে না শুনলে ডালিমের ডাল বা জিকা গাছের ডাল নিয়ে আয়াতুল কুরছি তিন বার পাঠ করে ঐ ডালে ফুঁক দিয়ে, মাটিতে কাল্পনিক মূর্তি একে তার উপর জোরে জোরে প্রহার করতে থাকবেন। আর মারার সময় নিয়ত করবেন যে, দুষ্ট জিনের হাত পা ভেঙ্গে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ এতে জিন খুবই কষ্ট পাবে এবং আপনার কথা শুনতে বাধ্য হবে। তবে এই কাজটি একটি রুমের মধ্যে করবেন, সেখানে থাকবে রোগীর আত্মীয় সজন ও আপনি যাতে এ চিকিৎসা নিয়ে কেউ বিদ্রুপ না করতে পারে।

প্রশ্নঃ হুজুর যে জিনগুলো দূর থেকে সমস্যা করে রোগীর শরীরে আসে না তাদের ক্ষেত্রে এই তদবীর ফায়দা দিবে কি না ?

উত্তরঃ জি প্রয়োগ করা যাবে এবং উপকার হবে।

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায়, রোগী দেখার সময় রোগীর শরীরে যে জিন আছে সে বলে যে আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই, তো এই জিন দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে কি?

উত্তরঃ এরা খুবই দুষ্ট মিথ্যা কথা বলে অধিকাংশ সময়, এদের দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না। তবে এখানে একটা কথা, যারা নতুন চিকিৎসা করতে যাবেন, তাদের মনে রাখা দরকার ঐ রোগীর শরীরের জিনেরা যদি বোজে যে আপনি নতুন, ভালো কোন অভিজ্ঞতা আপনার নাই। তাহলে তারা বলবে যে, হুজুর আপনার কথা আমার খুবই ভালো লেগেছে, আমি তওবা করে ভালো হয়ে যাবো আর আপনার সাথে আমি কাজ করতে চাই,এখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার কারামতি প্রকাশ হয়েছে, আর তাকে অবকাশ দেন তাহলে সে তখন বলবে যে, হুজুর আপনি অমুক মসজিদের মাঠি এনে আপনার শরীরে ব্যবহার করেন বা অন্য কোন কিছুর কথা বলবে আর আপনি যদি তার কথা মতো করেন তখন ঐ জিন আপনার শরীরে ভর করবে এবং আপনার বহু পরিমানে ক্ষতি করবে যা কল্পনাও করা যায় না। অতঃএব কখনো এই বুকামি করবেন না।

প্রশ্নঃ অনেককে দেখা যায় যে, দুআ-দুরুদ পরে জিন ছাড়িয়ে বা বন্ধী বা জবাই করে দেওয়ার পর আর কোন তদবীর প্রয়োগ করে না, তাদের রোগী সুস্থ্য থাকে আমরা কেনো তদবীর প্রয়োগ করি?

উত্তরঃ কুরআনের আয়াত বা হাদিসের দুআ লিখে রোগীর শরীরে ব্যবহার করা বা পানিতে ভিজিয়ে খাওয়ানোর এই পন্থা আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরাম থেকে চলে এসেছে, আর এর উপর বহু দলিল রয়েছে, তাই এক ব্যক্তির অপছন্দ করা বা পন্থা পরিবর্তন করার কারণে আমরা তা বাদ দিতে পারি না। আর এটা তদবীর জগতের একটা কৌশল যার দ্বারা রোগীর মন সুস্থ্য হয়ে যায়। আর চিকিৎসা জগতে রোগীকে প্রশান্তি না দিতে পারলে, তার মনকে সুস্থ্য না করতে পারলে রোগী সুস্থ্য হয় না তাই আমাদের দরকার আগে রোগীর মনকে সুস্থ করা যা তদবীর লিখে দেওয়ার মাধ্যমে হয়। আর যারা শুধু জিন ছাড়িয়ে দেয়, এরেপর আর তদবীর প্রয়োগ করে না এদের অধিকাংশ রোগী পরবর্তিতে আবার সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর জিন ছাড়ানোর পর আকাবিরদের দেখানো পন্থা অবলম্ভণ করলে, রোগী দীর্ঘ দিন সুস্থ্য থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ বোতলে জিন বন্ধি করার পর সে কি আর বের হতে পারে?

উত্তরঃ হাজারের মধ্যে দুই এক জন জিন বের হতে পারে, কারণ বোতল তো জেল খানার হুকুমে, আমরা দুনিয়ায় দেখি না! যে কিছু দুষ্ট লোক জেল থেকে পালায়, তো তদ্রুপই কোন কোন দুষ্ট জিন বোতল থেকে বের হতে পারে তবে অকিাংশই পারবে না।

হুজুর এই প্রশ্ন করার কারণ হলো, আমি একটা রোগী দেখার জন্য যাই, প্রথমে আমি তার থেকে কিছু জিনকে বোতলে বন্ধী করি, তারপর আবার তাকে জিনে আক্রমণ করে, এবার আমি বলি যে এই অঞ্চলে যদি কোন মুমিন জিন থেকে থাকেন, তাহলে আমাকে সাহায্য করেন? তখন একটা মুমিন জিন রোগীর শরীরে হাজির হয়, আর সে আমাকে বলে যে, আপনি যাদেরকে বোতলে বন্ধি করেছেন তাদেরকে বেশি দিন রাখতে পারবেন না। তারা অতিদ্রুত বের হয়ে যাবে। আসলে আপনার এই পন্থার উপর আমাদের কিলোকাল রয়েছে। কারণ হলো, এই জিনদের থেকে সাহয্য চাইলে আপনার দূর্বলতা জিনদের সামনে প্রকাশ পায়, আর তাদের অবাধ্যতা বেড়ে যায়, কুরআনের সূরা জিনের আয়াত থেকে এটা বুজে আসে,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا الجن/٦

অর্থঃ অনেক মানুষ অনেক জিনের কাছে আশ্রয় নিতো, ফলে তারা জিনদের দাম্ভিকতা বাড়িয়ে দিতো।

এই আয়াতের বিষয়, তাফসিরে মায়ারিফুল কুরআনে লেখা হয়ে জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ যখন কোন মরুপ্রান্তে অবস্থান করতো তখন তারা জিনদের কাছে

আশ্রয় চাইতো ফলে জিনরা মনে করল যে, আমরা মানুষ থেকে শ্রেষ্ট। ফলে তাদের দাম্ভিকতা বেড়ে গেলো ও পথভ্রষ্ট হলো। এর থেকে বুজে আসে আপনার এই পন্থাটি ঠিক না। আর আপনাকে যে বলেছে, তারা বের হয়ে যাবে, সে যে মুমিন জিন তার কোন প্রমাণ আপনার কাছে নাই, আমার মনে হয়, সে ঐ দুষ্ট জিনের একজন সে মুমিন সেজে আপনাকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

সপ্তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আমরা আজ সপ্তম দিনের ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেছি। গতকাল আমরা জিনের বিষয় কিছু কথা বলেছিলাম এবং কিছু কথা ছুটে গিয়েছিলো, প্রথমে আমরা তার সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলবো তার পরে মুল আলোচনা শুরু করবো।

যাদের শরীর জ্বালা-পোড়া করে বিশেষ করে ৪৫ বছর অতিবাহিত মহিলাদের এই সমস্যাগুলো হয় একটু বেশি। তাহলে আমরা তাকে নিম্নের দুআ লিখে দিবো পাশাপাশি আরো তদবীর প্রয়োগ করবো।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار ومافرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

সে তদবীর গুলো এই

(১) এই রোগীর জন্য সূরা তাকবীর এখলাসের সাথে পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিনে দুই বার করে ৪১ দিন খাবে, তাতে তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(২) আর এতেও যদি সে ভালো ফলাফল না পায়, তাহলে সূরা নাযিয়াত এর প্রথম পাঁচ আয়াত একশত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে দিনে দুই বার করে ৪১ দিন পান করলে সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ وَّ السّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ

কিছু রোগী কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়

এখন কথা হলো, যে সমস্ত রোগীদের জিনেরা দূর থেকে সমস্যা করে, তাদের এক প্রকার হলো, কানে কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়। এই কথা শোনাটা বিভিন্ন ধরণের হয়ে তাকে।

কেউ কেউ সূরা শুনতে পায়, কেউ কেউ গান শুনতে পায়, কেউ কেউ আছে কানে ডোল এর শব্দ শুনতে পায়, আবার কেউ শুনে যে, তোমার অমুক আত্মীয় তোমাকে ক্ষতি করার জন্য তাবিজ পুতে রেখেছে, আবার কারো এই সমস্যা চোখে দেখা দেয়। তারা চোখে দেখতে পায় যে, কিছু লোক এসে তাদের সম্পদ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আর তখন সে লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বের হয়, আর পরিবারের লোকেরা মনে করে যে,তার মাথায় সমস্যা হয়েছে, তথা সে পাগল হয়ে গেছে।

আমার এক রোগীর ঘটনা

আমার এক ছাত্র ভাই, আমাকে তার এলাকা তথা বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার এক গ্রামে একটা রোগী দেখার জন্য নিয়ে যায়। রোগীর বয়স ৬০-৬৫ হবে, তার হাতে একটা লাঠি, যার উপর ভর দিয়ে সে চলা-ফেরা করে, সে দেখতে পায় যে, গ্রামের কিছু ছোট ছেলেরা তার সুপারি গাছ থেকে সুপারি পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তখন সে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, লাঠি নিয়ে ঐ ছেলেদেরকে তাড়াতে যায়, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোথায় তারা সে উত্তর দেয় যে, ঐ যে সুপারি নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন গাছে সুপারিই নাই, আর এখন সুপারির মৌছুমও না।.

আর একটি রোগীর কথা ঘটনা

আমাকে চট্রগ্রাম থেকে এক সেনাবাহিনীর সদস্য আমাকে কল করে বলল, হুজুর! আমার স্ত্রী সব সময় যৌন উত্তেজনামূলক কথা শুনতে পায়, সে শুনতে পায় যে, আমার একটা ভাই আছে, তার সাথে তাকে সহবাস করার কথা আর এতে সে উত্তেজনাও অনুভব করতে পারে। বহু চিকিৎসক দেখিয়েছি কিন্তু কোন উপকার পাচ্ছি না। আমি কিছু দিন চিকিৎসা করার পরে সে আমাকে বলল, হুজুর আপনি একটু ভালো ভাবে পরিক্ষা করে দেখেন যে, এর মধ্যে আমার ভাই এর কোন হাত আছে কি না? যদি থাকে তাহলে আমি আমার ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলবো কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটা তার একটা রোগ যা জিনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

আসলে এই সমস্যা কেন হয়?

আমি ডাক্তারী বই ও তদবীরের বই অধ্যায়ন করে যা বুজেছি, তাহলো এটা দুটি কারণে হতে পারে।

(১) মানুষিক রোগের কারণে

(২) জিনের কারণে

মানুষিক সমস্যা মানুষের কানে হতে পারে, আবার কারো মেধায় হতে পারে, আবার কারো চোখে হতে পারে।

কানে মানুষিক সমস্যা হলে, সে বিভিন্ন কথা, গান ইত্যাদি শুনতে থাকে। আর চোখে হলে বিভিন্ন জিনিস সে দেখতে থাকে। আর যদি মেধায় হয়, তখন ঘনো কথা, বকা দেওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

এই একই সমস্যাগুলো জিনের কারণেও হতে পারে। কিন্তু সমস্যা যেটা হয়, তাহলো এটা কি মানুষিক সমস্যার কারণে হয়েছে? না জিনের কারণে হয়েছে এটা বুজা হয়ে দাড়ায় অনেক কঠিন।

তাই এই সমস্যার জন্য আমার পরামর্শ হলো, ডাক্তারি চিকিৎসা করবে এবং তদবীরি চিকিৎিসাও করবে তাহলে অতিদ্রুত সুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কানে কথা শুনলে যা করবে

যদি কেউ কানে বিভিন্ন কথা শুনতে পায়, তাদের জন্য এই আমলটি খুবই উপকারকারী। তবে এর সাথে জিনের অন্য তদবীরও প্রয়োগ করবেন, পাশাপাশি এটা এখলাসের সাথে করবেন। কিছু তুলা নিয়ে তাতে আয়াতুল কুরছি তিন বার বা পাঁচ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা কানের ভিতরে দিয়ে রাতে ঘুমিয়ে থাকবে। এভাবে ২১ দিন, সমাধান না হলে ৪১ দিন করবে। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

এটা একটা উৎকৃষ্ট পন্থা কিন্তু কিছু সময় এই পন্থা অবলম্বন করার পরেও তেমন ফায়দা হয় না। এক্ষেত্রে আমরা বলি যে, রোগীর চিকিৎসা আমরা দুই ভাবে করি এটা হলো তার রোগের চিকিৎসা, আর একটা হলো, তার মনের

চিকিৎসা, আপনি যদি রোগীকে শুধু রোগের চিকিৎসা দেন, তার মনের চিকিৎসা না দেন, সে ক্ষেত্রে সে আপনার চিকিৎসা প্রতি তেমন আস্থাশীল হবে না। এই জন্য প্রত্যেকেরই দরকার রোগীর মনের চিকিৎসাও করা। তা কিভাবে করতে হবে সেটা আপনারই বুজে নিতে হবে।

যেমন ধরুণ, কারো কোন এক অসুস্থতা দেখা দিলো, তো সে আপনাদের সকলের নিকট চিকিৎসার জন্য গেলো, আপনারা সকলে তাকে তদবীর লিখে দিলেন ব্যবহার করার জন্য, খাওয়ার জন্য, তাতে তেমন তার কোন উপকার হলো না। এখন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে আসলো, আমিও যদি তার কথা শুনে তাকে ব্যবহারের জন্য তাবিজ ও খাওয়ার জন্যে লিখে দেই। তাহলে তার মনের চিকিৎসা হলো না, কারণ হলো সে মনে মনে ভাববে যে, অন্য মুদাব্বিররা যা করছে, এই হুজুরও তো তাই করলো এতে আমার কি ফায়দা হবে। আবার অনেকে তো বলেই ফেলে যে, হুজুর খেতে খেতে আর ব্যবহার করতে করতে অতিষ্ট হয়ে গেছি। অন্য কোন ব্যবস্থা থাকলে তা করেন। এই সময় আমার কাজ হলো তুলারাশি ব্যবহার করা, তার মাধ্যমে তার কি কি সমস্যা হয়েছে তা তাকে জানানো এবং ইনশাআল্লাহ শব্দ দ্বারা সে দ্রুত সুস্থ্য হবে এই সুসংবাদ দেওয়া। এই তুলারাশি দ্বারা যখন আপনি তার সমস্যাগুলো বলবেন, তখন তার মন প্রশান্তি পাবে যে, এবার ঠিক হুজুরের কাছে এসেছি, আল- হামদুলিল্লাহ এবার আমি সুস্থ্য হয়ে যাবো।

এখন কথা হলো রাশির তো ইসলামে কোন অস্তিত্ব নাই। তো তদবীর জগতে রাশি নিয়ে এতো আলোচনা কেনো?

বাস্তব কথা হলো, ইসলামে রাশির কোন অস্তিত্ব নাই এবং রাশির যে ব্যাখ্যা বইতে লিখা হয়েছে, আর যা পত্রিকায় প্রচার করা হয় তা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ শিরক। যেমনঃ বইতে লেখা আছে, ধরুণ আপনার মেষ রাশি, তো এই লোকের তিনটা বিপদ আছে, তা থেকে বেচে গেলে সে একশত বছর বাঁচবে এবং অমুক দিনে ব্যবসার জন্য সফর করলে লাভবান হবে। এগুলো সব শিরেকী কথা যা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত থাকতে হবে।

তবে আমরা যে তুলারাশি ব্যবহার করি তার ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ার মধ্যে বহু মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে দিয়েছেন আলাদা আলাদা গুণাগুণ। এই বৈচিত্রময় মানুষের মধ্য থেকে এক প্রকার মানুষ আছে এমন, যাদের হাতে আয়না দিয়ে কিছু দুআ পাঠ করলে, তারা ঐ আয়নার মধ্যে কিছু দেখতে পায় এবং তাদের হাত মাটিতে রেখে কিছু দুআ পাঠ করলে তাদের হাত চলা শুরু করে। এই গুণাগুণের মানুষগুলোকে তদবীরি

পরিভাষায় তুলারাশি বলা হয়। এটা কিন্তু হিন্দয়ানী কালচারের তুলারাশি না। এর একটা প্রমাণ হলো, হিন্দুয়ানী কালচারে যাকে তুলারাশি বলা হয়, তার গুণাগুণে কিন্তু বলা হয় নাই যে, যে ব্যক্তি তুলারাশি হবে, তার হাত চলবে এবং আয়নায় বিভিন্ন জিনিস দেখতে পাবে।

এই যোগ্যতা যে, অনেক মানুষকে দেওয়া হয়, এর একটা প্রমাণ হলো জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস কিতাবে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) লিখেছেন তাবেয়ীনদের জামানায় এক ব্যক্তি ছিলো এমন যে, আপনার হাতের মুঠের মধ্যে কয়েকটি পাথর নিয়ে মুঠ বন্ধ করে আপনি যদি তাকে বলেন যে, বলেন তো এর মধ্যে কয়টি পাথর আছে? সে সাথে সাথে তা বলতে পারতো।

আমার কাছে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করতো এক যবক তার তথ্য আছে, যাকে আপনার বাড়িতে আসার অনুমতি দিলে, সে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার বাড়িতে কি কি আছে চোখ বন্ধ করে দেখে বলে দিতে পারতো। আল্লাহ তা'য়ালা ছেলেটিকে নিয়ে গেছে, তাকে জান্নাত নছিব করুণ।এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা বুজা যায় যে, এইরুপ ব্যক্তি বাস্তবেই থাকা সম্ভব।

তুলারাশি দ্বারা কি কাজ করতে হয়

আমরা তুলারাশি ব্যবহার করি দুই কারণে, (১) রোগীর মনকে সান্তনা দেওয়ার জন্য। কারণ একজন রোগীর দুই ধরনের চিকিৎসা করতে হয়, একটি হলো তার মনকে সান্তনার চিকিৎসা, আর একটি হলো রোগের চিকিৎসা, আপনি তার মনকে সান্তনা না দিলে রোগের চিকিৎসায় তেমন ফায়দা হবে না। (২) জিনকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য। কারণ হলো, যখন আমরা তুলারাশির হাতে আয়না দিয়ে যখন দুআ পড়ি ও তার হাত কাপে এবং আমরা একটা বোতল নিয়ে আয়নার সামনে নিয়ে কিছু পড়ে বোতলের মুখ আটকাই আর তুলারাশি বলে যে, একজন বন্ধি হয়েছে, তখন ঐ জিন হয়তো বাস্তবে বন্ধি হয়েছে আর না হয় আশে পাশে ছিলো এই অবস্থা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে, কারণ হলো সে তো আর গোয়েব জানে না। সে তখন মনে মনে ভাববে যে, কাকে না জানি বন্ধি করেছে আমাকেও বন্ধি করবে। অতঃএব আমি পালাই, ফলে সে চলে যাবে আর আমার রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে। এখন বন্ধি হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আমার উদ্যেশ্য সফল হয়ে গেছে, আর তা হলো রোগীকে সুস্থ্য করা।

তুলারাশি কে তা কিভাবে আমরা বুজবো?

১. যে কোন ব্যক্তির ডান হাত মাটিতে রেখে নিম্নের আয়াত তিন বার পড়ে হাতে ফুঁক দিবে, যদি তুলারাশী হয়, তাহলে অবশ্যই তার হাত চলা শুরু করবে, ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

২. যে কোন ব্যক্তির হাত মাটিতে রেখে পাঁচকলি টুপি হাতের উপর রাখলে, যদি সে তুলারাশী হয় তাহলে অবশ্যই তার হাত চলতে থাকবে।

৩. সূরা ফাতেহা তিন বার বা একবার পাঠ করে হাতের উপর ফুঁক দিলে তার হাত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৪.আরেকটি পন্থা হলো, হরফের মান দিয়ে পরিক্ষা করা। যেমমঃ আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস ছালাম, তার মায়ের নাম ফুলজান, আমার উস্তাদ তুলারাশি। বের করার পন্থা হলো, "ছ" এর মান হলো ৩২ আর "ফ" এর মান হলো, ৬২ তো এই দুইটাকে যোগ করলে হয় ৯৪, আর ৯৪ কে ১২ দিয়ে ভাগ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৭। সুতরাং এই ভাবে যে কোন ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর এবং তার মায়ের নামের প্রথম অক্ষর এর মান বের করে তাকে যোগ দিয়ে যোগ ফলকে ১২ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগ শেষ যদি ৭ থাকে তাহলে সে তুলারাশি হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই তুলারাশির মধ্যে রয়েছে আবার অনেক ধরণের কেউ কেউ তুলারাশি ঠিক কিন্তু তার হাত চলে না আয়নায় দেখতে পায় না এর দ্বারা কোন উপকার হবে না। আবার অনেকে আছে হাত চলে কিন্তু আয়না দেখতে পায় না। এদের দ্বারা আপনি আয়নার কাজটি করাতে পারবেন না। আর শত চেষ্টা করলেও এদেরকে দেখানো যায় না। আর অনেকে আছে ভালো দেখতে পায়, আবার অনেকে ভালো দেখতে পায় না। মোট কথা সবাই সমান ধরণের উপকারে আসে না। আবার অনেকে তুলারাশি ঠিক কিন্তু বিশ-ত্রিশ বছর কখনও কাজ করে নাই, এখন পরিক্ষা করে দেখে যে সে তুলারাশি, এরাও কিছু দেখতে পায় না।

তুলারাশির গুনাগুণ কি নষ্ট করা যায়?

১.এই তদবীর জগতে জানার কোন শেষ নাই, যদি প্রশ্ন করে যে, তুলারাশির হাত কি নষ্ট করা যায়? উত্তরে বলবো, হ্যা নষ্ট করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো নষ্ট করলে আমরা তার সমাধান কিভাবে করবো?

তুলারাশির হাত নষ্ট করলে সমাধান করার নিয়ম হলো

আপনি তুরারাশিকে আপনার সামনে বসিয়ে তার হাত মাঠিতে রেখে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে ফুঁক দিবেন, এভাবে কয়েক বার করলে আশা যায় সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتّٰى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَأَلْقٰى مُوسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوسٰى وَهَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অত:পর

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ،

২. এতে যদি সমাধান না হয়, তাহলে নিম্নের পন্থা অবলম্বন করবে।

أَمْ أَبْرَمُوْا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ. الزخرف/٧

এই আয়াত সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবে তারপর-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, অতঃপর সূরা ফালাক নাস সূরা এখলাস তিন তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিবে এতে সমস্যা দূর হয়ে সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু কথাঃ নতুন যারা তুলারাশি পরিক্ষা করার নিয়ম শিখেছেন, প্রথম পর্যায় আপনার যে সমস্যা হবে তা হলো, আপনি নতুন কাউকে পরিক্ষা করতে গেলে, সে হয়তো হঠাৎ কয়ে বেহুশ হয়ে যেতে পারে, তার হাত শক্ত হয়ে বাকা হয়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনি যে বেহুশ হয়ে যাবে কয়েক মিনিট পর তাকে নাম ধরে ডাক দিলে তার হুশ ফিরে আসবে। আর যার হাত বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তার হাত কয়েক মিনিট মালিশ করলে ঠিক হয়ে যাবে।

একটি ঘটনা

আমি একবার, নতুন নতুন রোগী দেখার জন্য ভোলা যায়। গিয়ে রোগী দেখতেছি, সেই বাড়িরই একটা ছেলে আমাকে বলল যে, হুজুর! আমার হাতটা পরিক্ষা করে দেন। আমরা তখন অনেক উচু একটি খাটের উপর বসে কাজ করতেছিলাম, ছেলেটিকে বল্লাম তোমার হাত এই স্থানে রাখো, সে তার হাত রাখলে আমি দুআ পাঠ করে তার হাতে ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে ঐ ছেলের হাত শক্ত হয়ে সামনের দিকে না এসে, পিছনের দিকে হাত গিয়ে ঐ খাট থেকে পড়ে যায়। আমরা কেউ তাকে ধরারও সুযোগ পাই নাই। ফলে ছেলেটি বেহুশ হয়ে যায়, তারপর তাড়াহুড়া করে দুআ-দুরুদ পাঠ করে তাকে ফুঁক দিলে সে সুস্থ হয়। এইরূপ হঠাৎ করে আপনিও বুকা হয়ে যেতে পারেন, তাই আগে থেকে সতর্ক থাকবেন, তাহলে আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না।

তুলারাশির প্রয়োজনীয়তা

তুলারাশি তদবীর জগতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় না, কোন মুদাব্বির যেনো এমন না হয় যে, সে যে কোন রোগী দেখতে তুলারাশির প্রতি মুহতাজ হয়। যার ফলে, যে তুলারাশিকে সে ডাকে, তার মান বেড়ে যায় এক পর্যায় এমন হয় যে, আপনাকে রোগীরা যা হাদিয়া দেয় তা থেকে তুলারাশিকে বেশি দিতে হয়। অথচ এই রোগী আপনার সুনাম শুনে এসেছে, আপনার কথা কাজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এসেছে কিন্তু মান দেখাচ্ছে তুলারাশি। যে সমস্ত তুলারাশি এইরূপ করবে তাদেরকে কাজের জন্য ডাকবেনই না। আপনি আরো যে পন্থায় কাজ করা যায়, সে পন্থা অবলম্বন করবেন। মনে রাখবেন তুলারাশি দ্বারা রোগী সুস্থ্য হয় না সুস্থ্য হয় আপনার ঝাড়-ফুঁক ও দুআ-দুরুদ লেখে দেওয়ার ফলে। আর যে-তুলারাশি মান দেখায় তাকে আপনি না ডাকলে দেখবেন যে, তার ঐ অঞ্চলে কোন কাজই নাই। তবে যদি এরা ভালো হয়, আপনাকে সম্মান করে, হাদিয়া যা দেন তাই নেয়, তাহলে প্রয়োগ করা যেতে পারে রোগীর মনকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য।

আয়না পড়ার নিয়ম

আয়নার উপর, প্রথমে যার রোগ পরীক্ষা করার ইচ্ছা করবে, তার নাম এভাবে লিখবে। যেমন:- হে আল্লাহ আব্দুল্লাহ এর কোন মানুষ বা জ্বীনের ক্ষতি থাকলে তা দেখিয়ে দেন, তার নিচে লিখবে-

اَللّٰهُمَّ اَنْظِرْنَا مَا ضَرَّهٗ اَوْ ضَرَّهَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ

অতঃপর নিম্নের আয়াত তিন বার পড়ে আয়নার উপর দম দিবে। আয়াতটি এই-

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

আয়না পড়া জানার পরে সতর্কতা

নতুন যে সমস্ত ভায়েরা আয়না পড়া শিখবেন, তাদের মনে রাখার কথা হলো, আপনার গ্রামে কিছু চুরি হলে বা কেউ চুরির তদবীর নিতে আসলে আপনি আয়না পড়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চোর বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ হলো, ইসলামে চোর সাব্যস্ত করার জন্য চার জন্ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, আর আপনি এক জন তুলারাশির আয়নার মধ্যে কি দেখেছে তার উপর ভিত্তি করে কাউকে চোর সাব্যস্ত করতে পারেন না। তাই চোর ধরার জন্য কখনও আয়না পড়বেন না। তবে চোরের জন্য যে তদবীর গুলোতে বলা আছে যে, প্রয়োগ করলে মাল রেখে যাবে ইত্যাদি তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আয়নায় জিন হাজির করে বোতলে বন্ধি করার উপায়

তুলারাশি যখন দেখবে যে, আয়নার মধ্যে দুষ্ট জিন হাজির হয়েছে, তখন একটি বোতলের মুখ খুলে আয়নার কাছে ধরে, আপনি একবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করে ঐ আয়নার উপর আঙ্গুল দিয়ে টুকা দিবেন, ফলে তুলারাশি দেখবে যে, জিন বোতলে চলে গেছে, যখন তুলারাশি বলবে যে, জিন বোতলে চলে গেছে তখন আপনি বোতলের মুকটি বন্ধ করে দিবেন। আর বন্ধ করার সময় পাঠ করবেন-

وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

তাহলে আশা করা যায় যে ঐ জিন আর কোন দিন বের হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

জিন যদি রোগীর শরীরে থাকে তুলারাশি দ্বারা বন্ধি করা যাবে কি না?

তুলারাশি প্রয়োগ করবেন, যাদের শরীরে জিন নাই, দূর থেকে ক্ষতি করে বা বাড়িতে গেলে রোগীর শরীরে হাজির হয় কিন্তু মুদাব্বিরের কাছে আসলে আর হাজির হয় না অথবা কাউকে যাদু করা হয়েছে বহু চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু ফায়দা হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যাদের শরীরে জিন হাজির আছে তাকে ছাড়ানো, তার সাথে কথা বলা, তাকে জবাই করে দেওয়া বা বোতলে বন্ধি করার যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রয়োগ করবেন। তুলারাশি দ্বারা এক্ষেত্রে তেমন ফায়দা পাওয়া যাবে না।

জিনেরা দূর থেকে রোগীদের যে সমস্যগুলো করে

জিনেরা দূর থেকে রোগীদের অনেক সমস্যা করতে পারে, তবে তার মধ্যে বেশি যে, সমস্যা করে তার মধ্যে একট হলো রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করে দেয়, ফলে সে আর কথা বলতে পারে না।

আমার জীবনের সর্বপ্রথম রোগী যে কথা বলতে পারে না

২০১৫ সালের কথা, আমি শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় ইফতা পড়ি, পাশাপাশি তখন ঐ মাদ্রাসায় কোন উস্তাদ তদবীর করতো না কিন্তু রোগী আসতো অনেক, তাই আমি রোগী দেখা শুরু করি। এই খবর পেয়ে এক লোক এসেছে যে, হুজুর আমার মেয়েটা এই মাদ্রসার মহিলা শাখায় পড়া-লেখা করে সে হঠাৎ করে কথা বলতে পারতেছে না কি করতে পারি? আমি বল্লাম তাকে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে, সে বলল ঠিক আছে চলেন, আমি তার সাথে তাদের বাড়িতে গেলাম জিজ্ঞাসা করলাম কি সমস্যা হয় মেয়েটির, সে বলল যে, হুজুর মেয়েটি ভালো থাকে, সব কিছু স্বাভাবিক আছে হঠাৎ করে কথা বলতে পারে না। তখন সে খাতায় লিখে তার খালামনিদের দেখায় যে, আমি কথা বলতে পারতেছিনা আমার বাড়িতে কল দেন, ফলে তারা কল দেয়। আজও তাই হয়েছে, অনেক বার এইরুপ হয়েছে হুজুরদের থেকে পানি পড়া এনে খাওয়ালে দুই তিন দিন পর সুস্থ্য হয়। তাই আমি এবার চাচ্ছি যে, ভালো চিকিৎসা করানোর জন্য তাই আপনাকে নিয়ে আসা। কি করবো মনে মনে ভাবতেছি কারণ এর আগে এইরুপ রোগী দেখি নাই, তাই নিরুপায় হয়ে আমর উস্তাদ মাওলা আব্দুস ছালাম সাহেব (দা.বা.) কে কল দিলাম, রোগীর অবস্থা বল্লাম হুজুর বলল, যাদুর তদবীর প্রয়োগ করো ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হুজুরের পরামর্শ

আমার মন মতো হলো না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিলো যে, রোগীকে এখনই সুস্থ্য করে ফেলবো। তাই রোগীকে বসিয়ে জিন হাজির করার যে তাবীজ আছে তা লিখে তার কাছে দিয়ে বসিয়ে রাখলাম। আর এদিকে হুজুর যে তদবীর এর কথা বলছে তা লিখতে শুরু করলাম। মনের নিয়ত হলো, যদি জিন হাজির হয় তাহলে তো আল-হামদুলিল্লাহ, আর যদি না আসে, তাহলে এই তদবীরগুলো ব্যবহার করবে। এভাবে অনেক সময় চলে গেলো জিন হাজির হওয়ার কোন আলামত দেখতে পেলাম না, কিছু সময় পর জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি? কথা বলল না, একই অবস্থায় থাকলো। কি করার রোগী আমাদের সামনে বসা আর আমি তদবীর লিখতেছি। এভাবে এক ঘন্টা চলে গেলো আমার তদবীর লেখাও শেষ, তার পিতাকে বল্লাম যে মেয়েকে ভিতরে নিয়ে যান, যখন সে তাকে ভিতরে নেওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করছে এখন আর সে উঠে না। ফলে বুজলাম যে, জিন এসে হাজির হইছে। আমি খাটের উপর বসা ছিলাম নেমে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি? সে কথা বলে না, তাপর কিছু শাস্তি দেওয়ার পরে কথা বলল, জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি কেনো এসেছো? সে তার নাম বলল, আর বলল যে, এই মেয়ে সন্ধার সময় একা একা মাদ্রাসায় যাচ্ছিল, রাস্তায় ওর সাথে আমার দেখা হয়, ওকে দেখে আমার পছন্দ হয় তাই এসেছি। বল্লাম কি করবা এখন রোগী ছেড়ে যাবা? উত্তর দিলো, না আমি যাবো না। বল্লাম তাহলে শাস্তি ভোগ করো কিছু শাস্তি দেওয়ার পরে সে বলল যে, আমি চলে যাবো, আমি তার কাছ থেকে আর না আসার ওয়াদা নিয়ে বিদায় করে দিলাম। রোগী দৌড়ে গিয়ে বাড়ি আঙ্গিনায় মাটিতে পরে গেলো, সুস্থ্য হওয়ার পর আশ্চায্য হয়ে বলল যে, আমার বোরকায় মাটি কেনো? অর্থাৎ সে যে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে এসেছে তার সাথে এতো কিছু করা হয়েছে তার সে কিছুই জানে না।

রোগী কথা বলতে না পারলে তদবীর

অনেক রোগী আছে, যারা কথা বলতে পারে না, যেমন কেউ আছে যে, তাকে জিনে আছর করার পর থেকে আর কথা বলতে পারে না, অনেকে আছে জিনে আছর করলে কথা বলতে পারে না এবং তার চোখ দিযে পানি পড়তে থাকে, আবার অনেকে আছে, জিনে আছর করেছে কোন মুদাব্বির যখন জিন ছাড়ায় জিন চলে যাওয়ার পর আর কথা বলতে পারে না। যে কারণেই হোক যদি কথা বলতে না পারে, তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে ইনশাআল্লাহ কথা বলতে পারবে।

১. অনেক সময় জিন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করে ফেলে। এমতাবস্থায় كٓهٰيٰعٓصٓ ২৩ বার, حمعسق ২০বার, طٰهٰ --- لِتَشْقٰى পর্যন্ত ২ বার. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ২ বার,
بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ
২ বার এবং সুরা ইয়াছিন প্রথম মুবীন একবার পড়ে পানিতে দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়ে পানিতে দম দিয়ে উক্ত পানি রোগীর মুখের মধ্যে দিয়ে ১০/১৫মিনিট রেখে খেয়ে ফেলতে বলবে। রোগী মুখের মধ্যে পানি রাখতে না চাইলে, জোরপূর্বক রাখতে বাধ্য করবে, ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে কথা বলতে পারবে।

(২) এই পন্থায় যদি ফায়দা না হয়, তাহলে রোগীর জিহ্বার উপর শাহাদাৎ আঙ্গুল দিয়ে-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا

বেজড় সংখায় পাঠ করে তার মুখের ভিতর ফুঁক দিয়ে রোগীকে আল্লাহ বলতে বলবে, এরূপ কয়েক বার করলে আশা করা যায় রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(৩) যদি উক্ত অবস্থায় ফায়দা না হয়, তাহলে রোগীর বাম কানে সাত বার আযান দিবে, আর যাদু নষ্ট করার যে আয়াতগুলো আছে তথা-

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى الخ

পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিতে থাকবে, আশা করা যায়, কিছু সময় এরূপ করলে রোগীর জবান খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো উপরে আছে সেখান থেকে বা জিন জাতির সব ক্ষমতা শেষ বই থেকে দেখে নিবে।

(৪) রোগীকে বলতে বলবেন আল্লাহ, তার মুখের আলামত দেখে দেখা যায় যে সে, কথা বলতে চায় কিন্তু পারতেছে না। এক্ষেত্রে করণীয় হলো আপনি তার পিঠে থাবা দিয়ে বলবেন-

لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

এভাবে কয়েক বার করার পরে আপনি তাকে আল্লাহ বলতে বলবেন, সে যখন আল্লাহ বলতে যাবে তখন আপনি আসতে করে তার পিঠে থাবা দিবেন এতে তার মুখ থেকে আল্লাহ শব্দ বের হবে, এরপর থেকে সে কথা বলতে পারবে।

জিনের রোগী চোখে না দেখলে যা করবেন

অনেক রোগী আছে, যারা হঠাৎ করে চোখে দেখতে পারে না, ডাক্তারী কোন সমস্যা নাই। তদবীর জগতে পরিক্ষা করলে দেখা যায় যে তার জিনের সমস্যা বা যাদুর সমস্যা, আবার অনেকের শরীরে জিন ছিলো আপানি জিন ছাড়ানোর পরে রোগী বলে যে আমি চোখে দেখতে পারতেছি না। সেক্ষেত্রে এখলাস এর সাথে নিম্নের তদবীরগুলো প্রয়োগ করবেন আশা করা যায় ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

যদি জিন ছাড়ানোর পরে রোগী আর চোখে দেখতে না পায়, তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে।

(১) জিন রোগীর চোখের কোন ক্ষতি করলে, একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সুরা সফ্‌ফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে, রোগীর চোখে দম করবে, আর পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীর চোখ ধৌত করায় দিবে, আশা করা যায়, চোখের জোতি শক্তি ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

(২) যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে যাদু নষ্ট করার যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তথা-

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى الخ

পাঠ করে চোখে ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা চোখ ধৌত করে দিবে আশা করা যায় চোখের সমস্যা দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

জিনের কারণে মাথা ব্যথা

অনেক ক্ষেত্রে জিন চলে যাওয়ার সময়, যাদুর দ্বারা রোগীর মাথা ব্যাথা তৈয়ের করে দিয়ে যায়, যদি এরুপ অবস্থা হয়,তাহলে সাথে সাথে মাথা চেপে ধরে নিম্নের আয়াত ও দোয়া পাঠ করে ফুঁক দিবে । আর যদি অন্য কোন কারণেও হয় তাহলেও এই তদবীরগুলো ফায়দা দিবে ইনশাআল্লাহ। মাথা চেপে ধরে নিম্নের আয়াত তিন বার ও দোয়া ৭ বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিবে।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

শরীরে যে কোন স্থানে ব্যথা হলে তদবীর

যদি কারো শরীরের কোন স্থানে ব্যথা হয়, তাহলে ঐ আয়াত ও দুআ এক পিচ কাগজে জাফরান কালী দ্বারা লিখে শলিষার তেলে ভিজিয়ে তার মধ্যে

হালকা লবণ দিয়ে ব্যথা স্থানে মালিশ করবে, এভাবে ৭ দিন করলে ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

জিন ছাড়ানোর পরে যে তদবীর দিবেন

ডাক্তার বলেন, কবিরাজ বলেন, আর মুদাব্বির বলেন, সবারই কিছু নির্ধারিত ঔষধ, কিছু নির্ধারিত তদবীর অধিকাংশ রোগীকে দেওয়ার জন্য থাকে। তদ্রুপ আমিও জিনের প্রাই সব রোগীকে নিম্নের তদবীরগুলো দিয়ে থাকি, আর এতে আমি খুব ভালো ফলাফল পেয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ।

(১) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীর বালিশের মধ্যে রেখে দিবে ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ يَّطْرُقُ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا - فَهٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ وَاتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِيْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(৩) নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে ।

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان و هامة وعين لامة

تحصنت بحصن الف الف ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

وصلى الله على النبي واله وسلم

(৩) নিম্নের তদবীরটি লিখে প্রথমটা ব্যবহারের ৭ দিন পর এটা কোমরে ব্যবহার করবে ।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(৪)নিম্নের দুআটি লিখে এক পিচ পানিতে ভিজিয়ে ৩ দিন সকালে খেতে হবে ,এভাবে মোট ২১ দিন ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

(৫) এতে যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে রুপার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اَللهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا

تَفْعَلُوْنَ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَاللهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

(৬) নিম্নের তদবীরটি ২১ পিচ কাগজে বা কাফনের কাপরের উপর লিখে প্রতি দিন ১পিচ, শরিষার তেলে ভিজিয়ে ইষ্টিলের চামুচের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে নাকের আধা হাত নিচে রেখে নাকে ধোয়া নিবেন ।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار واخوانهم واحبابهم

জিনের রোগীরা যে সমস্যার কথা বলবে, তার তো চিকিৎসা দিবেন যেমন কেউ বলল যে তার মাথা ব্যথা, তাকে তো মাথা ব্যথার তদবীর দিবেন পাশাপাশি উপরের তদবীরগুলোও দিবেন।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ তুলারাশির আয়না দেখা বা হাত চলা নষ্ট করা যায় কি?

উত্তরঃ তুলারাশির হাত নষ্ট করলে তা কিভাবে সমাধান করতে হবে তা নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে, তবে ঐ পন্থায় যদি সমাধান না হয়, তাহলে আপনার যে উস্তাদ তাকে কল করে সমস্যার কথা বললে, সে যা মনে চায় পড়ে ফুঁক দিলে ভালো হয়ে যাবে। সে সূরা নাস বা ফালাক পড়ে ফুঁক দিলেও সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ হুজুর আপনি যে তদবীরগুলো রোগীকে দেওয়ার জন্য বলেছেন, তার মধ্যে কোনোটার ক্ষেত্রে লেখা আছে যে, এটা ৭ দিন পরে বা ১৪ দিন পরে, এই সবগুলো যদি আমি একটা কাগজে লিখে একবারে কোমরে দিয়ে দেই তাহলে কি ফায়দা হবে?

উত্তরঃ উত্তর দেওয়ার আগে একটা গল্প বলি, হোমিও চিকিৎসার অনেক ঔষধে সময় দেওয়া আছে যে, এই সময়ের মধ্যে এই ঔষধ এই রোগটাকে দূর করবে, কিন্তু রোগী ঔষধ নিয়ে কয়েক দিন খাওয়ার পরে আবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে যে, কি ঔষধ দিলেন একটুও কুমলো না। ডাক্তার বলে আচ্ছা ঠিক আছে বসেন দেখতেছি, তখন সে এক শিশি পানিতে একটু ইয়াছিট দিয়ে রোগীকে বলে যান এটা দুই বার করে খাবেন আর আগেরটা চলবে তো রোগী বাড়িতে এসে ঔষধ আবার খাওয়া শুরু করে, কিন্তু এবার যেটা তাকে দিয়েছে

এটা কিন্তু ঔষধ না, তবে হালকা ইয়াছিট খেলে রুচি বাড়ে। এবার বোজেন তদবীর জগতেও কিছু রোগী আছে, যাদের আলোচনা দ্বারা বুজা যায় যে, এরা সুস্থ্য হতে সময় লাগবে, তাদের জন্য আমরা এই নিয়ম করেছি, যাতে সে তদবীরেরে কোর্সটা পূর্ণ করে। আর তাকে একটা তাবিজ দিলে সে কয়েক দিন ব্যবহার করে আরেক জনের কাছে চলে যাবে যে, সুস্থ্য হচ্ছি না কি আর করা ভালো কাউকে দেখাই।

এভাবে তদবীর দেওয়ার আরেকটি কারণ, মহিলা রোগীকে যদি আপনি একটা তদবীর লিখে দেন, তাহলে তার আপনার প্রতি আস্থা হবে না। মনে করবে যে, কি মুদাব্বিরের কাছে আসলাম যে, মাত্র একটা তদবীর দিলো।

প্রশ্নঃ তদবীরের দুআগুলো রোগীকে লিখে দেওয়ার সময় কি যবর যের দিতে হবে?

উত্তরঃ না যবর যের দিতে হবে না ।

প্রশ্নঃ হুজুর আপনি বলেছেন যে, তুলারাশি পরিক্ষা করার জন্য মাটিতে হাত রাখতে হবে কিন্তু শহরে তো মাটিওয়ালা জাগা খুব কম সেক্ষেত্রে কি করতে পারি?

উত্তরঃ যে কোন স্থানে হাত রেখে দুআ-দুরুদ পাঠ করে ফুঁক দিলে তুলারাশি হলে হাত চলবে। সেটা মাটি বা খাট, যা হোক।

প্রশ্নঃ প্রতি রোগীর জন্য কি আলাদা আলাদা আয়না লাগবে, না এটা দিয়েই অনেক রোগী দেখা যাবে?

উত্তরঃ একটা আয়না দিয়ে অনেক রোগী দেখা যাবে।

প্রশ্নঃ আমি অনেক রোগীর চেহারা দেখে ধারণা করতে পারি যে, এই রোগীর কি সমস্যা হয়েছে এটা কি জায়েজ?

উত্তরঃ জি চেহারা দেখে কি রোগ আছে ধারণা করা জায়েজ, তবে এটাকে ইলমে একিন বলা যাবে না। এটার একটা প্রমাণ হলো, হুজুর (সা.) একবার বাড়িতে ফিরে একটি ছোট মেয়েকে দেখে বললেন, একে ঝাড়-ফুঁক করো এর নজর লেগেছে। হুজুর (সা.) তার চেহারা দেখেই বুজেছিলেন।

অষ্টম দিনে ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী আজ আমরা অষ্টম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে রোগীরা তখনই আসে, যখন তারা বোজে যে ডাক্তার দ্বারা কোন উপকার পাচ্ছে না, তখন আমাদের কাছে আসে। কিন্তু আপনার রোগীর কি সমস্যা এটা তার আচার-আচারণ দেখে

বুজতে হবে যে, তার কি জিনেরই সমস্যা, না উন্মাদ রোগের সমস্যা? কারণ হলো, জিনের সমস্যা আর উন্মাদ রোগের সমস্যা একই ধরণের, তবে জিনে যার উপর আছর করে সে কিছু সময় পাগলামী করে, তারপরে রোগী ছেড়ে চলে যায়। আর উন্মাদ রোগ যার, সে এই কথা দিন-রাত ভর বলতে থাকে আর এরা রাতে ঘুমায় না, ঘুমালেও হালকা।

একটা রোগীর ঘটনা

আমি টুঙ্গীপাড়া কুশলী মাদ্রাসায় খেদমত করার সময়, একজন লোক এসে বলল যে, আমাদের একটা মেয়ের কি জানি সমস্যা হইছে আপনি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে আসেন, আমি তার সাথে গেলাম, দেখলাম যে, মেয়েটা ঘরের মধ্যে গান গাচ্ছে। আমি পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, কিভাবে এই সমস্যা দেখা দিলো? তারা বলল যে, হুজুর আমার মেয়ে কখনও একটা গান গায় নাই এবং খুব ভদ্র ছিলো কিন্তু কি জানি কি হয়েছে? হঠাৎ করে সে এই গান গাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমি ভিতরে গেলাম, মেয়েটি আমাকে দেখে বলল, কি হুজুর আপনি গান শুনবেন? আমি আর কি বলবো বল্লাম যে, গান শোনার জন্যই তো এসেছি। এবার সে আমাকে বলল যে, তোমার পিছনে হাজার হাজার জিন এসেছে, তুমি আর যেতে পারবে না। এমন ভাবে কথাটি বলল, যাতে মনে হলো আসলেই জিন আসছে। তারপর সে আয়নার নিকটে গেলো, আয়নার মধ্যে গভীর ভাবে দৃষ্টি করে বলল যে, তারা ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। আমি তাকে দুআ-দুরুদ প্রয়োগ করে দেখলাম যে, আসলে তার জিনের সমস্যা না, তার সমস্যা হলো উন্মাদ রোগের। যেটা তার আচারণ থেকে একে বারেই বোজা যাচ্ছিল না। এভাবে অনেক রোগী রয়েছে যাদের জিনের সমস্যা মনে করে আমরা বহু দিন ধরে চিকিৎসা করি কিন্তু কোন ফায়দা পাই না। আবার অনেক রোগী আছে যাদের জিনের সমস্যা ডাক্তার মানুষিক রোগ মনে করে বহু দিন ধরে চিকিৎসা দিচ্ছে কিন্তু কোন উপকার পাচ্ছে না। এই জন্য আমি বলি যদি কোন রোগীর সরাসরি জিনের সমস্যা বুজে না আসে, সেক্ষেত্রে জিনের চিকিৎসা ও উন্মাদ রোগরে চিকিৎসা এবং ডাক্তারি চিকিৎসা এক সাথে প্রয়োগ করতে হবে, তাহলে আশা করা যায় রোগী অতিদ্রুত সুস্থ্য হয়ে যাবে।

উন্মাদ রোগের কিছু কারণ

সাধারণত উহার মুল কারণ হলো, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ, চিরকোষ্ঠবদ্ধতা, সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা, চিরন্তরচিন্তা, দুশ্চিন্তা, স্ত্রীলোকের

মেঙ্গ বন্ধ, এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণে হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় জিন শরীরে বার বার প্রবেশ করার দ্বারাও উন্মাদ রোগ সৃষ্টি হয়। কোষ্ঠাকাঠিন্য বা জঠর রোগের কারণে উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হয়, তাহলে পেটে দূষিত মল আছে কি না তা লক্ষ্য করতে হবে,যদি থেকে যায়, তা বের করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়ের ধরুণ, এরূপ অবস্থা হলে, ঠান্ডা কিন্তু শুক্রবর্ধক ঔষধ ও আহারের ব্যবস্থা করবে। অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনার ধরুণ উন্মাদ রোগ প্রকাশ পেলে, চিন্তা পরিশ্রম কুমিয়ে দিতে হবে। উপযুক্ত বিশ্রাম ও জায়েয কিছু আনন্দের ব্যবস্থ্া করতে হবে।

শোকের কারণে উন্মাদ রোগ প্রকাশ পাইলে, ইসলামীক আনন্দ দ্বারা তার মনকে খুশি রাখতে হবে। মিষ্টি ও শিরনী খেতে দিবে । আর বুদ্ধিমান ও ভালো লোকের সংগে থাকতে দিবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দের স্থানে অধিক সময় কাটাতে দিবে।

সন্তান প্রস্রাবের পর নিফাস বন্ধ থাকার দরুণ উন্মাদ রোগ দেখা দিলে, ১২৫ গ্রাম শরিষার তেলের মধ্যে ৬ গ্রাম কর্পুর মিশ্রিত করে এবং ঐ তেলে নিম্নের আয়াত ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। এই তেল দিনে ৩/৪বার পেটে ও কোমরে ভালো ভাবে মালিশ করবে।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ.

আর নিম্নের তদবীরটি লিখে জরায়ু সোজা ব্যবহার করবে। তদবীরটি এইঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

উন্মাদ রোগের চিকিৎসা

২৫০ গ্রাম খাটি শরিষার তেল ও এক বোতল পানিতে মুঞ্জিল তথা ৩৩ আয়াত পাঠ করে, এক সাথে তেল ও পানিতে ফুঁক দিবে, আবার পাঠ করে, তেলও পানিতে ফুঁক দিবে। অতঃপর ঐ তেল গোসলের আধা ঘন্টা আগে মাথাসহ সমস্ত শরীরে মালিশ করবে। তারপর ঐ পানি অন্য পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ বালতি পানি রোগীর মাথায় ঢেলে গোসল করাবে। তবে যদি কয়েক বালতি ঢালার পর রোগীর শীত শীত করে, তাহলে আর ঢালবে না। গোসল শেষে রোগীর সমস্ত শরীরে ঐ তেল আবার মালিশ করে দিবে। এভাবে মোট ১৪ দিন করবে।

(২) নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগী যে বালিশে ঘুমায় তার মধ্যে দিয়ে রাখবেন।

فَضَرَبْنَا عَلَى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ موم دح هيا مودح ٥ لاطا وصلى الله على النبي واله وسلم

(৩) ৩৩ আয়াত, আয়াতে শেফা এবং ২ নাম্বার তদবীর লিখে রোগীর কোমরে ব্যবহার করবে। আয়াতে শেফা এইঃ-

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ.

(৪) ৩৩ আয়াত পাঠ করে দিনে ২বার রোগীর শরীরে দম করবে।

(৫) জাফরান কালী দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা মাঠির প্লেটে লিখে তা ধৌত করে সকাল বিকাল রোগীকে পান করাবে।

যদি রোগী দিন- রাত না ঘুমায়, তাহলে ডাক্টারের সাথে পরামর্শ করে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস গাভী থেকে দুধ দহন করার সাথে সাথে কাচা খাওয়াবে।

এই কয়েকটি কাজ সঠিক ভাবে ২/৩ সপ্তাহ করতে পারলে, আশা করা যায়, রোগী সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উন্মাদ রোগীদের মূল সমস্যা

এদের মূল সমস্যা হলো এরা ঘুমাই না। আর একজন লোক যদি একাধারে না ঘুমাই, তাহলে এমনিতেই তার মাথায় সমস্যা হয়ে যায়, তাই এই রোগীকে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঘুমের ঔষধ খাওয়াবে। তদবীর জগতেও এই রোগীদের ঘুমের জন্য চিকিৎসা আছে তবে সেটা একটু কঠিন, শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বেহেস্তী জেওর এর মধ্যে লিখেছেন যে, একটা পেচা পাখি ধরে, জবাই করে ছেড়ে দিবে একটা চোখ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। সেই চোখটা তুলে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করলে ঘুম হবে। আর যদি কেউ বলে যে, হুজুর ঘুমের পাওয়ারী ঔষধ দুইটা করে খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু ফায়দা হচ্ছে না। তাহলে নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবে।

(১) রোগ বা চিন্তা ভাবনা অথবা যাদুর কারণে যদি কারো ঘুম না হয়, তাহলে সূরা আম্বিয়া লিখে শরীরে ব্যবহার করবে আশা করা যায় ঘুম হবে ইনশাআল্লাহ।

(২) অথবা নিম্নের আয়াতগুলো লিখে কোমরে ব্যবহার করবে, তাহলে ঘুম হবে ইনশাআল্লাহ।

وَالَّتِيْٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
(٩١) إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ وصلى الله على النبى واله وسلم

(৩) এশার নামাজ পরে বিসমিল্লাহ বলে রুমের দরজা বন্ধ করবে, তারপর ঘরে লাইট বন্ধ করে, ডান কাদে শুয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে ঘুমাবে। আয়াত পাঠ করার পর আর কারো সাথে কথা বলবে না ইনশাআল্লাহ ঘুম হবে। আয়াতটি এই:-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

উন্মাদ রোগীদের জন্য এক নাম্বার ও দুই নাম্বার তদবীর প্রয়োগ করবে।

কিছু কিছু রোগী আমরা পাই, যারা এক বার ঘুমাইলে একাধারে ১৫-১৬ দিন ঘুমিয়ে থাকে, এর মধ্যে তাকে কেই টেনে উঠালে উঠে বসে থাকে, খাবার মুখে দিলে খায় আবার ঘুমিয়ে যায়।

এক রোগীর ঘটনা

আমার কাছে একটা রোগী আসছিলো, সে লোকটি কন্টাক্টার, কাজ ঠিক করে, লোকজন ঠিক করে আসে যে, আগামী কাল থেকে কাজ করবে, হঠাৎ করে

দেখা দেয় এই ঘুমের সমস্যা ১৫- ২০ দিন চলে যায় সে ঘুম থেকে উঠে না। তাকে কেউ ধরে টেনে উঠালে সে টের পায় না, কিছু মুখে দিলে ছোট বাচ্চাদের মতো ঘুমের মধ্যেই কিছু খেয়ে নেয় আবার ঘুমিয়ে যায়। এই সমস্যার কারণে সে দুনিয়ার কোন কাজই ঠিক মতো আঞ্জাম দিতে পারছে না।

এইরুপ ঘুমের চিকিৎসা

আমি এই রোগীদের সমস্যা নিয়ে গভেষনা করে, যে বিষয় আমার অন্তরে উদয় হইছে, তাহলো,গ্রাম-গঞ্জে যে সমস্ত কৃষক দিনের অধিকাংশ সময় জমিতে কাজ করে তাদের ব্যবহারীত একটা গামছা,যখন তার ঘুম শুরু হবে তখন তার মাজায় বেধে দিবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

আর এই পন্থাকে আরো শক্তিশালি করতে আপনি ঐ গামছাটা হাতে নিয়ে সূরা কাফিরুন পাঠ করে এক কোণে, সূরা এখলাস পাঠ করে এক কোণে, ও সরা্ ফালাক পাঠ করে এক কোণে, আর সূরা নাস পাঠ করে আরেক কোণে গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিবে, তারপর তা ঐ রোগীর কোমরে বেধে দিবে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

অনেক বাড়ির মানুষেরা মনে করে যে তাদের বাড়িতে কিছু একটা আছে

অনেক বাড়িতে এমন সমস্যা দেখা দেয়, তারা মনে করে যে, তাদের বাড়িতে দুষ্ট কোন জিন্নাত বসবাস করে, যার ফলে পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ তো আমাদের কাছে এসে বলে যে, হুজুর আমার পাঁচটা ছেলে ইনকাম করে কিন্তু আমরা কোন বরকত পাচ্ছি না।

দুষ্ট জিন বাড়িতে থাকলে যে সমস্যা হয়

আসলে দুষ্ট জিন যদি আপনার বাড়িতে বসবাস করে, তাহলে বাড়িতে কি কি সমস্যা হতে পারে?

১. পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না
২. স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ সময় দ্বন্দ্ব হয়
৩. ইনকামে কোন বরকত থাকে না
৪. সব সময় পরিবারের কোন না কোন এক জন অসুস্থ থাকে
৫.মহিলারা বিভিন্ন ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখতে থাকে
৬. শিশু বাচ্চারা অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করে
৭. রোগ বিপদ সব সময় লেগে থাকে

এই বিষয়গুলো যদিও এই ভাবে বিশ্বাস করা যাবে না যে, জিনের কারণেই এইগুলো হয়েছে। তবে এই সমস্যা যখন কোন পরিবারে দেখা দিবে তখন করণীয় হলো, পরিবারের সব সদস্য নামাযের প্রতিগুরুত্ব দিবে, সকাল সন্ধ্যা বাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত করবে, স্বামী-স্ত্রী এক সাথে খানা খাবে, সকলে দস্তারখান বিছিয়ে খানা খাবে, উপার্জিত টাকার কিছু টাকা আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় ব্যয় করবে, ঘরে মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকলে তা বের করে ফেলবে, বিসমিল্লাহ বলে রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করবে, ইশার নামাযের পর অতিদ্রুত ঘুমিয়ে যাবে, সুন্নাত তরিকায় ঘুমাবে, বিছানায় শুয়ে আর মোবাইল চালাবে না, ঘরের লাইট বন্ধ করে দিবে, বাচ্চাদের আকিকা না করলে আকিকা করে দিবে, বাচ্চাকে মানুষের সামনে দুধ পান করাবে না,এই কাজ গুলো করলে উপরের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। এই সব পন্থা অবলম্বণ করার পরেও যদি কোন বাড়িতে সমস্যা মনে হয়, তাহলে যা করতে হবে। এর আগে জেনে নেই যে, **আসলে জিন মানুষের বাড়িতে থাকে কেনো?** এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

জিন মানুষের বাড়ি থাকার প্রথম কারণ

আপনি যে বাড়িতে বসবাস করেন, সে বাড়ি বানানোর আগ থেকে জিনেরা এই স্থানে বসবাস করতো,যখন আপনারা বাড়ি বানিয়ে বসবাস করা শুরু করেছেন, তখন থেকে তাদের সমস্যা শুরু হয়েছে কারণ হলো, জিনেরা নির্জন স্থানে থাকতে পছন্দ করে, আর মানুষকে তারা ভয় পায়, এই জন্য আপনার পরিবারে তারা বিভিন্ন সমস্যা করতে শুরু করে যাতে আপনারা এই স্থান ছেড়ে চলে যান।

দ্বিতীয় কারণ

হয়তো আপনার বাড়ির নিচে কোন সম্পদ প্রথীত আছে, আর জিনেরা তা পাহারা দেয়, এখন আপনাদের বসবাসের কারণে তাদের কাজে সমস্যা হয়, ফলে তারা আপনাদের উপর আক্রমণ করে যাতে আপনারা এই স্থান ছেড়ে চলে যান।

সতর্কতাঃ যারা নতুন এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন,তাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা হলো, আপনারা কোর্স করার পরে যখন তদবীর করা শুরু করবেন, তখন হয়তো কোন বাড়ি বন্ধ করতে গেলেন, গিয়ে তুলারাশি দ্বারা বা অন্য কোন পন্থায় যেমন মোরগের গলায় তাবিজ বেধে বুজলেন যে, এই বাড়িতে সম্পদ মাটির নিচে আছে, এখন আপনার মনে লোভ হলো ঐ সম্পদ উঠানোর জন্য, খবরদার এই কাজ কেউ করতে যাবেন না, আপনার দায়িত্ব রোগী দেখা ও

তাকে সুস্থ করা। আপনি আপনার কাজ ভুলে যদি এই কাজ শুরু করেন, তাহলে আপনার মান-সম্মান সব হারাবেন রোগীতো থাকবেই না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, আপনি কষ্ট করে যখন একটু সুনাম অর্জন করেছেন, তখন গ্রামের বা আপনার মহল্লার খুবই পরিচিত লোক কল করে বা সরাসরি এসে বলে যে, হুজুর আপনার সাথে কিছু কথা ছিলো, আপনি বল্লেন ঠিক আছে বলেন সে বলল যে, মানুষের সামনে বলা যাবে না। আপনি বললেন যে চলেন তাহলে, সে বলবে যে, হুজুর আপনি আমাকে তো চেনেন আমি আসলে এই কাজের মধ্যে নাই আমার কিছু বন্ধু আপনার সাথে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, তাই আমাকে বলতে বলেছে বিষয়টি হলো, তারা একটা ম্যাগনেট পেয়েছিল, পেয়ে তা মাটির নিচে পুতে রেখে ছিলো কিন্তু স্থান মনে নাই, তাই আপনি যদি একটু দেখে দিতেন যে, তা কোথায় আছে? খবরদার এই কাজ আপনি কখনও করতে যাবেন না। আপনি সাথে সাথে বলে দিবেন আমি রোগী দেখি এই বিষয়টাই আমি ভালো পারি, আপনার বিষয় আমার জানা নাই, কারণ যদি আপনি তাদের এই মিথ্যা কথায় সাড়া দেন, তারা আপনাকে দেখিয়ে অনেককে প্রতারিত করবে, এর ফলে আপনার মান-সম্মান জশ সব হারাবেন।

বাড়ির জিন বা সম্পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

এক্ষেত্রে সর্ব প্রথম কাজ হলো, আপনি বাড়ি বন্ধ দিবেন তাহলে এই সমস্যাগুলো থেকে পরিবার মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

বাড়ি বন্ধ দেওয়ার নিয়ম

(১) সাদা কাপড়ে এ আয়াতগুলি যেভাবে লিখা আছে ঠিক সেভাবে লিখবে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَأَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতঃপর নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করে কাপড়ে ফুঁক দিয়ে কাপড়ের মাঝখানে গিরা দিবে। আয়াত এই-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ فَإِنَّمَا

حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

এরপর সে কাপড় যেকোন বোতলে ভরে বাড়ির চার পাশ দিয়ে ১৩ হাত পর পর একটি করে পুতে রাখবে। তবে এ গুলো পুতার পূর্বে অবশ্যই মুঞ্জিল পড়ে পানিতে দম দিয়ে, ঐ পানি সারা বাড়িতে এমন ভাবে ছিটিয়ে দিবে, যেন আধা হাত জায়গাও ফাকা না থাকে। এই বন্ধ করার ফলে বাড়িতে কোন জিন আসতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

আর চারটা পেরেক নিবে তার প্রত্যেকটির উপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার করে পাঠ করে ফুঁক দিবে। আয়াতগুলো এইঃ

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَأَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

এই পেরেক চারটি বাড়ির চার কোণে ঐ বোতলের মধ্যে দিয়ে দিবে। আর এক হাত একটা রোড নিবে তাতে চার কুল পাঠ করে ফুঁক দিবে এবং নিম্নের দুআটি তিন বার পাঠ করে ফুঁক দ্বিয়ে তা বাড়ির মধ্যখানে পুতে রাখবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

আর যদি শহরের ফ্লাট বাড়ি হয়, তাহলে নয় হাত পর পর একটি করে দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখবে বা প্রতি রুমের চার কোণে চারটি লাগিয়ে রাখবে।

(২) চারটি পেরেক নিয়ে প্রত্যেকটির উপর ২৫ বার নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে প্রত্যেক বার একটি পেরেকের উপর ফুঁক দিবে। আয়াতগুলি এইঃ

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَأَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতঃপর চারটি কাঁচা বা অল্প পোড়া মেটে শরা নিয়ে প্রথমটির ভিতরে লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ جِبْرَائِيْلَ عَنْ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ-

দ্বিতীয়টায় লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ مِيْكَائِيْلَ عَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

তৃতীয়টায় লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ إِسْرَافِيْلَ عَنْ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ

চতুর্থটায় লিখবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ عَزْرَائِيْلَ عَنْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

চারটি মাটির পাতিলে পড়া ৪টি পেরেক ভরে প্রক্যেকটি পাতিলের মুখ ঐ লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। অতঃপর এক বালতি পানিতে মুঞ্জিল পাঠ করে ফুঁক দিবে। বাড়ির যত দূর পর্যন্ত রোগী চলাফেরা করে, তার চার কোণে চারটি গর্ত করবে এক হাত পরিমাণ। এবার ঐ চারটি গর্তে চারটি মাটির পাতিল রেখে চারজন হাফেজ চার কোণায় দাড়িয়ে সূরা ছাফ্‌ফাত, সূরা ইউনুস, সূরা ইয়াছিন ও সূরা জিন এক বার করে পাঠ করতে থাকবে। আর আমেল নিজে এক কোণা থেকে কাচি বা লোহার যে কোন একটি অস্ত্র নিয়ে দায়েরা দিতে দিতে যে স্থান থেকে শুরু করছে, সে স্থানে এসে শেষ করবে এবং দায়েরা দেওয়ার সময় আয়াতুল কুরছি পড়তে থাকবে ,দায়েরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আয়াতুল কুরছি পড়াও শেষ হবে। তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে বালতিতে পানি রাখবে, ঐ বালতির পানির সাথে কিছু পড়া পানি মিশিয়ে দিবে। আট দশজন লোক পানি ছিটানোর জন্য রাখবে, এবার একজন বাড়ির মাঝখানে দাড়িয়ে আযান দিবে। আর পানি ছিটানোর কাজ এবং আযান একই সাথে শুরু করবে এবং একই সাথে শেষ করবে। এবং ঐ একই সময় গর্ত চারটি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে মাটি দিয়ে সমান করে দিবে। তবে পানি এমন ভাবে ছিটাতে হবে যে, কোন স্থানে আধা হাত জায়গা ফাকা না থাকে। ঘর এবং বাহিরে সব জায়গা ছিটাবে, কারণ যদি জিন ভিতরে থেকে যায় তাহলে সে ভিতরে থেকে জিন বিভিন্ন ভাবে রোগীকে কষ্ট দিবে। এবার আমেল বন্ধের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে একবার হিযবুল বাহার পাঠ করে আল্লাহ তায়ালার নিকট দুআ করবে। এই বন্ধের মধ্যে জিন ঢুকতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ চোর ডাকাতও ঢুকতে পারবে না।

শহরের ফ্লাট বন্ধ করার নিয়ম

চারটি পেরেক বন্ধের এক নাম্বার নিয়মে যেভাবে পড়ার জন্য বলা হয়েছে, সেভাবে পড়বে। আর মারকিন কাপড়ে এক নাম্বার বন্ধের দুআগুলো লিখে প্রতি রুমের চার কোণে চারটি টেপ বা অন্য কিছু দিয়ে লাগিয়ে রাখবে। তবে শহরের এই ফ্লাট গুলোতে রড গেড়ে দেওয়া লাগবে না।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ আমার একজন ভান্নী আছে, সে ছোট সময় অনেক কান্না করতো, তাকে অনেক মুদাব্বির দেখানো হয়েছে কিন্তু কেউ তার কান্না থামাতে পারে নাই। এখন সমস্যা হলো, কথা বলতে পারে না, আম্মা বলতে বললে, আ বলে, এর কি কোন চিকিৎসা আছে?

উত্তরঃ এই রোগীর জন্য করণীয় হলো, কুরআনুল কারীমের নিম্নের আয়াত লিখে মাদুলীতে ভরে প্রতিদিন সকালে ঐ মাদুলী তার জিহবার উপর পাঁচ মিনিট দিয়ে রাখবে। তারপর তাকে আল্লাহ বলতে বলবেন, যখন সে আল্লাহ বলতে যাবে তখন আপনি তার পিঠে আস্তে করে থাবা দিবেন। এভাবে ৪১ দিন করলে ইনশাআল্লাহ কথা বলার শক্তি ফিরে পাবে। আয়াতটি এইঃ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ (٢٥) وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ (٢٧) يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ وَبِكَ نَسْتَعِيْنُ يَا مُسْتَعَانُ–

প্রশ্নঃ হুজুর অনেক সময় দেখা যায় জিন ছাড়ানোর সময়, জিনেরা সাপের আকৃতি ধারণ করে রোগীর শরীরে বিষ দিয়ে দেয়, যার ফলে রোগীর বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এক্ষেত্রে কি তদবীর প্রয়োগ করতে পারি?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে করণীয় হলো নিম্নের আয়াতটি লিখে পানিতে ভিজিয়ে ৭ দিন বা ২১ দিন খেলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى [طه/٢١]

প্রশ্নঃ হুজুর উম্মাদ রোগের আলোচনায় বলেছেন যে, আয়াতে শেফা লিখে পানিতে ভিজিয়ে দুই বার করে খাওয়ার জন্য। আমার প্রশ্ন হলো, প্রতিদিনের জন্য কি আলাদা আলাদা কাগজে লিখে দিতে হবে, না একটা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি খেতে থাকবে?

উত্তরঃ প্রতিদিনের জন্য আলাদা আলাদা কাগজ লিখে দিতে পারলে তো সব থেকে বেশি ভালো, তবে আমরা এক পিচ লিখে পানিতে ভিজিয়ে খেতে বলি।

নভম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা নভম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি।

আমরা গত কাল বাড়ি বন্ধের বিষয় কথা বলছিরাম, আজ সে বিষয়ে আরো কিছু কথা, আমরা বাড়ি বন্ধ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে, সতর্কতা অবলম্বন করবো তা হলো, বাড়ি বন্ধের কাজ একে বারে দ্বিপহরের সময় করবো না এবং মাগরীবের পূর্ব মুহুর্তে তথা সূর্য ডুবে যাচ্ছে এমন সময় করবো না আর গভীর রজনীতে করবো না। কারণ হলো, আমার অভিজ্ঞতার কথা হলো, এই সময় গুলোতে জিনের শক্তি একটু বেড়ে যায়, অন্য সময়ের তুলোনায়।

যদি বাড়িতে জিনেরা বহু পরিমাণে সমস্যা করে তাহলে করণীয়

যদি কোন পরিবারে জিনেরা বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করে, অনেক সময় বাড়িতে যে সমস্ত মুরব্বিরা আছে তাদের উপর আক্রমণ করে, বাড়ি বার বার বন্ধ দেওয়া হয়, তাতে তেমন ফায়দা হয় না। তাহলে এই তদবীরটি ঐ বাড়ির জন্য খুবই উপকারী হবে।

নিম্নের নকশাটি লিখে ঘরের পশ্চিম পাশে লাগিয়ে রাখবে, ইনশাআল্লাহ জিন ঐ ঘরে আর প্রবেশ করতে পারবে না। নকশাটি এইঃ

يا قيوم	يا حي	يا حفيظ
يا رحيم	يا رحمن	يا الله
يا رحيم	يا رحمن	يا الله
يا رحيم	يا رحمن	يا الله
يا رحيم	يا رحمن	يا الله

জিনেরা বাড়িতে পাথর মারলে করণীয়

অনেক বাড়িতে দেখা যায় যে, জিনেরা পাথর মারে। কারো বাড়িতে দেখা যায় যে, ছাদের উপর বা টিনের উপর মনে হয় যে, ছোট ছোট পাথর গড়তে গড়তে নিচের দিকে পড়তেছে। আবার কারো বাড়ি দেখা যায় যে, হঠাৎ করে টিনের উপর বা ছাদের উপর বড় ঢিল মারার মতো শব্দ হয় কিন্তু বাহির হলে কোন ঢিল পাওয়া যায় না। এইরূপ বাড়ির সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য নিম্নের পন্থা অবলম্বন করবে।

আয়াতুল কুরছি ৭ বার পাঠ করে, পানিতে ফুঁক দিয়ে, প্রথমে সমস্ত বাড়িতে পানি এমন ভাবে ছিটাবে যেনো কোথাও আধা হাত জাগা বাকি না থাকে। তারপর বাড়ি বন্ধ দিবে তাহলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতুল কুরছি এইঃ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾ [البقرة/٢٥٥]

বাড়িতে যদি হাজার হাজার জিন বসবাস করে তাহলে করণীয়

যদি কোন বাড়িতে হাজার হাজার জিন বসবাস করে, এক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যরা কি কাজ করলে এদের থেকে হেফাজত থাকবে।

১. বাড়ির চার কোণে চারটি কাগজী লেবু বেধে রাখবে।
২. বাড়িতে কবুতার লালন-পালন করবে।
৩. সাদা মোরগ বাড়িতে লালন-পালন করবে।
৪. প্রতিদিন অল্প অল্প করে সূরা বাকারা বাড়িতে তেলাওয়াত করবে।
৫. পুরুষেরা শরীরে আতর ব্যবহার করবে।

এই কয়েকটি কাজ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ঐ জিনগুলো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরেও পরিবারের লোকেরা কেনো সমস্যা অনুভব করে

আমরা অনেক বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরেও দেখি যে, বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে এর কারণ কি আসলে কি আমাদের বন্ধ কি কোন কাজ করে না, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

বাড়ি বন্ধতে ফায়দা না পাওয়ার কারণ

১. যে বাড়ি বন্ধ দেওয়া হয়, সে বাড়িতে টিভি চালানো হলে, জিনেরা অনায়াসে ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে।

২. বর্তমান জামানায় মোবাইলের ব্যবহার বেশি হচ্ছে, যে বাড়ি বন্ধ দেওয়া হলো সে বাড়িতে যদি মোবাইলে, নাটক, সিনেমা বা অশ্লীল কিছু দেখা হয় তাহলে বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

৩. মানুষ বা কোন প্রাণীর ছবি বাড়িতে লাগিয়ে রাখে, তাতেও বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

৪. কুরআন তেলাওয়াত যদি একেবারেই বাড়িতে না হয় তাহলেও বাড়ি বন্ধ দূর হয়ে যায়।

৫. কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের মূর্তি ইত্যাদি যদি বাড়িতে থাকে তাহলেও বাড়ি বন্ধ দূর্বল হয়ে যায়।

আপনি বাড়ি বন্ধ দেওয়ার পরে যদি তারা বলে যে, আমাদের সমস্যা তো এখনও হচ্ছে তাহলে আপনি প্রথমে দেখবেন যে, উক্ত সমস্যার কোনটা বাড়িতে আছে, সেটা দূর করে দিলে সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

ভয়ানক জিন যদি যেতে না চায়

জিনের আছর দূর করার জন্য اَللّٰهُ يَا رَحْمَانُ يَا قَدِيْرُ পাঠ করে আটার উপর ফুঁক দিয়ে গোল আকার বানিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খাবে। এভাবে ২১ দিন খাবে আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

নির্ধারিত বাড়িতে বাচ্চা ক্রন্দণ করলে করণীয়

যদি নির্ধারিত বাড়িতে বাচ্চা ক্রন্দন করে, ঐ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি নিয়ে গেলে আর কাদে না। সেক্ষেত্রে করণীয় হলো নিম্নের দুআটি লিখে ঘরে প্রবেশের প্রধান দরজায় বেধে রাখলে আশা করা যায় সমস্যা দূর হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. يَاحَفِيْظُ يَاحَفِيْظُ يَاحَفِيْظُ يَاحَفِيْظُ

আমরা দীর্ঘ নভম ক্লাস পর্যন্ত শুধু জিনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশাবাদী যে, এই বিষয়গুলোই যদি কেউ ভালো ভাবে আয়ত্ব কয়ে নেয়, তাহলে জিনের বিষয়ে আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কথা না। তারপরেও যদি কারো আরো জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে উলামায়ে কেরামের লিখিত বইগুলো বেশি বেশি অধ্যায়ণ করবেন আশা করা যায় তাতে অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। এরপরেও যদি কোন বিষয় বুজে না আসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এখান থেকে শুরু হচ্ছে যাদুর বিষয় আলোচনা

এই জামানায় কিছু কিছু মানুষেরা মনে করে যে, আমরা খুবই মডেল হয়ে গেছি, বিজ্ঞানের যুগ এটা, এই জামানায় আমরা না দেখা জিনিসকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কুরআন হাদিস গভেষণা করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যাদুর অস্তিত্ব আগে থেকেই পৃথিবীতে আছে, যার দ্বারা মানুষকে ক্ষতি করা সম্ভব। আর ইসলামে যদি কেউ কাউকে যাদু করে এবং তার যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।আর ইসলাম এমন কোন ধর্ম না যে, যে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবে। আর যাদুর বিষয় বহু লোকের অবিজ্ঞতা এটাকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যাদু বলতে কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে এবং তা দ্বারা মানুষকে ক্ষতি করা সম্ভব।

আমার একটি রোগীর ঘটনা

আমি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ার অধিবাসী এক পরিবারে চিকিৎসার জন্য গিয়ে ছিলাম। তাদের পরিবারের সমস্যা জানতে চাইলে তারা বলল, আমাদের একটি জমিকে কেন্দ্র করে এক আত্মীয় এর সাথে ঝগড়া হয়। ঝগড়া হওয়া পরে, সে আত্মীয়র এক মেয়ে, যে খুলনায় থাকে সে বাড়িতে আসে। আসার পর থেকেই আমার পিতার বুকে য্যাম পড়ে, যার ফলে শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল এবং খানা খেতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমরা তাকে গোপালগঞ্জ বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনো রোগ নির্ণয় করতে পারে না। তাই তিনি বলেন, এমন রোগী তো কখনও দেখিনি, এরপর তিনি রোগীকে খুলনায় নিয়ে যেতে বলেন। আমরা পিতাকে খুলনা নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান। পিতা মারা যাওয়ার কিছু দিন পর, সে মেয়েটি আবারও বাড়িতে আসে। আসার পর থেকে একই সমস্যা আমার এবং আমার মাতা ও ছোট ভাইয়ের দেখা দেয়। তখন আমরা ধারণা করলাম, কেউ হয়তো যাদু করেছে। তাই তাদের দুজনকে এক আলেমের নিকটে নিয়ে যাই। তিনি পানি পড়া ও তাবীজ দিলে আমরা দুজন সুস্থ হয়ে যাই। এরপর থেকে আমরা অনেক দিন সুস্থ্য ছিলাম। এখন আবার সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা চাচ্ছি এর ভাল চিকিৎসা করাতে, তাই আপনাকে আনা। আমি প্রথমে সারা বাড়িতে পানি ছিটিয়ে দাফনকৃত সমস্ত যাদু নষ্ট করি। এরপর বাড়ি বন্ধ দেই এবং পরিবারের কোনো সদস্যকে যেন ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য তদবীর দেই। এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ তারা এখনও সুস্থ্য আছে।

এছাড়াও আমি আরো অনেক রোগী দেখেছি, যাদেরকে কুরআনের আয়াত ও মাসনুন দু'আ দ্বারা চিকিৎসা করার ফলে আল্লাহ-তায়ালা সুস্থ্য করে দিয়েছেন।

ভাঙ্গার এক পরিবারের ভয়ানক ঘটনা

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গার অধিবাসি একটি মেয়ে এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলো, হটাৎ করে কয়েক দিন হালকা হালকা জ্বর আর শীত শীত করে, খাওয়া দাওয়ার প্রতি তেমন কোনো রুচি নাই। ডাক্তার দেখায় কিন্তু তেমন কোন ফায়দা হয় না। ধীরে ধীরে এটি বাড়তে শুরু করে, শীত প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে, নিরুপায় হয়ে ভর্তি করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে। একদিন যেতে না যেতেই পায়ূ পথ দিযে রক্ত বের হওয়া শুরু হলো, তারা নিরুপায় হয়ে পাঠিয়ে দিলো ঢাকায়, ভর্তি করা হলো ঢাকা বড় এক হাসপাতালে ঔষধ প্রয়োগ করলো, পরিক্ষা-নিরিক্ষা করলো, কিন্তু তেমন কোন সুফল তারা পেল না, অবশেষে নাক.মুখ, বায়ূপথ দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হলো। পরিবারের লোকেরা দিশেহারা হয়ে আমাকে কল করলো, আমি সব কথা শোনার পর রোগীর নাম ও রোগীর পিতা-মাতার নাম নিয়ে পরিক্ষা করে দেখলাম যে, তার যাদুর সমস্যা আছে, তাকে কেউ শত্রুতা করে ক্ষতি করেছে, দ্রুত তদবীর লিখে দিলাম, তারা নিয়ে রওয়ানা হলো কিন্তু আফসোস তারা তদবীর নিয়ে ঢাকা পৌছানোর আগেই, মেয়েটা মারা যায়, ইন্নালিল্লাহি ওইন্নাইলাইহি রজিউন।

কিছু দিন পরে ঐ পরিবারের হাল ধরার জন্য ঐ মেয়েটির ভাই, প্রবাসে গমন করে, যাওয়ার ১৫-২০ পর তারও ঐ রোগ দেখা দেয়, যা তার বোনের দেখা দিয়েছিল। হালকা হালকা জর, প্রচুর পরিমাণে শীত, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাওয়া, ভয়ে দিশেহারা হয়ে তাকে তার পরিবারের লোকেরা প্রবাস থেকে বাড়িতে আনে, অতঃপর আমাকে কল করে, তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, আমি তাদের অনুরোধ ফেলতে না পেরে তাদের বাড়িতে যাই। তাপর ক্ষতি, যাদু-মন্ত্র দূর করার যে তদবীর আছে তা প্রয়োগ করি, আল-হামদুলিল্লাহ, এই তদবীরের বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সুস্থ্য করে দেন এবং সে প্রবাসে চলে যায়।

এই সব ঘটনা দ্বারা বুজা যায় যে, আসলে যাদু বলতে একটি বস্তু পৃথিবীতে আছে যা দ্বারা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো এই যাদু কারা করে?

الساحر هو الذي يستعين بالشياطين على تحصيل ما لا يقدر

যাদুকার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে, শয়তানদের নিকট সাহয্য চায়, যে জিনিস সে পারে না তা অর্জন করার জন্য।

এই সাহয্য চাওয়া যায় কুরআনকে অবমানোনা করার মাধ্যমে, মুখ দিযে কুফরীযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করার মাধ্যমে, অনেক সময় আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতিত গায়রুল্লাহ এর নামে প্রাণীকে জবাই করার মাধ্যমে। এই কাজগুলো করলে শয়তাদের দলের লোকেরা খুশি হয়, ফলে সে যা করতে তাদেরকে বলে তারা তা করে দেয়।

যাদু কিভাবে করা হয় ও তার কারণে কি কি ক্ষতি হয়

অসংখ্য মানুষ যাদুতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থতায় ভুগে মৃত্যুবরন করে। এই সমস্ত যাদু, যাদুকারেরা বিভিন্ন ভাবে করে, কখনও কখনও দেখা যায় যে, যাদু কারেরা এমন ভাবে যাদু ও বান মারে যে, হটাৎ যাদুকৃত ব্যাক্তির কলিজায় ধরে যায় এবং রক্ত বমন ও রক্ত দাস্ত হতে শুরু করে। এমনকি কোন কোন সময় যাদুকৃত ব্যাক্তি ২/৩ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

এধরনের বান অনেক নিয়মে করা হয়ে থাকে, যেমন কখনও মাটির মূর্তি তৈরী করে, কখনও কাগজে ছবি একে, কখনও গাছের উপর আবার কখনও মাছের উপরও মারা হয়, ফলে যাদুকৃত ব্যাক্তি যাদুতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করতে করতে মারা যায়।

আসলে যাদু মানুষের উপর করা সহজ, কিন্তু তাকে সুস্থ্য করতে অনেক সময় লাগে। আর যাদু শিক্ষা করতে মাত্র কয়েক দিন সময় লাগে।

আমরা পরিক্ষা করলে দেখি যে অধিকাংশ রোগীর যাদুর সমস্যা কিন্তু প্রশ্ন হলো এতো যাদু করে কারা?

অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের একজনের ভুলের কারণে আরেকজন যাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন ইসলামের বিধান হলো, আমরা যখন কারো প্রসংশা করবো, তখন মাশাল্লাহ শব্দ যোগে প্রসংশা করবো কিন্তু আমরা যদি কারো প্রসংশা করার ক্ষেত্রে মাশাল্লাহ শব্দ যোগ না করি তো সেক্ষেত্রে দিনের কিছু সময় আছে, যে সময় মাশাল্লাহ ব্যতিত কারো প্রসংশা করলে একটি দুষ্ট জিন তার পিছনে লেগে যায়, আর যাদুর দ্বারা তাকে ক্ষতি করতে থাকে। এই জন্য আমরা যখন কারো রোগ পরিক্ষা করি তখন দেখা যায় যে,

অধিকাংশ রোগীরই যাদুর সমস্যা। আর অনেককে তো বাস্তবেই যাদু দ্বারা ক্ষতি করা হয়।

যাদু কি কিছু মন্ত্র পড়েই করা হয়?

কিছু কিছু যাদু আছে, যা করার জন্য কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, বরং কিছু আসবাব একত্রিত করলেই যাদুতে রুপান্তরিত হয়। যেমনঃ ধরণ আমি কারো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাতে ইচ্ছা করলাম, তো সেক্ষেত্রে কালো মুরগীর পায়খানা নিয়ে স্বামী- স্ত্রী যে ঘরে থাকে সে ঘরের দরজায় গুণ চিহ্ন দিয়ে আসলে ধীরে ধীরে ঐ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে এটা এক ধরনের যাদু।

আরেকটি পন্থাঃ অনেক মহিলা আছে যারা তাদের স্বামীকে বশ করতে চায়, তাহলে স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর স্ত্রী এক টুকরা আখের গুড় নিয়ে তার লজ্জা স্থানের ভিতর দিয়ে ভিজিয়ে তা দিয়ে শরবত বানিয়ে, তা স্বামীকে খাওয়ালে স্বামী হয়তো তার পরিপূর্ণ বশ হয়ে যাবে, না হয় পাগল হয়ে যাবে।

আর কিছু যাদু আছে যা প্রয়োগ করার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

একজন যাদু শিক্ষাকারী ব্যক্তির ঘটনা

আমি আমার উস্তাদ মাওলানা আব্দুস ছালাম সাহেব থেকে শনেছি, তাকে ঐ ব্যক্তি বলেছেন যে, তার সাথে, তার এক প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব হয়, ফলে তাপর এমন রাগ হয় যে, সে নিয়ত করে যে, যেভাবে হোক ওকে মেরে ফেলবো। তাই সে খোজ নিতে নিতে এক হিন্দু তান্ত্রিক এর সন্ধান পান যে, মানুষ মারার মন্ত্র জানে, সে ছুটে যান তার কাছে, বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, অমুক কি বাড়িতে আছে? বাড়ি থেকে মহিলারা বলে যে, সে কৃষি জমিতে গেছে, তিনি তার খোজে চলে যান সেই জমিতে গিয়ে তাকে পান, তার কাছে গিয়েই তার পায়ে জোড়িয়ে ধরে, যে আমি শুনেছি আপনি মানুষ মারার মন্ত্র পারেন? আমাকে তা শিখাতে হবে না হলে আমি আপনার পা ছাড়বো না। বহু সময় সে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাকে শিখাতে রাজি হয় শর্তের সাথে। শর্ত হলো, এটা শিখার পরে মাত্র দুই বার প্রয়োগ করতে পারবে। একবার প্রয়োগ করবে, কাজ করে কি না জনার জন্য। আর দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করবে তোমার শত্রুকে মারার জন্য আর প্রয়োগ করতে পারবে না। সে শিখার পরে কিছু বালিতে ফুঁক দিয়ে তা একটি কলার বাগানে ছিটিয়ে দেয়। দুয়েক দিন পরে গিয়ে দেখে যে, সব কলা গাছ মারা গেছে। এবার সে ঐ মন্ত্র দিয়ে বালি পড়ে রাতের আধারে ছুটে যায় তার প্রতিবেশি শত্রুর বাড়ির দিকে, কাছে কাছে যাওয়ার পর তার মনের মধ্যে উদয় হয় যে,

আমার শত্রুতা তো এই পরিবারের একজনের সাথে, ছোট ছেলে-মেয়েরা তো আমার শত্রু না। তাই সে প্রয়োগ না করে ফিরে আসে।

এই মন্ত্রের শুরুর বাক্য এমন ছিলো

আমি কাফেরের বাচ্চা কাফের, তারপরে মন্ত্র শুরু। নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে কুফরী ও শিরিক থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুণ আমীন।

আমি বিষয়টা বোজানোর জন্য লিখেছি, আপনারা কেউ এইগুলো প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না।

কুফরী মন্ত্র বা যাদু দ্রুত কাজ করে এমন কথা আমাদের দেশে বহুল প্রচলীত

এই কথাটা ঠিক না কারণ হলো, আমি অনেক গভেষণা করে দেখেছি, যে রোগী আমরা কুরআন হাদিসের দুআ দ্বারা চিকিৎসা করার পরে অনেক রোগী সুস্থ না হওয়ায়, তারা ঐ রোগীকে যারা কুফরী মন্ত্র দ্বারা কাজ করে তাদের কাছে নিয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল জিরো, কোন উপকার না পেয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে। আর আমরা তো তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অল্প টাকা নিয়েছি, আর তারা বহু টাকা নিয়েছে কিন্তু ফলাফল জিরো।

আমার একটি রোগীর ঘটনা

আমি ২০১৫ সালে রমজান মাসে রোগী দেখার উদ্দেশ্যে সফর করলাম ভোলা, সফর চলাকালীন অবস্থায় আমার এক ছাত্র ভাই কল দিয়ে বললেন, নাঈম ভাই আমি তো তারাবি পড়ানোর জন্য মাদারীপুর এসেছি, এই মসজিদের একজন কল্যাণকামী লোক, তার ছেলের জিনের সমস্যা কোনো ভাবেই ভালো হচ্ছে না। আপনি কি একটু আসতে পারেন? আমি বল্লাম আমি তো রোগী দেখার লক্ষ্যে ভোলাতে এসেছি, কয়েকদিন পরে বাড়িতে এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো ইনশাআল্লাহ। ভোলা সফর শেষ করে বাড়িতে এসে ছাত্র ভাইকে কল দিলাম সে যেতে বললো, আমি রওয়ানা হয়ে চলে গেলাম মাদারীপুর, বিকালের দিকে দিয়ে পৌছালাম রোগীর বাড়িতে। মাগরীবের পরে বহু মানুষের ভীড় বিভিন্ন জন আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলো আর আমিও সরল মনে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে ছিলাম। পরে জনতে পারলাম যে, এই রোগী শবে বরাতে সারা রাত নামায পড়ছে, সকালে ফজরের নামায পড়ে ঘুমাইছে. ঘুম থেকে উঠে আর হাটতে পারে না, মুখ

দিয়ে লালা পড়া শুরু হয়েছে। এর পরে অনেক মুদাব্বির দেখানো হয়েছে কিন্তু কোন ফায়দা হচ্ছে না। এরপরে এক আলেমকে আনছে চিকিৎসা করানোর জন্য, সে চেষ্টা করে বলছে যে, কুফরী তাবিজ ছাড়ানো এর রোগ ভালো হবে না, নাউজুবিল্লাহ। এরপরে তারা এক হিন্দুকে আনছে, সে এসে কাছিম পুড়িয়ে কতো কিছুই না করছে কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। শেষ পর্যায় আমাকে নিয়েছে, তাই এতো প্রশ্ন। আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী এই কথাগুলো শুনে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে পরিপূর্ণ রুজু করে তদবীর দিলাম আল-হামদুলিল্লাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রোগীকে সুস্থ্য করে দিয়েছেন।

যে কারণে এই ঘটনা বল্লাম

মনে রাখার কথা হলো যদি কুরআন ও হাদিসের দুআ দ্বারা রোগী সুস্থ্য না হয়, তাহলে এই রোগী কুফরী হাজারো তদবীর প্রয়োগ করলে উপকার হবে না। আর কুফরী তদবীর দ্রুত ফায়দা দেয় এটা একটা বুকা কথা ছাড়া আর কিছু না।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন যে, তিন সময় জিনের শক্তি বেশি থাকে, দ্বিপহরের সময়, মাগরীবের নামাযের পুর্ব মুহূর্ত, রাত বারোটার পর থেকে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমরা যাদের বাড়ি বন্ধ করতে যাই, তারা অধিকাংশ সময় মাগরীবের পরে বাড়ি বন্ধ করতে চায় এসময় কি করা ঠিক হবে?

উত্তরঃ সূর্য ডুবে ডুবে যাওয়া থেকে মাগরীবের নামায পর্যন্ত সমস্যা এই অবস্থা চলে তার পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই বন্ধ করা যেতে পারে কোন সমস্যা নাই।

দশম দিনের ক্লাস

আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানী, আমরা আজ দশম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। গতকাল আমরা যাদুর বিষয় একটা ভূমিকা স্বরুপ কথা বলেছিলাম, আজ আমরা যাদুর বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের শুরু থেকেই যাদুর চর্চা চলছে এবং কুরাআনুল কারীমে যাদুর বিষয় বহু আলোচনা করা হয়েছে, আর মানুষের অভিজ্ঞতায় বুজে আসে যে, যাদু বলতে পৃথিবীতে কিছু আছে এবং তা দ্বারা মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়।

এখন কথা হলো যাদু করলে কি আলামত মানুষের শরীরে পাওয়া যায়

১. যাদু যাকে করা হয়েছে, সে খানা খেতে গেলে তার বুকে খানা হালকা হালকা বেধে যায়।
২. যাদুগ্রস্থ্য ব্যক্তিদের পেটে বেশি সমস্যা হয়, যা ডাক্তার দেখিয়ে কোন উপকার পাওয়া যায় না।
৩. কারো চোখের পাশ দিয়ে কালো হয়ে যায়।
৪. ধীরে ধীরে শুকনা হতে থাকে।
৫. হঠাৎ করে যৌন দূর্বলতা দেখা দেয়।
৬. কোন কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়।
৭. রক্ত বমি হয়।
৮. বিবাহের আগে মেয়েদের বহু চেষ্টার পরেও পাত্র বাড়িতে আসে না।
৯. বিবাহের চাহিদা মেয়েদের মধ্যে থাকে না।
১০. ব্যবসা-বানিজ্য কোন কিছুতে বরকত পাওয়া যায় না।

এইগুলো ব্যতিত আরো অনেক কারণ রয়েছে, যে আলামত দ্বারা বুজা যাবে যে, তাকে যাদু করা হয়েছে।

কাউকে যাদু করলে সেগুলোকে নষ্ট করতে হয় যেভাবে

১. নতুন মাটির পাতিলে নদীর জোয়ার-ভাটার পানি উঠিয়ে নিম্নক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে দম দিবে এবং তা দ্বারা রোগীকে সাত দিন গোসল দিবে ও অল্প অল্প করে পান করাবে। তাহলে সমস্ত যাদু নষ্ট হয়ে যাবে। আর এ আয়াত দ্বারা যেকোনো পানি পড়ে ঘর-বাড়িতে ছিটিয়ে দিলে দাফন করা সমস্ত যাদুও নষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এই:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ

الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অত:পর

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

২.নিম্নক্ত দু'আটি জাফরান কালি দ্বারা সাত টুকরা কাগজে লিখে প্রতিদিন রাতে এক গ্লাস পানিতে এক টুকরা কাগজ ভিজিয়ে রেখে সকালে কাগজটি ফেলে দিয়ে পানি পান করবে। ইনশাআল্লাহ অনেক পুরাতন যাদুগ্রস্থ রোগীও সুস্থ হয়ে যাবে। দু'আটি এই:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سبحان الله سبحان الله وعظمة الله وبرهان الله
وصنع الله وبطش الله وكبرياء الله وجلال الله وكمال الله ومن الله ولااله الا
الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس وملتومانس النار وماذرنا درنا
اخنوس برحمتك ياارحم الراحمين

৩. দুষ্ট জ্বীন ও মানুষের যাদু বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু তার কোনো পরওয়া করবে না। আল্লাহ তায়ালার কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যদি যাদু খুব তীব্র হয়, তাহলে,

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

পাঁচ বার লিখে বাম হাতের বাজুতে বেধে দিবে, ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

রোগীকে গোসল দেওয়ার জন্য গামছা পড়া

যাদু নষ্ট করার জন্য, এক নাম্বার পন্থায় যে গোসল করানোর কথা বলা হয়েছে, সে স্থানে এই পড়া গামছা প্রয়োগ করলে আরো ভালো ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

গামছা পড়ার নিয়মঃ পুরুষ হলে গামছা, মহিলা হলে কাপড় হলে ভালো হয়, গামছা হলেও চলবে। নুতুন ক্রয় করে চার কুল পাঠ করে চার কোণে চারটি গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিবে। অতঃপর ঐ গামছা মাথার উপর উড়নার মতো করে দিয়ে গোসল করবে, আর কাপড় পরিধান করে নিলেই হবে। প্রথম দিন গামছা বা কাপড় পরিধান করে গোসল করে নিলে এই গামছা বা কাপড় এর দায়িত্ব শেষ। এবার এই কাপড় বা গামছা কোন দরিদ্র লোককে দিয়ে দিবে। আর বাকি ছয় দিন শুধু পানি মাথায় ঠেলে গোসল করবে। চার কুল এইঃ

সূরা কাফিরুন

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ
(٣) وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ
وَلِيَ دِيْنِ (٦)

সূরা এখলাস

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ (٤) [الإخلاص/١-٤]

সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣)
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

সূরা নাছ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)
[الناس/١-٦]

যাদুর কারণে যাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত আসে

অনেক লোকের দেখা যায় যে, যাদু তার উপর এমন ভাবে প্রভাব ফেলেছে যে, তার নাক, মুখ বা বায়ূ পথ দিয়ে রক্ত আসে, পাশা-পাশি রক্ত বমিও হতে পারে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো, অতিদ্রুত নিম্নের চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হবে।

১. সাদা কাচের গ্লাসে পুকুর থেকে পানি উঠিয়ে নিম্নের আয়াতটি ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা তাকে খাওয়াবে ও হাত মুখ ধৌত করে দিবে আশা করা যায়, এই সমস্যা থেকে অতিদ্রুত মুক্তি পাবে। আয়াতটি এইঃ

أَمْ أَبْرَمُوْٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ [الزخرف/٧٩]

২. আর যদি দেখা যায় যে, এই আমলের বরকতেও অতিদ্রুত কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ঐ আমলের সাথে এই নকশাটিও প্রয়োগ করবে। তাহলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তবে নকশাটি লেখার নিয়ম হলো, প্রথমে যে ঘরে এক লেখা, সে ঘরে এক লিখবেন, তারপর দুই এর ঘরে দুই লিখবেন, এভাবে নয় পর্যন্ত লিখবে। সিরিয়াল অনুযায় লিখবে না। নকশাটি এইঃ

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

وصلى الله على النبي واله وسلم

উক্ত নকশা আরো যে কাজে ব্যবহার হয়

১. বাচ্চারা বিছানায় প্রশ্রাব করলে ঐ নকশা ভোজ পাতায় লিখে কোমরে ব্যবহার করলে সমস্যা দূর হয়।

২. ভয়ানক স্বপ্ন বন্ধ করার জন্য উক্ত নকশা লিখে কোমরে ব্যবহার করলে ভয়ানক স্বপ্ন বন্ধ হবে।

৩. যে সমস্ত মহিলাদের হায়াযের সময় ব্যথা হয়, ঐ নকশাটি লিখে কোমরে ব্যবহার করলে ব্যথা দূর হবে।

রোগী যদি দূরে থাকে তার যাদু নষ্ট করার উপায়

যদি সে আপনাকে ভিডিও কল দেয়, তাহলে আপনি উপরের পন্থায় তাকে পানি পড়ে দিবেন। আর তদবীরগুলো লিখে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন আর সে তা প্রিন্ট করে বের করে উপরে বলা নিয়ম অনুযায় ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

দূরের রোগীর যদি ক্ষতি বার বার করে

১. যদি রোগী প্রবাসে বা অন্য কোন জেলায় কিন্তু তাকে যাদু করে, বার বার ক্ষতি করা হয়। তাহলে আপনি একটি ছুরি নিয়ে, সূরা ফাতেহার একটি আয়াত পাঠ করে মাটিতে বা ফ্লোরের উপর একটি দাগ দিবে, আবার

আরেকটি আয়াত পাঠ করবে আর একটি দাগ দিবে, এভাবে যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ পাঠ করবে, তখন মনে মনে বলবেন যে, আমি অমুকের ক্ষতি কেটে দিলাম এভাবে প্রতিদিন করতে থাকলে, কিছু দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এর পাশা-পাশি মুরাকাবা করতে পারলে আরো ভালো হয়।

২. অথবা একটি কাগজের উপর রোগীর নাম লিখে হাত দ্বারা চেপে ধরে নিম্নক্ত আয়াত ১০০ বার পড়ে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আয়াতটি এইঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ.

৩. প্রবাহমান পানি অথবা নদীর পানি বা ৭ কুপের পানি, পাত্রে নিয়ে নিম্নের আয়াত ১১ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, আর সূরা ফালাক, সূরা নাস ১১ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে অতঃপর ঐ পানি রোগীকে তিন চুমুক খাওয়াবে এবং বাকি পানি দ্বারা গোসল করাবে, এভাবে ৪০ দিন করাবে, আশা করা যায় রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলো এইঃ-

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى.

তবে এই আমলটি রবিবার থেকে শুরু করবে।

তবে বর্তমান জামানায় আমরা বাঙালিরা যেহেতু হিংসুক বেশি, তাই আমরা অন্যের ভালো দেখতে পায় না। তাই কারো ভালো দেখলে তাকে কিভাবে ক্ষতি করা যায় সে চেষ্টায় লেগে যাই। বিশেষ করে দোকানকে ক্ষতি করা হয়, দোকানের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায়। অনেক কোম্পানির মালিকের খবর আমাদের কাছে আছে, যে সারা দুনিয়ার যে কোন দেশে যে কোন সময় চলে যেতো ব্যবসার কাছে, অনেক সম্পদের মালিক ছিলো। যাদুতে আক্রান্ত হয়ে সব কিছু হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে, এখন শ্রমীকদের টাকা দিতে না পেরে, গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিদেশী একজন ব্যবসায়ীর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক হয়, সে একজন বড় ব্যবসায়ী অকেনগুলো রেস্টুরেন্ট এর মালিক ছিলেন। যাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে সব শেষ এখন একটি রেস্টুরেন্ট আছে, তাতেও কোন লোকজন আসে না। তিনি বলেন, অথচ এই দোকানের এমন অবস্থা ছিলো, কর্মীরা ভয়ে আমার দোকানে কাজ করতে চায়তো না, যে একটুও রেষ্ট পাওয়া যায় না, আর এখন লোকই আসে না। তার অনেক পরিচিতকে জিজ্ঞাসা করছে, কি তুমি আমার দোকানে খানা ক্রয় করতে কেনো আসো না? সে বলে তোমার দোকান তো বন্ধ থাকে। অথচ এরা প্রতিদিন দোকান খোলে।

প্রবাসিরা যাদুতে আক্রান্ত হলে যেভাবে চিকিৎসা করবে

পানি পড়ার যে কাজগুলো আছে তা ভিডিও কলে করবেন, আর তদবীর লিখে সরাসরি পাঠানো সম্ভব হলে পাঠাবেন। অন্যথায় ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে পাঠাবেন, যাতে তারা তা প্রিন্ট করে বের করে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে জাফরান কালী দ্বারা লিখা জরুরী না । কারণ হলো জাফরান কালী দ্বারা লিখলে প্রিন্টে ভালো লেখা আসে না এই জন্য আপনি লাল কালী দ্বারা লিখে দিবেন।

দোকানের যাদু নষ্ট করার নিয়ম

আর দোকানের বরকতের তদবীর দিবেন। আর প্রতিদিন মোরাকাবা করে তার দোকানের যাদু নষ্ট করবেন। আর মোরাকা করা অবস্থায় নিম্নের আয়াত পাঠ করে বলবেন, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কিলগণ অতিসত্বর আপনারা অমুকের দোকানে যান এবং সে স্থানে কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করেন আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে। আয়াতটি এইঃ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ [آل عمران/٧٣، ٧٤]

দোকানের যাদু নষ্ট করার আরেকটি নিয়ম

মোরাকাবা করা অবস্থায়, ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে জায়নামাযের উপর ছড়িয়ে রেখে আস্তে আস্তে হাতকে গুটিয়ে আনবে, আর মনে মনে নিয়ত করবেন যে, আমি চতুর দিক থেকে লোকদেরকে তার দোকানে আনতেছি। আর উপরের আয়াত পাঠ করতে থাকবেন।

পাশাপাশি ঐ লোক যদি আন্তরিক হয় আপনার মাদ্রাসার যদি কোন সহযোগীতা করে, তাহলে আপনি আপনার মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে দিয়ে এক

লাখ পচিশ হাজার বার দুআয়ে ইউনুছ পড়িয়ে দিবেন, তাহলে আরো বেশি ফায়দা পাবে।

বাস্তবেই এই যাদুতে ভুগছে বহু সংখ্যক লোক, এদের মধ্যে বড় বড় উলামায়ে কেরামও আছে যাদেরকে যাদু দ্বারা ইলমি ময়দানে ক্ষতি করা হচ্ছে, শারীরিক ক্ষতি তো করা হচ্ছেই। আর এই যাদু তাদের উপর বার বার করা হচ্ছে, তাই যাদের ক্ষতি বার বার করবে তাদের জন্য নিম্নের পন্থায় আংটি বানিয়ে দিলে সব থেকে বেশি ভালো হয়।

যাদু থেকে বাচার জন্য আংটি পড়ার নিয়ম

৪.অনেক সময়, যাদুকার মানুষ বা জ্বীনেরা, যাদুর দ্বারা বন্ধের তাবীজ নষ্ট করে ফেলে। তাই এ ধরণের যাদু থেকে বাঁচার জন্য একটি খালেছ রূপার মিনারাদার আংটির মিনারার উপর ৭৮৬ লিখে যেকোনো রাতে (বৃহস্পতি বার শেষ রাত হলে ভাল হবে) অযু সহকারে সূরা ইয়াছিন সাত বার পড়বে। প্রত্যেক বার সূরা শেষ করে মিনারার উপর ফুঁক দিবে। সূরা ছফ্‌ফাত, দুই বার পড়ে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। সূরা মুমিনুনের শেষ চার আয়াত, সাত বার পাঠ করে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। আয়াতুল কুরসী দশ বার পাঠ করে, প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। এই আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জ্বীনের কোনো প্রকার যাদু চলবে না ইনশাআল্লাহ।

তবে যারা তদবীরকারী আমার মনে হয়, তাদের জন্য এই আংটি ব্যবহার করা উত্তম। কারণ কখন আপনাকে জিন বা মানুষে ক্ষতি করবে তা আপনি জানেন না।

এই আংটির পাওয়ার নষ্ট হয় কি?

এই আংটিকে যতো গুরুত্ব কম দেওয়া হবে, ততো তার পাওয়ার কুমে যাবে। যেমন আপনি খুলে যে কোন স্থানে রেখে দিলেন, মাটিতে ফেলে রাখলেন, তাহলে এর পাওয়ার অতিদ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। আমি অনেক উলামায়ে কেরামকে দেখেছি, তারা আংটির প্রতি এতো গুরুত্ব দেয় যে, সারা দিন তারা আংটি ব্যবহার করে, আবার রাতে ঘুমানোর পূর্বে আংটি খুলে তার খাদেমের কাছে দেয় যত্ন করে রাখার জন্য এভাবেই ব্যবহার করার নিয়ম।

যাদুকে যাদুকারীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আমল

যাদু-টোনাকে যাদুকারের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সূরা আবাসার আমল খুবই উপকারী। সূরা আবাসা ১৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সকাল-

সন্ধা খাবে। মাগরীবের পরে ৩ বার সূরা আবাসা পাঠ করবে, নিজে পাঠ করতে না পারলে অন্য কেউ পাঠ করে রোগীর উপর দম করবে। এভাবে ১১ দিন করলে যাদুর প্রভাব যাদুকারের দিকে ফিরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ যাদু নষ্ট করার জন্য আপনি অধিকাংশ জাগা বলেছেন যে, নদীর পানি প্রয়োজন কিন্তু এখন নদীর পানি পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট সাধ্য এখন আমরা কি অন্য পানি ব্যবহার করতে পারবো?

উত্তরঃ নদীর পানিই নেওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ এর মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট আছে, তবে না পাওয়া গেলে বাজারে যে পানি কিনতে পাওয়া যায় সেটা ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশ্নঃ উস্তাদজী আমি যখন ঘুমাই হঠাৎ করে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তখন ঘুম ভেঙ্গে যায় নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। এর জন্য অনেক দুআ-দুরুদ পড়ি কিন্তু কোন ফায়দা হয় না কি করতে পারি?

উত্তরঃ এই জন্য আপনি যা করবেন তা হলো, আপনি যদি উত্তর দিকে মাথা দিয়ে ঘুমান তাহলে ঘুমানোর এই পন্থা পরিবর্তন করবেন অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে ঘুমাবেন, বালিশের মধ্যে একটি কাগজী লেবু দিয়ে রাখবেন, আর ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরছির আমল করে ঘুমাবেন।

আয়াতুল কুরছির আমল যেভাবে করবেন

ঘুমানোর সময় সুন্নাত পন্থায় শুয়ে আয়াতুল কুরছি ৩ বার পাঠ করবে, প্রতিবার যখন وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة/٢٥٥] আসবে, এটা তখন তিন বার পাঠ করবে অর্থাৎ আয়াতুল কুরছি তিন বার পাঠ করলে وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة/٢٥٥] ৯ বার হবে। এভাবে আমল করে ঘুমিয়ে গেলে আশা করা যায় আপনার এই সমস্যা আর হবে না।

যাদু আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য উপদেশ

যারা যাদুতে আক্রান্ত তারা প্রতিদিন সকালে ৭ পিচ করে আজওয়া খেজুর খাবে এভাবে কিছু দিন করতে থাকলে যাদু দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১১ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ ১১ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। তদবীর জগতের মূল বিষয় হলো জিন

ও যাদু বাকি বিষয়গুলো হলো শাখা। তবে শাখার মধ্য থেকে কিছু বিষয়গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে আর তা হলো, নজর লাগা, বাচ্চা কন্সেপ না করা, যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি। তাই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

বদ-নজর কি?

বদ-নজর হলো, হিংসাত্মক দৃষ্টির কুফল। আল্লাহ তা'য়ালার জিকির ছাড়া গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ণ কুদৃষ্টির ফলে জিন শয়তান মানুষের ক্ষতি করে। হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ বদ নজর সত্য। তাই এটাকে তদবীর জগতে অবহেলা করার কোন সুযোগ নাই। কিছু কিছু মানুষের নজরে এতো প্রভাব রয়েছে যে, তার থেকে কারো বদ-নজর লাগলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঐ লোক মারা যেতে পারে।

বদ-নজর কার থেকে লেগেছে জানা থাকলে যা করতে হবে

হাদিস এর আলোচনা থেকে এটা বুজা যায় যে, যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, অমুক থেকে অমুকের বদ-নজর লেগেছে। তাহলে করণীয় হলো, যার থেকে বদ-নজর লেগেছে, সে যদি পরিচিত হয় বা তাকে চিনা যায়, তাহলে তাকে গোসল করিয়ে ঐ গোসলের পানি, যার উপর নজর লেগেছে তার মাথার উপর ঢেলে দিলে সে সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যদি জানা না থাকে যে কার থেকে বদ-নজর লেগেছে

১.নিম্নক্ত আয়াতদ্বয় লিখে তাবীজ বানিয়ে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ বদ-নজর হতে মুক্তি পাবে। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ.

২. উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পড়ে পানিতে দম দিয়ে রোগীকে গোসল দিবে ও কিছুটা পান করাবে। এরূপ সাত দিন করলে রোগী সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. বদ-নজর দূর করার জন্য নিম্নের দু'আটি লিখে শরীরে ব্যবহার করলে বদ-নজর দূর হবে ইনশাআল্লাহ । দু'আটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

৪. অনেক লোকের বার বার বদ-নজর লাগে আমরা তাদের যাদু নষ্ট করার তদবীর প্রয়োগ করি কিন্তু তাতে সে সুস্থ্য হয় না। কারণ হলো, তার বদ-নজর লেগেছে। এই রোগীদের জন্য করণীয় হলো, তিন টুকরা হলুদ নিবে, প্রত্যেক টুকরার উপর তিন বার নিম্নের দুআটি পাঠ করে ফুঁক দিবে। অতঃপর এক টুকরা পুড়িয়ে নাকে ধুয়া নিতে দিবে এভাবে তিন দিন করবে ইনশাআল্লাহ বদ-নজর নষ্ট হয়ে যাবে আর লাগবে না। দুআটি এইঃ

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّ الْكُفْرُ بَاطِلٌ

৫. অথবা এই আয়াতগুলি জাফরান কালী দ্বারা লিখে বৃষ্টির দ্বারা ধৌত করে সে পানি দ্বারা গোসল করবে ৭ দিন ইনশাআল্লাহ বদ-নজর দূর হবে।
আয়াতগুলি এইঃ

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ [الأعراف/٣١-٣٣]

যদি রোগী হাসপাতালে থাকে বা ঘরে পড়ে যায়, তাহলে এই পানি দ্বারা তার হাত মুখ ধৌত করায় দিবে। এভাবে এক সপ্তাহ করতে থাকলে আশা করা যায় সে সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বাচ্চা কন্সেফ করার বিষয় আলোচনা

আগে বুজতে হবে কাদের জন্য তদবীর প্রয়োগ করতে হবে। বিবাহের পরে অনেক মেয়েদের অতিদ্রুত বাচ্চা কন্সেফ করে, আর কারো একটু দেরি হয়, তবে এই দেরির সময় কতোটুকু এটা জানা জরুরী। তাহলো দুই বছর, কারণ

হলো, কারো কারো বাচ্চা কন্সেফ করতে দুই বছর সময় লাগতে পারে। দুই বছরেও যদি বাচ্চা কন্সেফ না করে তাহলে বুজতে হবে যে, স্বামী বা স্ত্রীর সমস্যা আছে এখন আর বসে থাকলে চলবে না, অবশ্যই ডাক্তারী বা তদবীরী চিকিৎসা নিতে হবে।

তদবীর নিয়ে আলোচনার পূর্বে কিছু কথা

যাদের বাচ্চা কন্সেফ করে না, তাদের কথা বা আপনার পরিক্ষা দ্বারা যদি মনে হয় যে, তার জিনের সমস্যা। তাহলে তাকে বাচ্চা কন্সেবের তদবীরের পাশাপাশি জিন থেকে হেফাজতের শক্তিশালি তদবীর প্রয়োগ করবে। আর যাদের পরিক্ষায় যাদুর সমস্যা ধরা পড়বে, তাদের জন্য বাচ্চা কন্সেফের তদবীরের পাশাপাশি শক্তিশালি যাদুর তদবীর প্রয়োগ করবে।

আর একটি কথা হলো, অধিকাংশ মানুষ ডাক্তার দেখিয়ে যখন দেখে যে, ডাক্তার দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা আলেমের কাছে আছে তদবীর নেওয়ার জন্য, নিয়ত হলো দেখি ডাক্তার দেখিয়ে তো কোন উপকার পেলাম না তদবীরে কোন ফাযদা হয় কি না?

তারা এসে ডাক্তারদের বিভিন্ন পরিক্ষার কথা বলে, বলে যে, ডাক্তার বলেছে যে, জরায়ুর মুখ বড় হয়ে গেছে বা বাচ্চা কন্সেফের নাড়ীতে সমস্যা, এই রোগীর আর বাচ্চা কন্সেফ করবে না অথবা বলে যে, তার স্বামীর নাকি বীর্যে কীট নাই বা কীট মারা গেছে বা দূর্বল হয়ে গেছে। এই কথাগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এখলাসের সাথে তদবীর প্রয়োগ করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা অধিকাংশ রোগীকেই সন্তান দিবেন।

কেনো ডাক্তারের এই রিপোর্ট এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না?

কারণ হলো ডাক্তারের রিপোর্ট ভূল হওয়ার সম্ভাবণা রয়েছে, দ্বিতীয় কারণ হলো, দুআ ও দাওয়া অনেক অসম্ভবকে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে সম্ভবে পরিনত করে। মনে রাখার কথা হলো, ডাক্তারকে আমরা অবহেলা করছি না কিন্তু যেহেতু তারা কোন মেশিন দ্বারা পরিক্ষা করে তাতে ভুল হতেই পারে স্বাভাবিক কথা।

আমার এক বিজ্ঞ মুফতী বন্ধুর ঘটনা

মাদারীপুরের রাজৈরে অবস্থীত রাজৈর মাদ্রাসায় খেদমত করতেন আমার এক মুহাব্বতী বন্ধু, এক দিন ইশার নামাযের পরে, কল দিলেন আমি ফোন রিসিভ

করার পর তিনি বললেন মুফতী সাহেব ফ্রি আছেন? কিছু কথা বলতাম। আমি বল্লাম বলেন সমস্যা নাই আমি ফ্রি আছি। আমার পরিবারের পক্ষ্য থেকে মেয়ে দেখে আমার বিবাহের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছে কিন্তু আমি একটা পেরেশানির মধ্যে আছি, কারো কাছে বিষয়টা বলতে পারছি না। তাই আপনাকে কল দিলাম। বল্লাম কি পেরেশানি বলেন, সে বলল আমি কোন এক কারণে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমার শারীরিক বিষয় পরিক্ষা করি তারা পরিক্ষার রিপোর্ট দেখে বলে যে, আপনার বীর্যে কীট নাই, ফলে আপনার দ্বারা বাচ্চা কন্সেফ করবে না। এখন আমি কি করি? কারণ হলো আমার যে মেয়ের সাথে বিবাহ ঠিক হয়েছে সে বড় এক আলেমের মেয়ে। আসলে যদি আমার এই সমস্যা হয় তাহলে আমি তার জীবন নষ্ট করতে চাই না। আমি তার কথায় বুজতে পারলাম যে, সে মহা পেরেশানির মধ্যে আছে, তাই আমি র্ধীর্ঘ সময় নিয়ে তাকে ওয়াজ করে তার মনকে স্বাভাবিক করি। এরপর সে বিবাহ করে আল-হামদুলিল্লাহ বিবাহের দেড় বছর পরেই সে সন্তানের বাবা হয়েছে।

ফরিদপুরের এক মহিলার ঘটনা

তার একটা বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার সময় কোন এক অসুস্থ্যতার কারণে তার সন্তান ধারণের নাড়ী কেটে ফেলে ডাক্তারেরা অর্থাৎ তার আর বাচ্চা হবে না। সে সুস্থ্য হওয়ার কিছু দিন পর তার ইচ্ছা হয় আরেকটি বাচ্চা নেওয়ার। ফলে সে শুরু করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রোনাজারি কিছু দিন পর দেখা যায় যে, তার গর্ভে বাচ্চা আসছে। ডাক্তাররা তো হতোবাগ কি করে সম্ভভ? এই অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো যা হোক সমস্যা নাই। এখলাসের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আস্থা রেখে তদবীর প্রয়োগ করবে আর আল্লাহ তা'য়ার কাছে তাদেরকে দুআ করতে বলবে আল বলবে, আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় কিছু দান করার জন্য ইনশাআল্লাহ তারা ভালো ফলাফল দেখতে পাবে।

বাচ্চা কন্সেফের জন্য যে তদবীর দিবে

১. নিম্নের দুআগুলো এখলাসের সাথে জাফরান কালী দ্বারা লিখে পানিতে ভিজাবে যখন অক্ষর উঠে যাবে তখন কাগজ ফেলে দিয়ে ঐ পানিটা যত্ন করে রেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দিনে ২ বার করে ৩ মাস খাবে। আর এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে স্ত্রী সুলভ আচারণ করতে থাকবে আশা করা যায় বাচ্চা কন্সেফ করবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧) [الفاتحة/١] وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

اللهم يا غنى يا كريم اغننى بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك

তদবীর ব্যবহারের সময় যে নিয়ম মানতে হবে

১. তদবী চলাকালীন সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে ও সহবাসের দুআ পড়বে।
২. সহবাসের সময় পরিপূর্ণ কাপড়হীন হওয়া যাবে না।
৩. স্ত্রীর সাথে শেষ রাতে সহবাস করবে।
৪. সহবাসের পর স্ত্রী আধাঘন্টা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে, তারপর গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে।

এই নিয়ম ফলো করলে ইনশাআল্লাহ অতিদ্রুত ফলাফল পাওয়া যাবে।

২. আর নিম্নের আয়াত দুটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে স্ত্রী কোমরে ব্যবহার করবে, ইনশাআল্লাহ গর্ভে সন্তান আসবে ও রক্ষা পাবে। আয়াত দুটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

৩.নিম্নক্ত আয়াত হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাপজল ও জাফরান দ্বারা লিখে ৩০ দিন পরে স্ত্রী লোকের শরীরে ব্যবহার করবে, ইনশাআল্লাহ গর্ভে সন্তান আসবে। আয়াতটি এইঃ

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا

আর নিম্নের পন্থাগুলো যদি সম্ভব হয় ব্যবহার করবে, তাহলে আরো দ্রুত ফায়দা পাওয়া যাবে।

৪. হাঁসের তাজা অন্ডকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করেই স্ত্রী গমন করলে, ইনশাআল্লাহ গর্ভে সন্তান আসবে।

৫. মাসিকের শেষ তিন দিন দৈনিক তিন বার মানুষের চুলের ধোঁয়া জরায়ুতে দিবে এবং মাসিক বন্ধের সাথে সাথে গোসল করে সহবাস করবে, ইনশাআল্লাহ চির বন্ধা নারীরও সন্তান হবে।

৬. মোরগের অন্ডকোষদ্বয় ভস্ম করে পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে স্ত্রী পান করবে, ইনশাআল্লাহ স্ত্রী হামেলা হবে।

যে সমস্ত নারীদের বন্ধ্যা মনে করা হয় তাদের জন্য যে তদবীর দিবে

১. নিম্নের তদবীরটি লিখে রোগীকে বলবেন যে, এটি তামার মাদুলীতে ভরে মাটির একটি কলসে পানি ভরে তার মধ্যে এই তদবীরটি রেখে দিবে, হায়ায থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ঐ কলস থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দিনে ২ বার করে ঐ কলস থেকে পানি খাওয়া শুরু করবে। এভাবে মোট ৯০ দিন খাবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা কন্সেফ করবে। তদবীরটি এইঃ

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا و صلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

২. ৪০ টি লবঙ্গের উপর নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। হায়ায থেকে পবিত্র হওয়ার পর প্রতি দিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে ১টি চিবিয়ে খেয়ে ঘুবাবে তবে লবঙ্গ খাওয়ার পরে আর পানি খাওয়া যাবে না। আর এই চল্লিশ দিনে স্বামীর সাথে স্বামী সুলভ আচারণ হতে হবে, ইনশাআল্লাহ বাচ্চা কন্সেফ করবে। আয়াত এইঃ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ [النور/٤٠]

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ
جَمِيعًا وصلى الله على النبي واله وسلم

যাদের বাচ্চা কন্সেফ করে ঠিক কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়

তাদের প্রধান কাজ হলো,

১. ভারী কোন কাজ করা যাবে না।

২. গাড়ীতে আরোহণ অনেক জরুরত ব্যতিত করবে না।

৩. তাকে দুশ্চিন্তায় রাখা যাবে না।

৪. তার সাথে ঝগড়া করা যাবে না।

৫. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস করবে না, যদিও বৈধ।

৬. মাগরীবের আগ মুহূর্তে বাহিরে থাকবে না।

৭. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে কাউকে পেট দেখাবে না। কারণ হলো অনেক সময় দেখা যায় যে, জিন আত্মীয় সজনের রুপ ধরে এসে আপনাকে পেট দেখাতে বলতে পারে, আর আপনি যদি তাকে পেট দেখান তাহলে নিশ্চিত মনে রাখবেন আপনার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে। আর নজর লাগার বিষয় তো রয়েছেই।

৮. বাচ্চা কন্সেফ করার পর থেকে মুভি, নাটোক, অশ্লীল কিছু দেখবে না।

এই সমস্ত নিয়ম পালন করলে অনেকাংশেই আল-হামদুলিল্লাহ ভালো থাকবে নষ্ট হবে না।

যারা রাতে স্বপ্নে ফল খায়

অনেক মহিলার সমস্যা হলো, তারা রাতে স্বপ্নে বিভিন্ন ফল খায়, সকালে মন থাকে খারাপ এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ব্লিডিং শুরু হয়, তারপরে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। এদের জন্য করণীয় হলো, ঘরে টিভি থাকলে বন্ধ করবে, মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকলে বের করে ফেলবে, শুকেজে প্রাণীর মূর্তি থাকলে বের করে ফেলবে। আর নিম্নের তদবীরটি কোমরে ব্যবহার করবে।

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من

الشيطان الرجيم اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝
وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا
يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا
يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا
يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَلَا
يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وصلى الله على النبي واله وسلم

বাচ্চা নষ্ট না হওয়ার তদবীর

১. কোন নারী গর্ভবতী হলে, নিম্নের আয়াত ফজর ও ইশার পরে ৩ বার করে পাঠ করবে বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত করতে থাকবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা নষ্ট হবে না। আয়াত এইঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [آل عمران/٢٧]

২. নিম্নের আয়াত লিখে বাচ্চা কন্সেফের সাথে সাথে কোমরে ব্যবহার করবে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর বাচ্চার গলায় দিবে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা নষ্ট হবে না। আয়াত এইঃ

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ
دَافِقٍ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

৩. অথবা নিম্নের আয়াতটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে। আয়াতটি এইঃ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا [الكهف/٢٥]

৪. অথবা নিম্নের তদবীরটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে, তবে এই তদবীরগুলোর মধ্যে এটা অনেক বেশি কার্যকর।

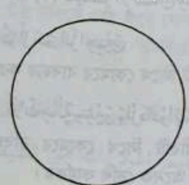
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ [الفاتحة/٢-٧] وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَكِيْنٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. [المؤمنون/١٢-١٤]

যে নারীর শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান হয়, তার ছেলে হওয়ার তদবীর

১. যে নারীর ছেলে সন্তান হয় না, বার বার মেয়ে সন্তান হয়, তার জন্য নিম্নের আয়াত গুলো হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে গর্ভ ধারণের তিন মাস পূর্বেই শরীরে ব্যবহার করতে দিবে, ইনশাআল্লাহ ছেলে সন্তান হবে। আয়াত গুলো এই:-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ يَازَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

২. যে নারীর শুধু কন্যা সন্তান হয়, এমন রমণীর পেটের উপর নিম্নের গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করে তার উপর সত্তর বার আঙ্গুল ঘুরাবে এবং প্রত্যেক বার يَامَتِيْنُ পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার পুত্র সন্তান হবে। তবে এ তদবীর করার অনুমতি শুধু মাত্র স্বামী এবং মা ও আপন বোনকে দেওয়া হল। বৃত্তটি এই:-



৩. বাচ্চা কন্সেফ করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী নিয়ত করবে যে, এবার যে সন্তান আল্লাহ তা'য়ালা দিবে তার নাম রাখবো আব্দুর রহমান তাহলে আশা করা যায় ছেলে সন্তান হবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ আপনি ক্লাসের শুরুতে বদ-নজরের আলোচনা করেছেন, আমার কিছু গাছ লাগিয়েছি,সবাই দেখে বলে, আরে আল্লাহ! ডাক্তারের গাছে কি পরিমাণ ফল এসেছে? আমি বদ- নজর থেকে কিভাবে হিফাজত করতে পারি?

উত্তরঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَسَدِ তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা গাছে ছিটিয়ে দিবে ও গোড়ায় ঢেলে দিবে ইনশাআল্লাহ হেফাজত থাকবে।

১২ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা ১২ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি।গতকাল গর্ভধারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আজ আমরা আলোচনা করবো মেয়েদের কেনো বিবাহ হয় না? এর কারণ কি তা নিয়ে আলোচনা করবো।

কয়েকটি কারণে মেয়েদের বিবাহ হয় না

১. মেয়ের চেহারা ভালো বংশও ভালো কিন্তু মেহমান যখন বাড়িতে আসে তখন তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। এরূপ যদি কোন মেয়ের হয় তাহলে বুজবেন যে, এই মেয়ের আশিক জিনের সমস্যা আছে, তাকে বিবাহের তদবীরের পাশাপাশি জিনের তদবীর প্রয়োগ করবে।

২. আর কিছু মেয়ে আছে যাদের বাড়িতে মেহমান আসলে তাকে দেখে পছন্দ হয়ে যায়, মনে হয় যে, এই জাগা বিবাহ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা বাড়িতে গিয়ে আর খবর নেয় না। তাহলে বুজবেন যে, এই মেয়ের বর বাধা আছে। তা নষ্ট করে বিবাহের তদবীর প্রয়োগ করবে।

৩. আর কিছু মেয়ে আছে, যাদের পিতা-মাতা তাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বাড়িতে মেহমান আনার যে চেষ্টা তা করে কিন্তু কোন মেহমান বাড়িতে আসেনা। তাহলে বুজবেন যে, এই বাড়িতে জিনের বা মানুষের কোন ক্ষতি আছে।

বিবাহের যে তদবীর দিলে অতিদ্রুত বিবাহ হয়

উপরে উল্লেখিত তিন কারণের যে কোন একটা কারণ পাওয়া গেলে, প্রথম কাজ হলো, তার শরীরের যাদু নষ্ট করার তদবীর প্রয়োগ করতে হবে। কারণ

হলো, জিনের সমস্যাই হোক বা যে সমস্যাই হোক যাদের বিবাহ হয় না তাদের শরীরে যাদুর সমস্যা পাওয়া যায়।

১. নতুন একটি মাটির পাত্রে উজান-ভাটার পানি উঠিয়ে, যদি উজান-ভাটার পানি না পাওয়া যায়, তাহলে যে খাল বা নদীতে স্রোত আছে তা থেকে যে দিকে স্রোত যায় সেদিক থেকে পানি উঠাবে আর হাত দিয়ে উল্টা দিকে নাড়া দিয়ে পানি উঠাবে। অতঃপর নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করে, পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে ৭ দিন গোসল করবে, আর দিনে দুই থেকে তিন বার খাবে। আয়াতগুলি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً حَتّٰى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অত:পর

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

২. একটা নতুন কাপড় পড়ে দিবেন, কাপড় পড়ার নিয়ম হলো, চার কুল পাঠ করে চার কোণায় গিরা দিবে।

এবার এটা পরিধান করে ঐ পড়া পানি মাথায় ঢেলে গোসল করবে। প্রথম দিন গোসল করে কাপড়ের কাজ শেষ। এবার এটা একটা দরিদ্র লোককে দিয়ে দিবে, বাকি ছয় দিন ঐ পানি দ্বারা গোসল করবে।

৩. প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে একশত বার يَالَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) পাঠ করবে। এভাবে মোট ৩০ দিন করবে।

৪. নিম্নের তদবীরটি লিখে কোমরে ব্যবহার করবে। তদবীরটি এইঃ

ك	د	ع	ط	ص
ف	ح	ط	ص	ى
ع	ط	ص	ك	ق
ع	ص	ك	ف	ح
ع	ع	ك	ف	ط

وصلى الله على النبي واله وسلم

৫. নিম্নের দুআটি লিখে ২১ দিন পরে কোমরে ব্যবহার করবে। দুআটি এইঃ

طس تِلْكَ اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُبِيْنٍ طسم تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ طسم تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ وصلى الله على النبي واله وسلم

৬. যারা চায় যে, তাদের মেয়ের অতিদ্রুত বিবাহ হয়ে যাক সেক্ষেত্রে করণীয় হলো, পাত্র যখন বাড়িতে আসবে আর তারা যদি জানে যে, ছেলে ভালো তার সাথে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাবে। তাহলে পাত্র পাড়িতে প্রবেশ করার পরে আপনাকে কল দিবে। তখন আপনি সূরা ফাতেহা পাঠ করে,মনে মনে বলবেন যে, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কিলগণ অতিসত্বর আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমে অমুক মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাহলে আশা করা যায় অতিদ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

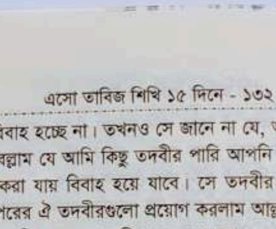
একটি মেয়ের ঘটনা

আমি তখন গোপালগঞ্জ ছিলাম, এক মসজিদের ইমামের সাথে মতোবিনিময় চলাকালীন সময় তিনি বললেন যে, হুজুর আমার একটা বোনের দীর্ঘ দিন ধরে বিবাহ হচ্ছে না। তার বিবাহের চেষ্টায় প্রাই পাঁচ লাখ টাকা খরচ করা

হয়েছে কিন্তু বিবাহ হচ্ছে না। তখনও সে জানে না যে, আমি একজন তদবীর কারক, আমি বল্লাম যে আমি কিছু তদবীর পারি আপনি প্রয়োগ করে দেখতে পারেন আশা করা যায় বিবাহ হয়ে যাবে। সে তদবীর নেওয়ার জন্য রাজি হলো আমি উপরের ঐ তদবীরগুলো প্রয়োগ করলাম আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে ৭ দিন মধ্যে তার বিবাহ হয়ে গেলো।

যদি ৪০ দিনে কাজ না হলে করণীয়

যদি উপরের তদবীর প্রয়োগের পরে ৪১ দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও কোন উপকার না বুজে আসে। তাহলে নিম্নের তদবীরটি জাফরান কালী দ্বারা লিখে, হাড়ের চিরনির সাথে বেধে প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে মাথা আচড়াবে। এভাবে ৪০ দিন করলে ভালো ফলাফল আসবে ইনশাআল্লাহ।



আর বিবাহের এই তদবীরগুলো সঠিক ভাবে প্রয়োগ করলে সর্বোচ্চ সময় লাগবে তিন মাস এর মধ্যে বিবাহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার তদবীর

বিবাহ বেধে রাখা বা কাউকে ক্ষতি করা হয়, অধিকাংশ সময় অবৈধ সম্পর্কের কারণে। যার ফলে একটি মেয়ে বা ছেলে বরবাদ হয়ে যায়। অনেকে আছে যে, তাদের আর জীবনে বিবাহই হয় না। আবার অনেকের বিবাহ তো হয় কিন্তু সারা জীবন অতিবাহিত হয় অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে। কারণ হলো, তাদেরকে এমন ভাবে ক্ষতি করা হয় যে, সারা জীবন ঐ ক্ষতিতে ভুগতে হয়।

অবৈধ সম্পর্ক ভাঙ্গার তদবীর

১. দুই ব্যক্তির অবৈধ সম্পর্কের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে, নিম্নক্ত আয়াত বকরীর চামড়ার উপর লিখে দুটি পুরাতন কবরের মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করবে। তবে শর্ত হলঃ কবর দুটি নিজ আত্মীয়দের না হতে হবে। আয়াতটি এই:-

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْعَدَاوَةَ فِيمَا بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ

ফুলান ও ফুলানের স্থানে যে দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে ইচ্ছুক তাদের নাম লিখতে হবে।

২. উক্ত আয়াতটি কাগজের উপর জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে, নদী বা পুকুরের পারে ভিজা-শুকনার মাঝে গেড়ে রাখবে ইনশাআল্লাহ অবৈধ সমস্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

৩. উক্ত আয়াতটি কাগজের উপর জাফরান কালী দ্বারা লিখে মাদুলীতে ভরে, ছেলের তদবীর নিতে আসলে মেয়ে কবুতরের পাখায়, আর মেয়ের জন্য নিতে আসলে মর্দা কবুতরের পাখায় বেধে ছেড়ে দিবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে।

৪. নিম্নলিখিত আয়াত একুশ বার পাঠ করে একটি পানের উপর ফুক দিয়ে খাওয়াবে এবং লবণের উপর ফুক দিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করবে,ইনশাআল্লাহ অবৈধ ভালবাসা বিচ্ছিন্ন হবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

৫. অবৈধ প্রেম ও ভালবাসা দুর করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত সাত বার পাঠ করে, পান-সুপারীর উপর ফুক দিয়ে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য সফল হবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَآءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلٰٓى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

৬. আর এই আমলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখলাসের সাথে করলে অতিদ্রুত অবৈধ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে। এই আমলটি রবিবার থেকে করতে হয়, রবিবার দিবাগত রাতে ফজরের সুন্নাত ও ফরজের মাঝে সূরা ফাতেহাকে বিসমিল্লাহ সহ পাঠ করবে।

রবিবার ৭০ বার
সোমবার ৬০ বার
মঙ্গলবার ৫০ বার
বুধবার ৪০ বার

বৃহস্পতিবার ৩০ বার
শুক্রবার ২০ বার
শনিবার ১০ বার

যেভাবে বিসমিল্লাহ এর মিমকে আল হামদু এর সাথে মিলিয়ে পড়বে।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। বাকিটা যেভাবে আছে সেভাবেই পাঠ করবে।

৭. যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে থাহলে, নিম্নের আমলটি এখলাসের সাথে করা যায় তাহলে অবৈধ সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে। আমলটি এইঃ

প্রথমে ৩ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে, তারপর সূরা কুরাইশ ৭০ বার পাঠ করবে,এরপর আবার দুরুদে ইব্রাহিম ৩ বার পাঠ করে যদি সম্ভব হয়, স্বামী বা স্ত্রী যে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে তার শরীরে আস্তে করে ফুঁক দিবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সে যেনো বুজতে না পারে। আর যদি সে দূরে থাকে বা প্রবাসে থাকে তাহলে পাঠ করার পরে তার চেহারা কল্পনায় এনে ফুঁক দিবে। তাহলেও ফায়দা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

৮. ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে তারপর ৩৩৩ বার সূরা কুরাইশ পাঠ করবে অতঃপর আবার ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য দুআ করবে।
এভাবে ২১ দিন করবে তাহলে যতো গভীর সম্পর্ক হোক তা ভেঙ্গে যাবে।

যে সমস্ত শত্রুরা বার বার ক্ষতি করে তাদেরকে দমন করার তদবীর

অনেক রোগী আছে যাদেরকে যাদু দ্বারা বা জিন দ্বারা বার বার ক্ষতি করা হয়। এদেরকে দমন করার জন্য নিম্নের তদবীর খুবই কার্যকারী।

শত্রুর জবান বন্ধ করার তদবীর

নিম্নের দুআটি লিখে মাদুলীতে ভরে ভারি পাটা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে, তাহলে আশা করা যায়, শত্রু আর আপনার বিষয় কথা বলতে পারবে না। ধীরে ধীরে আপনাকে সে ভুলে যাবে। দুআটি এইঃ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ – ٣ص ١٣ ٥٣ ٤٣ ٣ب ٣ج ٨٣ ٣ لا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ تَأْخَرُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ

কেউ কোন পতিষ্ঠানের সাথে শত্রুতা করলে বা কারো শত্রুতার সীমা ছাড়িয়ে যায়

রবিবার রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরা লাহাব এক বার পাঠ করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই শত্রু দমন হওয়ার জন্য দুআ করবে। এভাবে ৩ রবিবার করলে আশা করা যায় শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে। সূরা লাহাব এইঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۝ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

শত্রুকে একটু শাস্তি দেওয়ার আমল

যে শত্রু বার বার জিন চালান দিয়ে বা যাদু দ্বারা আপনাকে ক্ষতি করে তার জন্য নিম্নের তদবীরটি প্রয়োগ করলে আশা করা যায় সে, কিছু শাস্তি পেয়ে আপনার রাস্তা থেকে সরে যাবে। একটি কাটে আলকাতরা মেখে শুকিয়ে তার উপর যে কোন একটি লোহার যন্ত্র দ্বারা নিম্নের নকশা লিখে ৭ দিন আগুনে তাপ দিবে। কিন্তু জালাবে না, আশা করা যায় ফায়দা হবে। তদবীরটি এইঃ

الرحيم	الرحمن	الله	بسم
بسم	الرحيم	الرحمن	الله
الله	بسم	الرحيم	الرحمن
الرحمن	الله	بسم	الرحيم
الرحيم	الرحمن	الله	بسم

একেবারে নিরুপায় না হলে এই তদবীর প্রয়োগ করবে না। কারণ হলো যদিও আমি এই তদবীর লিখেছি কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার নাম আগুনে তাপ দেওয়া আমার কাছে পছন্দনীয় না। এই তদবীরটি আমি এনেছি, আদি ও আসল নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব এর ৪৫৬ পৃষ্ঠা থেকে।

একটি ঘটনা

আমি এক আলেমের সাথে এক সাথে মাদ্রাসায় খেদমত করেছি। তার বাড়ি কক্সবাজার গোপালগঞ্জ বিবাহ করেছে এবং এখানে কিছু জাগা ক্রয় করে বসবাস করে, বাড়িতে একটা মহিলা মাদ্রাসা করেছে। তার প্রতিবেশী মহিলা খুবই খারাপ সব সময় তার কারণে চিন্তায় থাকতে হয় এই আলেম পরিবারের।

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি কাল্লিবিল কল্‌বা ওয়াল বাসারা ফুলান ইবনে ফুলান ইলাইয়া বিল খয়রি বিহাক্কি হাব্বিব হাব্বিব ইয়া বদ্দুহু।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী এবং তার মায়ের নামের সংখ্যা এবং স্ত্রী ও তার মায়ের নামের সংখ্যা বের করে এক সাথে যোগ করে যা হয় يَا وَدُوْدُ ততোবার পাঠ করবে, এভাবে ৩ সপ্তাহ করলে আশা করা যায় মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাব্বত সৃষ্টির আর একটি তদবীর

নিম্নের দুআটি প্রতিদিন ১০১ বার পাঠ করবে এভাবে ৪০ দিন করলে আশা করা যায় মুহাবব্বত বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ قَلْبَهَا اِلَيَّ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি কল্লিব কল্‌বাহা ইলাইয়া

মুহাব্বত সৃষ্টির শক্তিশালি আমল

সূরা কুরাইশ ২১ বার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে রেখে দিবে, দ্বিপহরের সময় ঐ লবণ অল্প অল্প করে আগুনে ফেলবে। এভাবে ৩দিন করলে আশা করা যায় মুহাব্বত বহুগুণে বেড়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতরে আমল

এই আমলের শুরু ও শেষে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে। অতঃপর আছরের নামাযের পরে সূরা আছর ১০১ বার পাঠ করবে। এভাবে এক সপ্তাহ করবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে।

স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের তদবীরটি লিখে স্ত্রী তার বাম হাতে ব্যবহার করবে। আশা করা যায় স্বামী তার আনুগত্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

٧٨٦

والذين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشد حبا	امنوا	والذين	الله
لله	اشد حبا	امنوا	والذين

স্বামী বা স্ত্রীকে আনুগত্য করার আমল

নতুন পাত্রে তথা অব্যবহারিত পাত্রে পানি ভরে নিজের সামনে রাখবে এবং এ আমল করা অবস্থায় কল্পনা করবে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পানির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এ অবস্থায় সূরা ফাতেহা ৪১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। অতঃপর কেবলা মুখি হয়ে বসে ঐ পানি পান করবে আর কল্পনা করবে যে, তাকেও পান করাচ্ছি ইনশাআল্লাহ সে আনুগত্য হয়ে যাবে এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

দ্বিতীয় আমল

নিম্নের আয়াত জাফরান কালি দ্বারা দুই টুকরা কাগজে লিখে, এক টুকরা তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে। আর এক টুকরা সম্ভব হলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ আনুগত্য হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلٰٓى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا وَإِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ اهيا اشر اهيا فلان بن فلان علي حب فلان بن فلان

বাংলা উচ্চারণ : বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ওয়াল্লাহু গালিবুন্ আলা আমরিহি ওয়ালাকিন্না আকছারন্নাসি লা ইয়া'লামুন- ক্বদ শাগাফাহা হুব্বান্- ওয়াইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদিদ- ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহি।

পরিবারে মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ার আমল

পরিবারের মধ্যে দন্ধ হলে বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দন্ধ হলে, জর্দা বা খির অথবা হালুয়ার উপর يَا وَدُوْدُ এক হাজার বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সবাইকে খাওয়াবে আশা করা যায় মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের আয়াতটি ৭ বার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে তা আগুনে ফেলে দিবে আশা করা যায় মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (٧٩) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : কলা মাই ইহ্ইল ইজামা ওয়াহিয়া রমীম- কুল ইহ্ইহাল লাজি আনশাআহা আওয়ালা মার্‌রাহ ওয়াহুয়া বিকুল্লি খলকিন আলীম- আল্লাজি জায়ালা লাকুম মিনাশ শাজারিল আখদরি নারান ফাইজা আনতুম মিনহু তুকিদুন। (সূরা ইয়াছিন ৭৮-৮০)

বিট লবণ পড়া

ফজরের নামাযের পূর্বে চার টুকরা বিট লবণ নিয়ে একেক বার পাঠ করে একেক টুকরা লবণের উপর ফুঁক দিবে। অতঃপর প্রতিদিন এক টুকরা জলন্ত আগুনে ফেলে দিবে। অতঃপর যখনই তার সাথে দেখা করবে, সে আপনার প্রতি ব্যাকুল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াত এইঃ-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (৭৮) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (সূরা ইয়াছিন ৭৮-৭৯)

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার শক্তিশালি আমল

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نَفْسُ فلان بن فلان عِنْدِيْ প্রত্যেক নাস শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে نَفْسُ فلان بن فلان عِنْدِيْ পাঠ করবে। এভাবে সূরা নাস শেষ করে একটি লবঙ্গের উপর ফুঁক দিবে। এভাবে ২১টি লবঙ্গ পড়বে। অতঃপর ঐ লবঙ্গগুলি আগুনে জ্বালাবে এভাবে মোট ১১ দিন করবে। ইনশাআল্লাহ স্বামী বা স্ত্রী তার ভালোবাসায় হাবুডুবু খাবে।

স্বামী বা স্ত্রীকে মুহাব্বতে পাগল করার তদবীর

জুমআর রাতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে নিম্নের আয়াত ৭ বার পাঠ করে চৌরাস্তার মাঠির উপর ফুঁক দিয়ে যার প্রতি নিক্ষেপ করবে সে আপনার ভালোবাসায় হাবুডুবু খাবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতটি এইঃ-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فُلَانَ بِنْتِ فُلَانٍ مَجْنُوْنًا وَمُطِيْعًا لِيْ

বাংলা উচ্চারণ : ইয়া আইয়ুহান্ নাসু কাদ জায়াকুম বুরহানুম্ মির রাব্বিকুম- আল্লাহুম্মাজ্ আল্ ফুলানা বিনতে ফুলান মাজনুনান ওয়া মুতিয়ান লী।

স্বামী-স্ত্রীর মিল মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের দুআটি ২১ বার পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা ২১ দিন জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِفِ الْمُوَدَّةَ وَالْمَرْحَمَةَ وَالشَّفَقَةَ فِيْ قُلُوْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَكُلِّ بَنِيْ اٰدَمَ وَبَنَاتِ حَوَّا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আ'তিফিল মুআদ্দাতা ওয়াল মারহামাতা ওয়াশ্ শাফাকাতা ফী কুলুবি কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন ওয়া কুল্লি বানী আদামা ওয়া বানাতি হাওয়া বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই আমল দ্বারা যে কোন ব্যক্তির সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

সূরা জিন দ্বারা ভালোবাসা পাওয়ার আমল

সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে গমের উপর ফুঁক দিয়ে তা অল্প অল্প করে আগুনে জালাবে এভাবে ৩ দিন করবে ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

দ্বিতীয় তদবীর

নিম্নের আয়াত ১১ বার পাঠ করে, লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা ১১ দিন আগুনে জ্বালাবে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (৮১) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (৮২) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

বাংলা উচ্চারণ : আওয়া লাইসাল্লাজী খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিকাদিরিন আলা আই ইয়াখ্লুকা মিসলাহুম্ বালা ওয়াহুয়াল খাল্লাকুল আলীম ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা শাইয়ান্ আই ইয়াকুলা লাহুকুন ফাইয়াকুন্ ফাসুবহানাল্লাজী বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শায়ইন্ ওয়াইলাইহি তুরজাউন। (সূরা ইয়াছিন ৮১-৮৩)

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের জন্য

নিম্নের আয়াতের জাকাত আদায় করুণ

নিম্নের আয়াত ২০টি গোল মরিচের উপর ২০ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে, প্রতিদিন একটি আগুনে জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ-

يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ يَا حَفِيْظُ يَا نَاصِرُ اُحْضُرُوْنِيْ

বাংলা উচ্চারণ : ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান্ লিল্লাহি ইয়া হাফীজু ইয়া নাসিরু উহ্দুরুনী

উক্ত আমলের জাকাত আদায়ের উপায়

যে কোন জুমআর রাতে ইশার নামাযের পরে উক্ত আয়াত ৩৪০ বার পাঠ করবে এভাবে ৩১ দিন করবে, তাহলে এই আমলের জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা ক্বদর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়

২১ টি মুলার বিচির উপর সূরা ক্বদর ২১ বার পাঠ করে প্রত্যেক বার একেকটির উপর ফুঁক দিবে, অতঃপর তা আগুনে জ্বালাবে, এভাবে ৭ দিন করলে আশা করা যায় সম্পর্ক গভীর হবে। সূরা ক্বদর এইঃ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

বাংলা উচ্চারণ ইন্না আনজাল্ নাহু ফী লাইলাতিল কদরী- ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদরী- লাইলাতুল কদরি খয়রুম মিন আলফি শাহরিন তানাঝ্ঝালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহু ফীহা বিইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি।

মুহাব্বত ও বশিভূত করার তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে তবে তদবীর ব্যবহারের পূর্বে তদবীরটিকে লোবানের ধোয়া দিলে বেশি উপকার হবে। তদবীরটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم واجعل مؤدة و محبة فلان بن فلان احب فلان بن فلان كما بين ابراهيم وساره كما بين يوسف وزليخا كما بين محمد عائشة وكما بين علي و فاطمة الزهراء يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ بحق الرحمن علم القران وبحق اسم اعظم يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين

প্রথম فلان بن فلان স্বামী ও তার মাতার নাম লিখবে আর দ্বিতীয় فلان بن فلان স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের আয়াত জাফরান কালী দ্বারা লিখে তামার মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে আশা করা যায় উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক হবে।

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ قَلِّبِ لِفُلَانَةِ قَلْبِ فُلَانٍ بِالْخَيْرِ لِاَدَاءِ الْحُقُوْقِ يَا وَدُوْدُ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا وَدُوْدُ.

فُلَانٍ এর স্থানে যার মুহাব্বত নাই তার নাম এবং لِفُلَانَةِ এর স্থানে যে মুহাব্বত করতে ইচ্ছুক তার নাম লিখবে।

এবং يَا لَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ এগারো শত বার পাঠ করে ১১ টি কালো গোল মরিচের উপর ফুঁক দিয়ে তা জ্বলন্ত আগুনে পুড়াবে এভাবে ৪০ দিন করবে আশা করা যায় সমস্যা যত বড় হোক সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার এক বিশেষ আমল

নিম্নের আয়াত চন্দ্রগ্রহণ অথবা সুর্যগ্রহণের সময় বা শবে কদরে ৩৬৩ বার পাঠ করে আতর সুরমা এবং চিনি ও লবণের উপর ফুঁক দিয়ে রাখবেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হলে আতর শরীরে আর সূরমা চোখে ব্যবহার করে স্বামী বা স্ত্রীর সাথে দেখা করবে। আর চিনি পানিতে ভিজিয়ে খাওয়াবে এবং লবণ আগুনে ফেলে পুড়াবে এভাবে কয়েকদিন করলে সমস্যা দূর হবে।

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

বাংলা উচ্চারণ : ওয়া আল কায়তু আলাইকা মুহাব্বাতান মিন্নী ওয়ালি তুসনায়া আলা আইনী- ইহিব্বুনাহুম কাহুব্বিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান্ লিল্লাহি

স্বামীকে বশে আনার ২য় তদবীর

নিম্নের দুআটি এখলাসের সহীত জাফরান কালী দ্বারা লিখে স্ত্রী বাম হাতে ব্যবহার করলে স্বামী তার বশে থাকবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

بحق موسى و عيسى بحق داؤد ومحمد رسول الله و بحق جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل وعزرائيل

ভালোবাসা পাওয়ার আমল

নিম্নের দুআটি অযু সহকারে লিখে, তামার মাদুলীতে ভরে ডান হাতে ব্যবহার করবে, আশা করা যায় যত সময় তাবীজ হাতে থাকবে ততো সময় স্ত্রী তার জন্য ব্যাকুল থাকবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : ওয়াহুওয়াল্লাজী আন্‌শাআকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ফামুস্তাকার্‌রুন ওয়া মুসতাওদাউন কাদ ফাস্‌সালনাল আয়াতি লিকাওমিন এফকাহুন। (সূরা আনআম ৯৮)

পিতা-মা ভাই বোন যদি বিবাহতে রাজি না থাকে তাহলে তদবীর

নিম্নের দুআটি এক হাজার বার পাঠ করে যে কোন ঘ্রাণযুক্ত বস্তুর উপর ফুঁক দিয়ে তা কোন মেয়েকে ঘ্রাণ নিতে দিবে সে তার ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে যাবে। পিতা-মাতা ভাই -বোন যে কাউকে ঘ্রাণ নিতে দিলে সে নির্ধারিত ছেলে বা মেয়ের সাথে বিবাহ দিতে রাজি হয়ে যাবে।

اٰخِرُ اَحْمَدُ مُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكِيْمُ فَلَا يُعَادُ لَهٗ شَيْئٌ مِنْ خَلْقِهٖ فلان بن فلان

বাংলা উচ্চারণ : আখিরু আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়া হাকীমু ফালা ইআদু লাহু শাইউন মিন খলকিহি ফুলান বিন ফুলান।

সুই পড়ে স্বামী বা স্ত্রীকে ভালোবাসায় পাগল করার উপায়

বুধবার দিন ইশার নামাযের পরে ছাগলের কলিজা নিবে আর ৩২ টি সুই নিবে, তারপর নিম্নের আয়াত এক বার পাঠ করে ঐ সুয়ের উপর ফুঁক দিয়ে ঐ কলিজার মধ্যে বিদ্ধ করে দিবে এবং ঐ আয়াত পড়ার সময় যার জন্যে করা হচ্ছে সে স্বামী হলে তার নাম ও তার পিতার নাম উল্লেখ করবে, আর স্ত্রী হলে তার নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। এভাবে ৩২টি সুই ঐ কলিজার মধ্যে বিদ্ধ করবে অতঃপর ঐ কলিজাকে কয়লার আগুনে জ্বালাবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। আয়াতটি এইঃ

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ

বাংলা উচ্চারণ : ওয়াইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদী (সূরা আদিয়া ৮)

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের আমল

সূরা জিন ৭ বার পাঠ করে ৭ টি আখরুটের উপর ফুঁক দিয়ে তা এক এক করে আগুনে ফেলে দিবে এভাবে মোট ৩ দিন করবে আশা করা যায় সমস্যা দূর হবে।

স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টির আমল

নিম্নের আয়াতগুলি ১১ বার পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা আগুনে জ্বালাবে এভাবে মোট ১১ দিন করবে তাহলে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। আয়াতগুলি এইঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨١) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٨٢) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

বাংলা উচ্চারণ : আওয়া লাইসাল্লাজী খলাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিকাদিরিন আলা আই ইখ্‌লুকা মিছ্‌লাহুম বালা ওয়াহুয়াল খল্লাকুল আলীম- ইন্নামা আম্‌রুহু ইজা আরাদা শায়আন আই ইয়াকুলা লাহু কুন ফাইয়াকুন- ফাসুব্‌হানাল্লাজী বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শায়ইন ওয়াইলাইহি তুরজাউন। (সূরা ইয়াছিন ৮১-৮৩)

মুহাব্বতের আরেকটি শক্তিশালি আমল

কার্পাস তুলার ২১টি দানা নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সূরা ক্বদর একবার করে পাঠ করে ফুঁক দিবে অতঃপর তা আগুনে জ্বালাবে এভাবে ৭ দিন করবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে। সূরা ক্বদর এইঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝
تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝

বাংলা উচ্চারণ : ইন্না আনঝালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা আদরাকা মালাইতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খইরুম মিনআলফিশাহর ।তানাঝ্ঝালুল মালা-য়িকাতু ওয়ার রুহু ফীহা বিইজনি রব্বিহিম ।মিন কুল্লি আমরিন সালাম, হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরি।

স্বামী বা স্ত্রীকে বশ করার তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করবে,তবে হাতে ব্যবহারের পূর্বে মাদুলীকে লোবানের ধোয়া দিয়ে নিবেন ইনশাআল্লাহ স্বামী বা স্ত্রী আপনার বশে থাকবে। তদবীরটি এইঃ

بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم واجعل مودة ومحبة فلان بن فلان على حب فلان بن فلان كما بين ادم و حوا كما بين ابراهيم و ساره كما بين يوسف و زليخا كما محمد و عائشة كما بين علي و فاتمة الزهراء يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله بحق الرحمن علم القران وبحق اسم اعظم يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধি
ও স্ত্রীকে স্বামী বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য আর স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য নিম্নের তদবীরটি স্বামী ও তার মাতার নাম এবং স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখে তামার মাদুলীতে ভরে এমন একটি গাছে ঝুলিয়ে বাধবে, যে গাছে বাতাস ও রোদ লাগে, তাহলে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী বাড়িতে চলে আসবে আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। আয়াত এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ (সূরা বনী ইসরাঈল ১)

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দূর করার তদবীর

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়, কথায় কথায় রাগারাগী বাগ্বিতন্ডা হয়, তাহলে নিম্নের তদবীরটি অযূ সহকারে দুই টুকরা কাগজে লিখে তামার মাদুলীতে ভরে আতর মেখে পুরুষ হলে ডান হাতে আর মহিলা হলে বাম হাতে বাধবে, আর দ্বিতীয়টি ভাজ করে দুটি পাথরের নিচে রেখে দিবে।ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে। তদবীরটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٧٨٦ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

يحبونهم كحب الله يا غفار	والذين امنوا اشد حبا لله يا رحيم ١٤	والقيت عليك محبة مني يا كريم١١	انه لحب الخير لشديد يا ودود ٨
انه لحب الخير لشديد يا ودود ١٢	والقيت عليك محبة مني يا كريم٧	والذين امنوا اشد حبا لله يا رحيم ٢	يحبونهم كحب الله يا لطيف ١٣
والذين امنوا اشد حبا لله يا لطيف ٦	يحبونهم كحب الله يا رحمن ٩	انه لحب الخير لشديد يا رحيم ١٦	والقيت عليك محبة مني يا رحمن ٣
والقيت عليك محبة مني يا رحمن ١٥	انه لحب الخير لشديد يا الله ٢	يحبونهم كحب الله يا كريم ٥	والذين امنوا اشد حبا لله يا رحيم ١٠

اللهم سخر قلب فلان بن فلان علي حب فلانة بنت فلانة بحق وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينهم فهم لا يبصرون

প্রথম فلان بن فلان এর স্থানে স্বামী এবং তার পিতার নাম লিখবে, আর দ্বিতীয় فلانة بنت فلانة এর স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে। আর স্ত্রী যদি ইচ্ছা করে যে, তার স্বামী আর ঝগড়া বিবাদ না করুক তাহলে প্রথম স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার তদবীর

স্বামী স্ত্রীর দন্ধ যদি তিব্র আকার ধারণ করে একজন আরেক জনকে একে বারে মেনে নিতে না পারে, তাহলে দেশি মুরগীর ৭ টি ডিম নিয়ে, অযু

সহকারে সূরা জিন এক বার পাঠ করে একটি ডিমের উপর ফুঁক দিবে, এভাবে ৭ বার পাঠ করে ৭টি ডিমের উপর ফুঁক দিয়ে তার একটি একটি করে এক দিনেই ৭ টি ডিম, কয়লার আগুনে পুড়াবে। মোট কথা হলো এক দিনেই একটি একটি করে ৭ টি পুড়িয়ে ফেলবে তবে পুড়াবার সময় যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছুক তার নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। এভাবে এই আমল ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবেন।

স্বামী বা স্ত্রী রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনার তদবীর

কারো স্বামী বা স্ত্রী রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেলে, তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করে, তারপর তেরোশত বার পাঠ করবে।

رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

বাংলা উচ্চারণঃ রব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির।

অতঃপর আবার ১১ বার দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে। এভাবে ৭ দিন বা ২১ দিন করবে।

স্ত্রী বা স্বামী দূরে থাকলে তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্ত্রী বা স্বামী যদি দূরে থাকে তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য সাত টুকরা লবণ নিয়ে প্রত্যেক টুকরা লবণের উপর নিম্নের আয়াত একেক বার পাঠ করে ফুঁক দিবে, এবার ঐ পড়া লবণ প্রতিদিন এক পিচ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিবে ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (সূরা ইয়াছিন ৭৭)

স্বামী বা স্ত্রীর মনে ভালাবাসা জাগ্রত হওয়ার তদবীর

যদি কোন স্ত্রী তার পিতার বাড়িতে চলে যায়, এখন স্বামীর কথা শুনতেই পারে না। কথা বলতে গেলে বকা দেয়, সে এ সংসার করবে না এ সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে বা এইরূপ যদি স্বামী করে,তাহলে নিম্নের তদবীরটি সূর্য উদিত হওয়ার সময় লিখে ডান হাতে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

তদবীরটি এইঃ

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

প্রথম ফুলান বিন ফুলান এর স্থানে স্ত্রীর নাম ও তার মাতার নাম দ্বিতীয় ফুলান বিন ফুলানের স্থানে স্বামীর নাম ও তার মায়ের নাম লিখবে।

স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বতের তদবীর

নিম্নের তদবীরটি লিখে তার উপর নিম্মের আয়াতটি ১১ শত বার পাঠ করে ঐ তাবিজের উপর ফুঁক দিয়ে তা বাম হাতে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আয়াতটি এইঃ

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

নকশাটি এইঃ

وَالَّذِينَ	اللهِ	كَحُبِّ	يُحِبُّونَهُمْ
آمَنُوا	وَالَّذِينَ	اللهِ	كَحُبِّ
أَشَدُّ حُبًّا	آمَنُوا	وَالَّذِينَ	اللهِ
لِلَّهِ	أَشَدُّ حُبًّا	آمَنُوا	وَالَّذِينَ

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনার তদবীর

স্ত্রী যদি কোন বিষয় রাগ করে পিতার বাড়িতে চলে যায় স্বামীর বাড়িতে আর না আসতে চায়, এটা যে কারণেই হোক শশুর শাশুড়ির কথা শুনে হোক বা অন্য কারো কথা শুনে, অথবা এতোদিন স্বামীর পূর্ণ ভক্ত ছিলো হঠাৎ করে আর স্বামীর কথা শুনতে পারে না, স্বামী ফোন দিলে বকা দেয়, যে আচারণ এতো বছরে প্রকাশ পায়নি। তাহলে সূরা কুরাইশ ৪১ বার পাঠ করে শরিষার দানার উপর ফুঁক দিয়ে তা ৭ দিন দুপুর বেলা আগুনে পুড়াবে, আর কিছু দানা সম্ভব হলে, স্ত্রী যে বাড়িতে রাগ করার পর আছে, সেখানে ছিটিয়ে দিবে

ইনশাল্লাহ তার অন্তরে স্বামীর ভালোবাসা জাগ্রত হবে আর স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝
الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ : লিইলাফি কুরাইশ- ইলাফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ী ওয়াস সাইফ- ফাল-ইয়া'বুদু রব্বা হাজাল বাইত- আল্লাজি আতআমাহুম মিন জুইউ ওয়া আমানাহুম মিন খওফ।

মুহাব্বতের শক্তিশালি তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর দন্দ্ব মিটানোর জন্য উভয়ের মধ্যে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ৪০টি ছোলা বুট নিয়ে সূরা যিলযাল ১০০ বার পাঠ করে ঐ দানার উপর ফুঁক দিয়ে তা আগুনে পুড়াবে, তবে আগুনে পুড়ানোর সময় মুখে কোন মিষ্টি দ্রব্য রাখবে। এভাবে তিন দিন করবে ফায়দা না হলে ৭ দিন করবে ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। সূরা যিলযাল এইঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ
مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

বাংলা উচ্চারণ : ইযা ঝুলঝিলাতিল আরদু ঝিলঝালাহা- ওয়া আখরাজাতিল আরদু আছক্বালাহা- ওয়া ক্বালাল ইনসানু মালাহা- ইয়াউমাইজিন তুহাদ্দিছু আখবারাহা- বিআন্না রব্বাকা আউহালাহা- ইআউমাইজিন ইয়াসদুরুন নাসু আশতাতা লিইরাউ আ'মালাহুম- ফামাই ইয়াসমাল মিছক্বালা জার্‌রতিন খয়রাই ইয়ারাহ- ওয়ামাই ইয়ামাল মিছকালা জার্‌রাতিন শার্‌রাই ইয়ারাহ-

স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বালানোর তদবীর

স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য এই তদবীরটি খুবই ফলপ্রসূ ও পরিক্ষিত। বুধবার দিন ইশার নামাযের পর স্বামী বা স্ত্রীর অন্তরকে ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করার জন্য ৩২টি সূঁচ হাতে নিবে। অতঃপর

নিম্নের আয়াতটি এখলাসের সাথে পাঠ করে ঐ সূঁই এর উপর ফুঁক দিবে আর ঐ লোকের নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করে বলবে হে আল্লাহ অমুকের অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিন। অতঃপর সূঁচগুলো আগুনে জ্বালাবে। ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে ভালোবাসার আগুন জ্বলে উঠবে। আয়াতটি এইঃ

وَإِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ. العاديات/٨

বাংলা উচ্চারণ : ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল খয়রি লাশাদিদ।

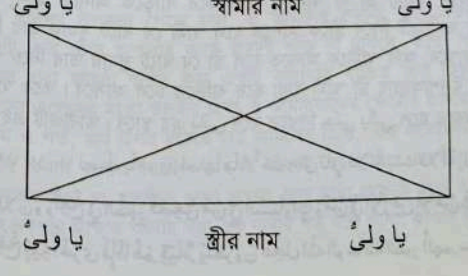
যদি কারো ক্ষেত্রে এমন হয়

বাড়িতে আসলে স্বামী বা স্ত্রী খারাপ ব্যবহার করে, পরিবারের সকলে তাকে আড় চোখে দেখে, সে সবার সাথে মিশতে চায় কিন্তু কেউ তাকে মুল্যায়ন করে না। অথবা বন্ধু-বান্ধব ব্যবসার পার্টনার গ্রামের লোকেরা কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। যার ফলে সে ধীরে ধীরে মানুষিক রোগী হয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিম্নের তদবীরটি লিখে মাদুলীতে ভরে কোমরে ব্যবহার করবে, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদি এই তদবীরের বরকতে এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তদবীরটি এইঃ

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝

এই সমস্ত রোগীদেরকে যে তদবীর দিয়ে ছিলাম

১ নাম্বারঃ- যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত না থাকে, তাহলে নিম্নলিখিত নকশাটি কাগজে লিখে গাছের ডালে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখবে ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যেই মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। নকশাটি এই:-



২ নাম্বারঃ- নিম্নক্ত আয়াতটি লিখে নিজের সঙ্গে রাখলে স্ত্রী নিজের অধীনে থাকবে ইনশাআল্লাহ আর স্ত্রী ব্যবহার করলে স্বামী তার অধিনে থাকবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

৩নাম্বারঃ- নিম্নের তদবীরটি লিখে তামার মাদুলীতে ভরে ১৪ দিন পর কোমরে ব্যবহার করবে। তদবীরটি এইঃ-

ر٢٥٠	و٢٥٣	ر٢٥٦	و٢٤٣
و٢٥٥	و٢٤٤	و٢٤٩	ا٢٥٤
و٢٤٥	و٢٥٨	و٢٥١	ا٢٤٨
ا٢٥٢	و٢٤٧	ا٢٤٦	و٢٥٧

৪ নাম্বারঃ- যে সব স্ত্রীলোকের স্বামী সর্বদা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, নিম্নলিখিত আয়াত তিন বার পাঠ করে কিছু মিষ্টি দ্রব্যের উপর ফুক দিয়ে স্বামীকে খাওয়াবে, ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীর বশীভূত হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

৫নাম্বারঃ- অবাধ্য স্ত্রী বা স্বামীকে বাধ্য করে বাড়িতে আনতে হলে, নিম্ন লিখিত তাবীজটি লিখে স্ত্রীকে আনতে হলে স্বামী যে খাটে ঘুমায় তার নিচে পুতে রাখবে, আর স্বামীকে আনতে হলে স্ত্রী যে খাটে খুমায় তার নিচে পুতে রাখবে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী স্বামী বাধ্য হয়ে বাড়িতে চলে আসবে। তবে স্বামীর জন্য করতে হলে حتي ياتي লিখতে হবে تاتي এর স্থানে। তাবীজটি এই:-

١٩ ١١٩ ١١ ١١ لحما ويا مريد اجلها ما الأخذ حتى تأتي فلانة بنت فلانة إلى فلان ابن فلان و وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ عجل الله الوحا الله الطور أنهم سابقون

প্রথম ফুলানের স্থানে স্ত্রী ও তার মাতার নাম এবং দ্বিতীয় ফুলানের স্থানে স্বামী ও তার মাতার নাম লিখবে।

৬ নাম্বারঃ- অবাধ্য স্ত্রী বা স্বামীর ভালবাসা পেতে হলে নিম্ন লিখিত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে, একটি গোল মরিচের উপর ফুক দিবে। অত:পর তা আগুনে নিক্ষেপ করে বলবে, হে এই সকল হরফের মুয়াক্কেলগণ অতিসত্বর অমুকের কন্যা অমুককে উপস্থিত করে দিন। এরূপ সাত দিন করবে, ইনশাআল্লাহ স্ত্রী স্বামীকে খুব ভালবাসবে। দু'আটি এই:-

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ بِذَالِكَ جَبَّارٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ غَفُوْرٌ غَفَّارٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَرِيْمٌ سَتَّارٌ

৭ নাম্বারঃ- স্ত্রীর নামের অক্ষর এবং স্বামীর নামের অক্ষর বের করে, এক সাথে যোগ করে যতো হয়, ঐ পরিমাণ يَا وَدُوْدُ পাঠ করবে, এভাবে মোট ২১ দিন করবে ফায়দা বুজে না আসলে ৪১ দিন করবে।

এই তদবীরগুলো আমরা অধিকাংশ রোগীকে দিয়ে থাকি আর আল-হামদুলিল্লাহ অনেকের ক্ষেত্রেই ভালো ফায়দা পাওয়া যাচ্ছে। অতঃএব এখলাসের সাথে এই তদবীরগুলো প্রয়োগ করলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

যে কোন আমলের জাকাত আদায় করার সহজ উপায়

তদবীর জগতে সব সময় কঠিন,অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম এবং প্রশ্নবোধক বিষয় থাকে, এই সমস্ত সমস্যার কারণে সবার অন্তরে চাহিদা থাকে যে, তার কাছে এমন এক শক্তি থাকবে, যার দ্বারা সে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করবে, এবং এর সাথে সাথে এমন লোকেরও সংখ্যা কম না যে তারা চায়, এমন শক্তি তারা অর্জন করবে যে শক্তি দ্বারা সে অন্যদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে এবং নিজেও রক্ষা পাবে। আর এই শক্তি কি ভাবে অর্জন করা যায়, তা জানার জন্য মানুষ ছুটে যায় বিভিন্ন লোকের কাছে। আর বাস্তব কথা হলো, কোন আমল দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার পেতে হলে, ঐ আমলের রুহানী শক্তি অর্জন করা জরুরী, যত সময় আপনার কাছে রুহানী শক্তি না থাকবে, ততো সময় ঐ আমল দ্বারা ফায়দা অর্জন করা একটি কারামতি ব্যতিত আর কিছুই না। অন্যান্য এলেমের মতো তদবীর জগৎ ও আমলিয়াতের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম ও শর্ত, যার উপর রয়েছে এই আমলের ভিত্তি, আর প্রত্যেকটি আমল তয়ের করার জন্য সীমাহিন মেহনত করতে হয়। আর তদবীর জগতে সফলতার জন্য যে, মূলনীতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেক হরফ ও আয়াত এবং নকশার জাকাত আদায় করা এক নাম্বার শর্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জাকাত আদায়ের মূল শর্ত হলো, যে কোন আয়াত বা হরফ অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামকে এক লাখ পচিশ হাজার বার নির্ধারিত শর্তে পাঠ করবে, তাহলে আপনি এই এক হরফ বা এক আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার একটি সিফাতী নামের রুহানী শক্তি অর্জন করেছেন।

এখন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আমলিয়াতের জাকাতের পদ্ধতি বর্ণনা করবো

পত্যেক হরফ ও আয়াত এবং আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতি নামের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা একেক জন ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আর এই এক এক জন ফেরেস্তার সাথে আছে আরো বহু ফেরেস্তা, আর এই ফেরেস্তাদের কাজ হলো এই আমলের প্রভাব প্রকাশ করা, আর এটা তারা করে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতিত তারা কিছু করতে পারে না। এর উদাহরণ হলো, কোন এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে না বহুদিন ধরে, এখন কি করতে হবে ইসলাম শিখিয়েছে যে, আমরা বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে বৃষ্টির জন্য নামায পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুআ করবো যে, হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের দুআ কবুল করলে ফেরেস্তাদের আদেশ দিবেন যে, ঐ এলাকায় বৃষ্টি বর্ষন করো ফলে তারা বৃষ্টি বর্ষন করবে, বাস্তবতা হলো এই নামাযের রুহানী শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকি ফলে মনোনীত ফেরেস্তারা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই ফেরেস্তা যাদেরকে এই শক্তি দেওয়া হয়েছে, তাদেরকেই **মুদাব্বিরদের ভাষায় মুয়াক্কিল বলা হয়।**

মানুষের স্বভাব হলো, সে যেই মানুষের সাথে প্রতিদিন স্বাক্ষাত করে, তার সাথে তার ভালো সম্পর্ক হয়, এক পর্যায় একজন আরেক জনের বন্ধু হয়, আসতে আসতে সম্পর্ক আরো গভীরে চলে যায়। আমলের জাকাত আদাই করার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এক হরফ বা এক আয়াত বা একটি আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম বার বার পাঠ করলে এই আয়াত বা হরফ বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের মুয়াক্কিল এর সাথে ভালো একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন একজন আরেক জনের প্রয়োজনের প্রতি খিয়াল রাখে। ঠিক তদ্রুপ আপনি যখন আমলের জাকাত আদায় করবেন, তখন মুয়াক্কিলের সাথে আপনার একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, ফলে যখন আপনি ঐ হরফ বা আয়াত অথবা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নাম এক আমল করবেন তখন ঐ মুয়াক্কিল আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে

তার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করবে। তাই তদবীর কারীর জন্য আমলের জাকাত আদায় করার থেকে ভালো কোন কাজ আর হতে পারে না।

আমলের নিতি অনুযায় কোন আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার সিফাতী নামের জাকাত হলো, ৪০ দিনে এক লাখ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করবে। আর হরফের জাকাত হলো, ২৮ দিনে শেষ করবে, প্রতিদিন ৪,৪৪৪ বার করে পাঠ করবে। যেমন আপনি আরবী হরফ الف (আলিফ) এর জাকাত যদি আপনি আদায় করতে চান তাহলে প্রতিদিন ৪,৪৪৪ বার পাঠ করতে হবে।

اجب یا اسرافیل بحق یا الف

যখন আপনি ২৮ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একই যায়গা, একই বৈঠকে এবং একই সময়ে এই কালিমা পাঠ করে নিবেন, তার পর থেকে আপনি আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন, মোট কথা হলো আপনি এখন এই হরফের আমেল হয়ে গেছেন।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ আপনি আয়াত বা হরফের জাকাত আদায়ের কথা বলেছেন, এখন আমি যদি এক বৈঠকে না পড়ে একদিনে কয়েক বার পড়ি তাহলে কি জাকাত আদায় হবে?

উত্তরঃ হবে এক বৈঠকে পড়তে হবে এটা জরুরী না। শর্ত হলো, ৪০ দিনের মধ্যে এক লাখ পচিশ হাজার বার পাঠ করতে হবে।

প্রশ্নঃ জাকাতের নিয়তে আয়াত পাঠ করার সময় অযু থাকা কি জরুরী?

উত্তরঃ জি অযু থাকা জরুরী।

প্রশ্নঃ স্বামীর অন্য কোন মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক কিন্তু ঐ মেয়ের নাম স্ত্রী জানে না সেক্ষেত্রে কিভাবে তদবীর প্রয়োগ করবে?

উত্তরঃ সূরা ফাতেহার আমল করবে। এই আমলে নাম লাগে না।

প্রশ্নঃ মুসলিম ব্যতিত অন্য কারো জন্য এই তদবীর প্রয়োগ করা যাবে কি না?

উত্তরঃ জি যাবে। তবে মনে রাখার কথা হলো প্রতিটি তদবীরের নিচে লিখে দিবে, اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ

১৪ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আজ আমরা ১৪ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি, আমরা আজ তদবীরের কিছু বিক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় হলো, বাচ্চাদের

ক্রন্দন করা, বিষয়টা এমন যে, আপনি মুদাব্বির হন বা না হন, বাচ্চা কান্না করলে, তাকে নিয়ে আপনার কাছে আসবেই, যদি আপনি কোন মসজিদ বা মাদ্রাসার জিম্মাদার হন। বাচ্চা ভুমিষ্ট হলে তাকে ভালো রাখার জন্য যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজতের জন্য ইসলামের কিছু হুকুম রয়েছে, যার অধিকাংশ আমরা পালন না করার কারণে, বাচ্চাদের বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে। বর্তমান জামানায় অধিকাংশ বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় হাসপাতালে। ইসলাম বলেছে যে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হলে তার ডান কানে আজান দিবে আর বাম কানে ইকামত দিবে। কিন্তু আমরা করি এর উলটা তা হলো, তার ছবি তুলে বিভিন্ন লোককে দিতে থাকি আর কেউ কেউ তো ফেসবুকে ছেড়ে লেখে যে, ছেলের বাবা হলাম বা মেয়ের বাবা হলাম, এর কারণে যে, ঐ বাচ্চার বদ-নজর লাগতে পারে এর কোন খবর তার নাই।

যে সমস্ত কারণে বাচ্চারা কান্না করে

১. জন্মের পরে বাচ্চার কানে আজান না দিলে।
২. বাচ্চাকে মানুষের সামনে দুধ পান করালে।
৩. সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহুর্তে বাচ্চাকে বাহিরে রাখা।
৪. সামর্থ্য থাকা সত্যেও আকিকা না করলে।
৫. বাচ্চার পিকচার নেটে ছাড়লে।
৬. বাজারের খোলা জিনিস ক্রয় করে ব্যাগে না ভরে হাতে করে বাড়িতে আনলে।
৭. বাড়িতে গান-বাদ্য চালালে।

বাজার থেকে তেলে ভাজা কোন বস্তু বা মিষ্টি রাতে নিয়ে আসলে তা অবশ্যই নিম্নের দুআগুলো পাঠ করে ঐ বস্তু বা মিষ্টিতে ফুঁক দিয়ে তারপরে ঘরে আনবেন। দুআগুলো এইঃ

এই দুআটি একবার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

নিম্নের দুআটি ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

নিম্নের দুআটি এক বার পাঠ করে ফুঁক দিবে।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَسَدِ

এই আমলগুলো করে আপনি ঘরে প্রবেশ করলে তাতে জিনের আছর থাকলে বা বদ-নজর থাকলে তা থেকে হেফাজত থাকতে পারবেন।

এক যুবকের ঘটনা

আমাদের গ্রামে এক যুবক বাজার থেকে কয়েকটি সিঙ্গারা ক্রয় করে ইশার পূর্বে বাড়িতে আসছে, তার একটা খাওয়ার পরেই জিনে তাকে আক্রমণ করছে। ঐ জিনটা এতো ভয়ানক ও দুষ্ট ছিলো যে, সাথে সাথে সে তার ঘর-বাড়ি ভাংচুর করে বাড়ির পাশে ছিলো বাগান, সে বাগানে গিয়ে বড় এক গাছের সরু ডালে গিয়ে বসে রয়েছে আর নামে না। গ্রামের সব মানুষ জমা হয়েছে কারো কথা সে শোনে না। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না, তারা দুইজন হুজুর আনছে তারা আজান দিতে দিতে অনেক সময় পর নামছে। এখন ঐ জিন আর যায় না বহু চেষ্টা করার পরে আল্লাহ তা'য়ালা সুস্থ্যতা দান করেছেন।

বাচ্চারা ক্রন্দন করলে যে তদবীর প্রয়োগ করবে

১.ছোট শিশু যদি উপরের দিকে তাকিয়ে বা চোখ বন্ধ করে অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতে থাকে, তাহলে নিম্নক্ত আয়াত সাত বার পাঠ করে শিশুর দুই কানে ফুঁক দিবে, ইনশাআল্লাহ ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

২. যদি শিশু সর্বদা ক্রন্দন করে এবং রাতে ঘুমানোর সময় বেশী ক্রন্দন করে, তাহলে নিম্নক্ত আয়াত লিখে শিশুর গলায় ঝুলিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ شَهِدَ اللهُ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

৩. ঘুমের ঘরে শিশু কান্না করলে বা চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ সময় কান্না করতে থাকলে, নিম্নক্ত তাবীজটি লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে, ইনশাআল্লাহ কান্না বন্ধ হয়ে যাবে। তাবীজটি এই:-

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا لبيت سقفنا
كهيعصق كفايتنا حمعسق حمايتنا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ.

যদি বাচ্চা আড়ি ধরে কান্না করে

অনেক বাচ্চা আছে তারা কিছু চাওয়ার সাথে সাথে না দিলে কান্না শুরু করে আর থামতে চায় না। এরপর তাকে তা দিলেও থামে না । তাহলে নিম্নের তদবীরটি প্রয়োগ করবে।

ط ط ط ط ط ط ط ط هى هى هى هى هى هى هى قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس

قدوس قدوس بسم فلان بن فلان

তবে فلان بن فلان এর স্থানে শিশু ও তার মাতার নাম লিখবে।

যে সন্তান পিতা-মাতার কথা শোনে না

অনেক ছেলে-মেয়ে আছে, বয়াস কেবল ১০-১২ বছর হয়েছে, সে খুবই বদ-মেজাজি পিতা-মাতার কোন কথা শোনে না। এমনকি তার আচারণ এমন হয়েছে যে তার পিতা-মাতা তাকে নিয়ে ভয়ে থাকে। আবার ছেলে-মেয়েদের বয়াস আরো একটু বাড়ার পরেও দেখা দেয়। তাদের জন্য নিম্নের তদবীর প্রয়োগ করবেন।

১. নিম্নের আয়াতটি সাত টুকরা কাগজে লিখে, এক টুকরা পানিতে ভিজিয়ে দিনে দুই বার করে তিন দিন সন্তানকে পান করাবে। এভাবে মোট ২১ দিন পান করাবে ইনশাআল্লাহ সন্তানের মধ্যে ভদ্রতা চলে আসার কথা। আয়াতটি এই:-

وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

তবে ذُرِّيَّتِي এর পরে যে ছেলের জন্য আমল করবে বা তদবীর করবে তার নাম লিখবে। যেমন ধরুণ আপনি আপনার ছেলে আব্দুল্লাহ এর জন্য আমল করবেন বা তদবীর করবেন তাহলে এভাবে লিখতে হবে বা পাঠ করতে হবে।

ذُرِّيَّتِي عَبْدُ اللهِ (জুরিরইয়াতী আব্দুল্লাহ)

২. নিম্নের আয়াতটি প্রতিদিন ফজর ও মাগরীবের পরে সন্তানের পিতা বা মাতা ৭ বার করে পাঠ করবে। এভাবে ৭ দিন বা ২১ না হয় ৪১ দিন করবেন।

মুদাব্বির সুনাম অর্জন করার নিয়ম

যদি কোন মুদাব্বির সুনাম অর্জন করতে চায়, তাহলে সূরা মুহাম্মাদ এখলাসের সাথে জাফরান কালী দ্বারা লিখে যমযমের পানিতে ভিজিয়ে দিনে ২ বার করে ৪০দিন খাবেন। তাহলে আশা করা যায় তার সুনাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

যে বাচ্চা মাদ্রাসা বা স্কুলে যেতে যায় না

১. উপরের দুই নাম্বার আমল পিতা-মাতা করতে থাকবে।

২. নিম্নের দুআটি লিখে পানিতে ভিজিয়ে ২ বার করে ২১ দিন খাওয়াবে ইনশাআল্লাহ তাহলে সে মাদ্রাসায় বা স্কুলে যেতে ইচ্ছা পোষণ করবে। দুআটি এইঃ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ (٢٥) وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِيْ (٢٧) يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ.

৩. নিম্নের তদবীরটি লিখে মাদুলিতে ভবে ছেলে বা মেয়ের কোমরে ব্যবহার করতে দিবে। তদবীরটি এইঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

وصلى الله على النبي واله وسلم

গাভী দুধ দহন করতে না দিলে করণীয়

যে গাভী দুধ দহন করতে গেলে লাথি মারে, সে গাভীকে ভালো করার জন্য করণীয় হলো, নিম্নের আয়াত লিখে মাদুলীতে ভরে গলায় বেধে দিবে। তাহলে সে আর ঝামেলা করবে না ইনশাআল্লাহ। আয়াত এইঃ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

২. নিম্নের আয়াতটি ৩ বার পাঠ করে অবাধ্য পশুর কানে ফুঁক দিলে সে শান্ত হয়ে যাবে। আয়াতটি এইঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ [آل عمران/]

গরুর বাতাস বা নজর লাগলে করণীয়

অনেক সময় দেখা যায় গাভী বাচ্চা দেওয়ার পরে তার বদ-নজর বা বাতাস লাগে, গরুর বান ফুলে যায়, অনেক সময় দুধের পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো, যাদু নষ্ট করার আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে গরুকে গোসল করাবে ও ২ বার করে গরুকে খাওয়াবে এবং বান দুই বার করে ধৌত করায় দিবে ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।

সাপের বিষ নষ্ট করার তদবীর

যাকে সাপে কেঁটেছে তার বাম পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলে ডোর বেঁধে একজন টানতে থাকবে। আর আমেল নিম্নের আয়াত পড়ে রোগীর শরীরে ফুক দিয়ে গামছা দ্বারা মাথা হতে পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্যন্ত টেনে আনবে। এরূপ করতে থাকবে, যখন আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে তখন একটা কাঁটা দিয়ে ফুটা করে বিষ বের করে দিবে। ঐরূপ আবার করবে যদি বৃদ্ধা আঙ্গুল কালো হয়, তাহলে ফুটা করে বিষ বের করতে হবে। আর যদি কালো না হয়, তাহলে মনে করবে আর বিষ নাই। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى

জিন সাপে কামড় দিলে করণীয়

যদি এক বার সাপে কাটে তাহলে উপরের নিয়মে বিষ নামাবেন, আর যদি জিন সাপে বার বার কামড় দেয়, ফলে শরীর জালাপোড়া করে, হাত পা ফুঁলে যায় তাহলে করণীয় হলো, আয়াতে শেফা, আয়াতে সালাম ও নিম্নের দুআ

তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি রোগীকে খাওয়ালে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। দুআটি এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

কুকুরের বিষ নষ্ট করার তদবীর

কিছু লবণ নিয়ে তার মধ্যে হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া দিতে থাকবে। আর নিম্নের আয়াত সাত বার পড়ে প্রত্যেক বার ফুঁক দিবে। যদি লবণের মধ্যে লোম পাওয়া যায়, তাহলে তা ফেলে দিবে। উক্ত লবণ রোগী তিন দিন সকালে খালি পেটে খাবে, ইনশাআল্লাহ কুকুরের বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতটি এই:-

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.

বিড়ালে কামড় দিলে কি করণীয়

বিড়ালের স্বাভাবিক বিষ থাকে না কিন্তু যদি কেউ আসে তাহলে তাকে লবণ পড়ে দিতে পারেন।

১৫ তম দিনের ক্লাস

আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ ১৫ তম দিনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের ১৫ দিন শেষ হয়ে গেলো, আজ আমাদের ক্লাসের শেষ দিন আমরা আজ জিনকে বশ করার বিষয় কথা বলবো।

জিন বশ হওয়ার দুটি পন্থা

১. আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সুন্নাতের পরিপূর্ণ পাবন্দি করার ফলে, জিনেরা মুহাব্বত করে আপনার মুরিদ হতে পারে। এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত বলা যায়। এর প্রমাণ অনেক উলামায় কেরাম থেকে পাওয়া যায়।

একটি ঘটনা

আল্লামা শামছুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.) এর ব্যাপারে তার পরিবার থেকে আমি নিজে শুনেছি যে, অনেক জিন তার মুরিদ ছিলো, আমি গওহরডাঙ্গায় ইফতা পড়ার সময় তার এক ছেলের মেয়ের জিনের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে আমাকে তার চিকিৎসা করার জন্য বলা হয়। আমি যখন তাদেরকে বলি যে, বাড়ি বন্ধ

দিতে হবে, তখন আল্লামা রুহুল আমীন (দা. বা.) বলেন যে, বাড়ি বন্ধ দিলে কি আমার পিতার মুরিদ জিনেরা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে? আমি বল্লাম জি পারবে তখন আমাকে বাড়ি বন্ধ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা

আমি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.) এর কাছে তিরমিজী শরীফ পড়ার সুযোগ হয়েছে। হুজুর এক দিন ক্লাসে এসে কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, আমার এক দিন নেগরানীর দায়িত্ব ছিলো, তাই রাত নয়টা দশটার দিকে সমস্ত মাদ্রাসায় ছেলেরা কি করে দেখার জন্য বের হলাম, এক ভবনে যাওয়ার পরে বারান্দায় দুটি সাপ দেখতে পেলাম,আমাকে দেখে সাপ দুটি আড়ালে চলে গেলো। আমি নেগরানী করে আমার রুমে এসেছি। এই সময় আমাকে ছালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করার অনুমতি চায়লো, আমি অনুমতি দেওয়ার পরে দুই জন ছাত্র আমার রুমে প্রবেশ করল, করে বলল হুজুর আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমাদের মাফ করে দেন। আমি তাদেরকে বললাম কি ভুল হয়েছে আমাকে বুজিয়ে বলো, তারা বলল যে, হুজুর আমরা কিন্তু মানুষ না, আমরা আপনাদের মাদ্রাসায় পড়ি, আসলে আমরা জিন। আমাদের নিয়ম হলো, কিছু সময় পর পর আমাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে হয়। আর আমরা অধিকাংশ সময় সাপের আকৃতি ধারণ করি। আপনারা যে সময় গেছেন, তখন আমরা আকৃতি পরিবর্তন করেছিলাম, ফলে আপনার সামনে পড়ে গেছি আমাদেরকে মাফ করে দেন। হুজুর বললেন যে, তোমরা যাও কোন সমস্যা নাই, তবে তোমরা কোন ছাত্রকে ভয় দিয়ো না। এই জিনকে হুজুর কিন্তু বশ করে নাই হুজুরের ইলেমের কারণে বা আমলের কারণে তারা তাকে সম্মান করেছে আর ক্ষমা চায়তে এসেছে।

২. কাসবী, অর্থাৎ আমল করে জিনকে বশ করা, এটা হলো, আকাবিরগণ বিভিন্ন আমলের কথা কিতাবে লিখেছেন, সেগুলোর উপর আমল করলে জিন এসে আপনার বশ হবে এবং আপনি তাকে যা করতে বলবেন তা সে করে দিবে।

এই আমলগুলো আমার মতো মানুষের জন্য কারণ হলো, তদবীর করি মানুষের দুঃখে দুঃখিত হই কিন্তু কিছু করার থাকে না। এই সময় মন চায় যে, যদি কোন ক্ষমতা আমার থাকতো যা দ্বারা এই রোগীকে সুস্থ্য করা যেতে তাহলে তাই প্রয়োগ করে দিতাম।

কিছু ভয়ানক রোগীর ঘটনা

১. আমার কাছে একটা রোগী এসেছিল গোপলগঞ্জ থেকে, মেয়েটির বয়াস ১৪-১৫ বছর হবে। জিনের সমস্যা হঠাৎ করে পাগলামী শুরু করে কাউকে চেনে না দৌড়ে একেক জনের কাছে চলে যায়। খাওয়া দাওয়ার কোন খবর নাই। সব সময় একেক ধরণের পাগলামী শক্তিশালি তদবীর প্রয়োগ করি কিন্তু কোন উপকার হয় না। একের পর এক তদবীর পরিবর্তন করে দিতে থাকলাম কিন্তু কোন ফায়দা পেলাম না। আমি তাকে দেখতে গেলে দৌড়ে আমার কাছে আসে, আর বলে যে, হুজুর আমি আপনার বাড়িতে যাবো আপনার বাড়িতে থাকবো আমার এখানে ভালো লাগে না। কথাটা আমি লিখে বুজাতে পারতেছি না কিন্তু তার কষ্ট দেখলে মন চায় যে, সব জিনকে হত্যা করে হলেও এই রোগীকে আমি সুস্থ্য করতে পারতাম।

যশোরের এক রোগীর ঘটনা

মেয়েটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সরকারি ভালো চাকরী করতো হঠাৎ করে দেখা দিলো জিনের সমস্যা শরীরের মধ্যে কি জানি হাটা-হাটি করে। প্রথমে শুরু করলো ডাক্তারী চিকিৎসা কিন্তু কোন উপকার হলো ন,া এমনকি ডাক্তার কোন রোগই তার শরীরে পেলো না। তারপর শুরু করলো তদবীরি চিকিৎসা হাজির হলো শরীরে জিন, সে যাবে না তাকে কেউ শরীর থেকে তাড়াতে পারবে না চ্যালেনস ছুড়ে দিলো মুদাব্বিরের প্রতি। শুরু হলো যুদ্ধ অনেক দিন চিকিৎসা করার পর এখন আর শরীরে ভর করে না কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে ছাগলের ডাক আসা শুরু হলো, কিছু সময় পর পর হুবহু ছাগের ডাক তার কণ্ঠ দিয়ে বের হওয়া শুরু হলো। চাকরী বাতিল হলো বিবাহ করা হলো না। নিরুপায় হয়ে এসেছিলো আমার কাছে বহু চেষ্টা করলাম কিন্তু ছাগলের ডাক বন্ধ হয় না। এই যাগাতেও মন চায় যদি ক্ষমতা থাকতো সব জিন হত্যা করে হলেও তাকে সুস্থ্য করতাম।

এক বয়াস্ক মহিলার ঘটনা

আমার কাছে এসে হাতটা ধরে বললেন বাবা, আমি অনেক কষ্ট করে তোমার কাছে এসেছি, আমি অনেক বছর ধরে রাতে ঘুমাতে পারি না। যখন এই সমস্যা শুরু হয়, তখন তা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রনাদায়ক মনে হয়। আমার পেটের মধ্যে বলের মতো গোল কি জানি ঘুরতে থাকে আর গলার দিকে উটতে থাকে, মনে হয় যে, এখনই কি জানি বের হয়ে যাবে কিন্তু বের

হয় না। সারা রাত এই অবস্থায় আমার কাটে। কথাগুলো বলতে বলতে তার সেই অবস্থা শুরু হলো, পেট এক বার এক হাত উচু হয় আবার এক হাত নিচু হয় নিশ্বাস নিতে তখন অনেক কষ্ট হয়। অনেক ঝাড়-ফুঁক করলাম তদবীর প্রয়োগ করলাম কিন্তু আশাতীত ফায়দা পেলাম না।এই ক্ষেত্রেও মন চায় যে, কোন শক্তি আমার থাকলে তা প্রয়োগ করে এই রোগীকে সুস্থ্য করতাম।

জিনকে বশ করার তৃতীয় পন্থা নিয়ে আলোচনা

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, আঃ আজীজ নামক যে জিন আছো, সে এই রোগীর জিনকে শাস্তি দাও তো দেখা যায় কিছু রোগীর জিনগুলো শাস্তি পায় এর কারণ কি?

মনে রাখার কথা হলো, এই সমস্ত জিন হলো, আমরা অনেক সময় রোগী দেখার সময় জিনের সাথে কথা বলে দেখি যে, এদের আচার- ব্যবহার ভালো তাকে আমাদের সাথে কাজ করতে বলি, সে রাজি হয়, ফলে আমরা তার নাম জেনে নেই, তুলারাশির শরীরে হাজির করে কাজ করি। আবার অনেক সময় রোগীর শরীর থেকে জিন ছাড়ানোর সময় তার নাম ধরে বলা হয় যে, এই রোগীর শরীরের জিনকে প্রচুর পরিমানে শাস্তি প্রধান করো, এটা বলার ফলে আল্লাহ লক্ষ্য করি যে, রোগীর শরীরের জিন প্রচুর পরিমাণে কষ্ট পাচ্ছে। যে এতো সময় আমার কথা শুনছিলো না, সে এখন আমার কথা শুনতে রাজি হচ্ছে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, আপনি এখলাসের সাথে তদবীর করেন রোগীদের ব্যথায় ব্যতিত হন, সকাল-সন্ধ্যার আমল ঠিক রাখেন, যার ফলে অনেক মুমিন জিন আপনার এই রোগী দেখার কাজে সহযোগীতা করার জন্য চলে আসে, এই জিন আপনার এলাকারও হতে পারে, আবার রোগীর এলাকারও হতে পারে। অনেক সময় দেখবেন যে, আমরা রোগীর শরীরের জিনকে বলি যে, তুই দেখ তোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার বাড়িতে কতো জিন আছে, সে দেখে বলে যে, হুজুর আপনার বাড়ি আমি হাজার হাজার জিন দেখতে পাচ্ছি আপনি আমাকে মাফ করে দেন। আসলে ঐ জিনগুলোকে আমি বশ করি নাই, হয়তো তারা আমার কাজে সহযোগীতা করার জন্য নিজ ইচ্ছায় এসেছে। যেমন আমরা রাস্তায় বা কোন বাড়িতে কারো বিপদ হলে, তাকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে যাই,তদ্রুপ জিনেরাও জিনের কারণে কেউ বিপদে পড়লে মুমিন জিন তাকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে আসে। তবে মনে রাখার কথা হলো, এই জিনগুলোর সাথে সরাসরি কথা বলা যায় [illegible]। আপনি চাইলেই তারা হাজির হয় না, এটা তাদের মন মতো করে থাকে,

এই জিনগুলো কাজ করে কি করে না এটাও একটা জন্নী বিষয়। আমরা এটা দেখতে পাই না, তবে এটাকে জিন ছাড়ানোর একটা কৌশল বলা যেতে পারে, এটাকে সত্যও বলি না আবার মিথ্যাও বলি না।

তাই এইরূপ জিনের দ্বারা কেউ কাজ করে সে যেনো নিজেকে বাহাদুর মনে না করে, আর প্রচার করে না বেড়ায় যে, আমার কাছে হাজার হাজার জিন আছে। আর বর্তমান তো অনেকে এইরূপ জিনের গোডাউন নিয়ে ফেসবুকে বসেছে, যারা জিনদেরকে বিক্রিও করে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এইরূপ কাজ থেকে হেফাজত করুক।

কাসবী তথা আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার নিয়ম

আমি বহু দিন ধরে লক্ষ্য করেছি যে, যারা তদবীর জগতে কাজ করে তাদের কাছে জিনকে বশ করার কোন ভালো আমল নাই , তাই আমার ইচ্ছা যে, এই বিষয়ে আমি একটা কিতাব লিখবো কিন্তু ভালো কোন বই আমি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করে একদিন একটা বই আমার নজরে আসলো বইটি আরবীতে লেখা। প্রথম দেখাতেই কেনো যেনো বইটির প্রতি ভালো লাগা শুরু হলো, শুরু করলাম পড়া মজা পেতে থাকলাম, পড়তে পড়তে দেখলাম যে, জিনকে বশ করার অনেকগুলি পন্থা নিয়ে লোকটি আলোচনা করেছেন। মনের মধ্যে উদয় হলো যে, এই পন্থাগুলো আমি বাংলায় লিখে দিলে মনে হয় এই জগতে যারা কাজ করে তাদের জন্য ফায়দাজনক হবে। তাই আর দেরি না করে লেখা শুরু করে দিলাম। লেখতে লেখতে ২৫ টা পন্থা লিখলাম। তারপর তার নাম দিলাম,, **জিনকে বশ করার আমল**,, যে বই থেকে আমলগুলো সংগ্রহ করেছি তার নাম হলো,تسخير الجان لمنفعة الانسان এই ২৫টি পন্থার মধ্য থেকে যে, পন্থাগুলো সহজ তা আপনাদেরকে এখন দেখাবো।

জিন বশ করার ৫ নং পন্থা

নিম্নের দুআটি প্রতিদিন দশ হাজার বার পাঠ করতে হবে,এই সময় আপনি অবস্থান করবেন ফাকা ময়দানে, আর আপনার সাথে থাকবে, লোবান মিশ্রিত ধুপ যা প্রতিদিন ঘুমানোর সময় জালাবেন, ২০ তম দিনে আপনার সামনে হাজির হবে লম্বা কালো এক গোলাম, তার মাথা থাকবে আসমানে আর পা থাকবে জমিনে। আপনি নিকট চাবেন আংটি যা তার হাতে থাকবে, সে আপনাকে দিবে। অতঃপর যখনই আপনি এই দুআটি পাঠ করে তার খেদমত পাওয়ার জন্যে তার নাম ধরে আহবান করবেন সে এসে হাজির হবে, তার

নাম হলো شَمْطُوْنُ الْغُلَامِ আর আপনি যা তাকে বলবেন সে তা আপনাকে করে দিবে তবে সাবধান জায়েজ ব্যতিত নাজায়েজ কাজে ব্যবহার করলে আপনার ক্ষতি হবে। দুআটি এইঃ

طشْتَمِيْثَامِنُ وَتَبُوْنٌ مِنْ اَسْجِيْمِ

জিনকে বশ করার ১৪ নং পন্থা

কারীন জিনকে বশ করার পন্থাঃ- আপনি যখন এই আমল করার ইচ্ছা করবেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য একাধারে ৭ দিন রোজা রাখবেন, আর এই অবস্থায় প্রতিদিন এক হাজার বার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন। এই আমলের ফলে আপনার কাছে সে আসবে আপনার আনুগত্য করবে, আর আপনাকে সংবাদ দিবে মানুষের অন্তরের সব বিষয় ,এই আমল করার সময় আপনার নিকট সুগন্ধিযুক্ত ধুপ জ্বালাবে। দুআটি এইঃ

كَشْ كَشْ مَشْ مَشْ طَكَشْ شَمْلَاخُ شَمْلَاخُ غَكَمَشْ شَمْلِيْخُ شَمْلِيْخُ اَجِبْ يَا خَادِمَ هٰذِهِ الْاَسْمَآءِ وَاَخْبِرْنِيْ بِمَا فِيْ جَمِيْعِ ضَمَائِرِ النَّاسِ وَاَخْبِرْنِيْ فِيْ اُذُنِيْ ضَمَآئِرَ الْعَالَمِ وَاَخْبَارَهُمْ اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْعَجَلُ اَلْعَجَلُ اَلسَّاعَةُ لِسَاعَةٍ.

জিনকে বশ করার ১৫ নং পন্থা

ওয়াশওয়াশ জিনকে হাজির করার উপায়ঃ- ১৪ দিন নির্জন স্থানে এই আমলটি করতে হবে, আর আমল করার সময় আপনার নিকট সুগন্ধিযুক্ত ধুপ জ্বালাবেন, প্রতিদিন এক হাজার বার নিম্নের দুআটি পাঠ করবেন, যখন আপনি আপনার কানে ফিসফিস আওয়াজ শুনবেন তখন বুজবেন যে সে এসে গেছে। তখন আপনি বলবেন যে তুমি তোমার কানের নিকটে হাত রাখো আর আমাকে সংবাদ দিবে, ওয়াদা করবে যে আমি যে স্থানে যে সময় তোমাকে ডাকবো তুমি এসে হাজির হবে।আর যে বিষয় আমি জানতে চায়বো সে বিষয় আমাকে সংবাদ দিবে। আর সে আপনাকে তার নাম বলে দিবে, এরপর থেকে যখন আপনি তাকে ডাকতে ইচ্ছা দুআটি পাঠ করে তার নাম ধরে ডাক দিলে সে এসে হাজির হবে। দুআটি এইঃ-

كَمْشْ كَمْشْ مَشْهَسْ مَشْهَسْ كَكَشْ كَكَشْ شَمْلَخُ شَمْلَخُ اَجِبْ وَاَحْضِرْ يَا خَادِمَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ وَاَخْبِرْنِيْ عَمَّا فِيْ ضَمَائِرِ النَّاسِ

এই আমল চলা অবস্থায় নিম্নের দুআটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর একশত বার করে পাঠ করবে। দুআটি এইঃ-

يَا اَللّٰهُ يَا دَلِيْلُ يَا عَلِيْمُ سَخِّرْ لِيْ مَنْ يُخْبِرُنِيْ عَنْ طَلَبِيْ بِقُدْرَتِكَ وَبِحَقِّ اَسْمَآئِكَ يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ.

জিনকে বশ করার ১৬ নং পন্থা

এই আমলকে বলে রিয়াসাতুল খতফি, আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আপনি ৭ দিন রোজা রাখবেন, এই ৭ দিন আপনি নির্জন স্থানে অবস্থান করবেন, আগুনে পাকানো কোন জিনিস খাবেন না। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে এক হাজার বার করে নিম্নের আমলটি করবেন, সপ্তম রাতে আপনার সামনে হাজির হবে তুর্কি পোষাক পরিহিত এক গোলাম, যার হাতে থাকবে বিজলির মতো আলো উহা সে আপনার দিকে নিক্ষেপ করবে, এরপরে সে আবার আসবে, এসে আপনাকে সালাম দিবে আপনি উত্তর দিবেন না বরং তৃতীয় বার আপনি তার সালামের উত্তর দিবেন। তারপর সে বলবে যে আপনি আমার কাছে কি চান? আপনি বলবেন আমার বাকি জীবন তোমার সেবা চাই, সে বলবে আমি শুনেছি আর মেনে নিয়েছি,আর আপনি তার থেকে ওয়াদা নিবেন শর্তগুলোর উপর আর এই শর্তগুলো লিখা থাকবে একটি সবুজ রেশমির কাপড়ের উপর যা আধা হাত লম্বা ও চৌড়া হবে। এরপর থেকে যখনই তাকে আপনি ডাকবেন সে এসে হাজির হবে ইনশাআল্লাহ। দুআটি এইঃ-

يَا نُوْرُ يَا هَادِيُّ يَا مُغِيْثُ يَا مُبِيْنُ يَا لَطِيْفُ

এই কয়েকটি আমল আমি লেখলাম বাকি যারা সবগুলো পড়তে চান তারা আমার লিখিত বই জিনকে বশ করার আমল এটা সংগ্রহ করতে পারেন। আর এই আমল করার জন্য নির্জন রুম হতে হবে যাতে কোন মানুষ আসবে না। লাইট বন্ধ করে আমল করতে হবে। আর যাদের হার্ট দূর্বল তারা এই আমল না করাই ভালো, কারণ হলো, আপনি যদি ভয় পান তাহলে আপনার বড় ধরণের ক্ষতি হতে পারে।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নঃ জিন বশ করার আমল কি দেখে করা যাবে?
উত্তরঃ জি দেখে করতে পারবেন, তবে মুখস্ত করে নেওয়া ভালো।
প্রশ্নঃ বশ করা জিন দ্বারা আমরা কোন ধরণের কাজ করবো?
উত্তরঃ যায়েয যতো কাজ আছে তা করতে পারবেন।

ক্লাসের শেষ কথা

সবাই আমরা একটু মনোযোগ দেই, আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা আজ শেষ দিনের ক্লাসের শেষ পর্যায় চলে এসেছি। কিন্তু ক্লাসে যারা আছেন তারা অধিকাংশই আলেম, শুধু আলেমই না বিভিন্ন মাদ্রাসার মুহতামিম বা মুহাদ্দিস যার ফলে আপনাদের সামনে কথা বলতে এমনিতেই একটু ইতস্তবোধ হয়েছে। আর যে ভাবে আপনার হক আদায় করার কথা ছিল, নিজের এলেমের কুমতির কারণে তা আদায় করতে পারি নাই এই জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তারপরেও যেহেতু আপনারা আমার কাছে তদবীর বিষয় কিছু শিখার জন্য এসেছিলেন, আর আমিও এই বিষয়ে গত ১৫ দিন কিছু আলোচনা করেছি।

সুতরাং যারা আমার পন্থায় তদবীর করবে তাদের জন্য আমার পক্ষ্য থেকে তদবীর করার অনুমতি রয়েছে। তবে আমার বলা শর্তগুলোর বিপরিদ যদি কেউ চলে, মানুষকে ধোকা দেয়, মানুষের সাথে প্রতারণা করে, তাহলে আমার ইজাজত তার জন্য প্রযোজ্য হবে না। আর আমার ইজাজত কয়েকটি কথার উপর দিয়েছি তাহলো, সকাল-সন্ধ্যার আমল ঠিক মতো করবে, মিথ্যা পরিহার করবে, মানুষের প্রতি জুলুম করবে না, যার কাছ থেকে তদবীরের জন্য টাকা নিবে তার হক্ব যথা সম্ভব আদায় করার চেষ্টা করবে। এই পথে থাকলে আজীবন আপনার জন্য আমার দুআ ও ইজাজত রয়েছে

আমার কিছু কথা

তদবীর জগতে দীর্ঘ দিন কাজ করার ফলে, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে, এই বই এর সব আলোচনা সাজিয়েছি। আর কোন বিজ্ঞ আলেমকে বইটি দেখানো হয় নাই। আর সব সময় নিজের নজরে সব ভুল প্রকাশ হয় না, তাই এই বইতে যদি শরয়ী কোন বিধানের বিপরিত কোন কিছু কোন বিজ্ঞ আলেমের নজরে আসে তাহলে সেটা আমার মত না। আর তা পরিহারযোগ্য। কুরআন ও হাদিস যেটাকে সঠিক বলে সেটাই আমার মত।

সমাপ্ত

সমাপ্ত করার শেষ তারিখ
০৮/০৩/২০২৩ ইংরেজি
১৫ শা'বান ১৪৪৪ হিজরী